

সচিত্র
তবলা শিক্ষা

ভারত-যশস্বী এবং সঙ্গীত একাডেমীর সম্মান প্রাপ্ত
ওস্তাদ মসীদ খান সাহেবের কুতলী ছাত্র
শ্রী রবীন্দ্রকুমার বসু (তবলাতত্ত্ব বিশারদ)

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রিট (দিউল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১
১৯৫৭

প্রকাশক :

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী

১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড

[ক্যানিং স্ট্রীট (দিউল)]

কলিকাতা ৭০০০০১

মুক্‌কর :

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

মা তারা প্রিন্টিং প্রেস

৪৬, পার্ৱতী ঘোষ লেন

কলিকাতা-৭০.০০০৭

ভূমিকা

খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যই সর্বপ্রথম তবলার প্রয়োজন হয় এবং ক্রমশঃ তবলা খেয়াল গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য ব্যবহার হ'তে থাকে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে যখন বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্যগীতি রূপে কাবালী বা কাওয়ালী, সাহনার প্রচলন ছিল, তখনই তবলা ও বাঁশার অপরিণত রূপের সৃষ্টি হয়েছিল।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭৩৮ সালে, দিল্লীর মুঘল বাদশা মহম্মদ শাহ'র শাসনকালে, তানসেনের কন্যার বংশের নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন তৎকালের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসজ্জীত শিল্পী। তানসেনের জামাতা ছিলেন মিশ্রী সিংজী। ঐর সঙ্গে তানসেনের কন্যা সর-বতীর বিবাহ হয়। মিশ্রী সিংজী ছিলেন অশ্বিতীয় বীণকার। সম্রাট আকবর শাহ' নিজ রাজদরবারে তাঁকে বহু সাধ্যসাধনা করে তানসেনের ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বীণায় সহযোগিতা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মিশ্রী সিংজী ছিলেন রাজপুত। অত্যন্ত ধার্মিক এবং সাধক। নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন এই মিশ্রী সিংজীর বংশধর। নিয়ামৎ খাঁ ছিলেন মহম্মদ শাহ'র রাজদরবারের অন্যতম বীণ-বাদক।

কিন্তু সে সময় যন্ত্রের কদর কণ্ঠসজ্জীদের মতো ছিল না। নবাব মহম্মদ শাহ' কণ্ঠসজ্জীদের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। কাজেই, নিয়ামৎ খাঁ তাঁর রাজদরবারে একরকম অনাদৃত শিল্পীরূপেই ছিলেন। মহম্মদ শাহ' তাঁকে যথোচিত সম্মান না দেওয়ায় তিনি মর্মাহত হয়ে একদিন রাজদরবার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন।

নিয়ামৎ খাঁ কঠোর সাধনা করতে লাগলেন কণ্ঠসজ্জীদের।

কয়েকটা বছর পেরিয়ে গেলো।

একদিন দিল্লীর রাজপথ দিয়ে নিয়ামৎ খাঁ হেঁটে চলেছেন। সহসা এক স্থানে দেখতে পেলেন— দু'টি ভিখারী বালক (জানি রসুল ও গোলাম রসুল) অপূর্ব মিষ্টি গলায় গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। ওদের কণ্ঠ শুনে নিয়ামৎ খাঁ মুগ্ধ হলেন। সঙ্কল্প করলেন, ঐ দু'টি ভিখারী বালককে নিজের গৃহে প্রতিপালিত করে কণ্ঠসজ্জীতে তালিম দেবেন।

যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ।

নিয়ামৎ খাঁ সেইদিনই ঐ দু'টি ভিখারী বালককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নিজগৃহে। ওদের প্রতিপালন করতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে কণ্ঠসজ্জীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সুদীর্ঘ এক বৎসর, মানে ১২টা বছর ওদের কণ্ঠসজ্জীতে শিক্ষা দিলেন। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজদরবারের অশ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ এবং পণ্ডিত ও কবি আমীর খসরু ও পরবর্তীকালে সুলতান হুসেন শাহু প্রবর্তিত কাওয়ালী গানের রীতি পদ্ধতিতে আলাপ এবং ধ্রুপদ গানের একটা মিলনসেতু রচনা করে এক অভিনব খেয়াল গান (খ্যাল) পরিবেশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। বর্তমানকালে আমরা যে খেয়াল গানের চাল-চলনের সঙ্গে পরিচিত, তার আবিষ্কর্তা হলেন নিয়ামৎ খাঁ। দিল্লীর অশ্বিতীয় গায়ক ফিরোজ খাঁ (অদারক) এবং ভূপৎ খাঁ ও ইন্দোরের আমীর হোসেন খাঁ (জীবিত) এই নিয়ামৎ খাঁর-ই বংশধর।

যাহোক, ঐ বালক দু'টিকে ১২ বছর শিক্ষা সমাপনান্তে একদিন নিয়ামৎ খাঁ মহম্মদ শাহ'র রাজ-

দরবারে পাঠিয়ে দিলেন কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করতে। ঐ বালক দু'টি জানি রসুল আর গোলাম রসুল তখন বয়সে তরুণ।

ওরা রাজদরবারে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করবার অনুমতি পেলে স্বয়ং নবাবের কাছে থেকে।

ওরা সঙ্গীত পরিবেশন করলো রাজদরবারে।

নবাব মহম্মদ শাহ সান্ত্বিত মূগ্ধ হলেন ওদের কন্ঠের অপূর্ণ খেয়াল গান শুনলে। জিজ্ঞাসা করলেন :—

—কে তোমাদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু?

জবাব এলো ওদের মুখ থেকে :—

—নিয়ামৎ খাঁ সাহেব।

শুনলে নবাবের মুখ আর অনুশোচনার অন্ত রইল না। তিনি নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলেন—
গুণীকর কদর না বৃদ্ধে তিনি নিয়ামৎ খাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন।

মহম্মদ শাহ তৎক্ষণাৎ তাঁর লোক-লব্ধদের আদেশ করলেন—এখুনি নিয়ামৎ খাঁ সাহেবকে আমার দরবারে নিয়ে এসো।

আদেশ পাওয়া মাত্রেই লোক লব্ধ ছুটলো নিয়ামৎ খাঁ সাহেবের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে তারা সঙ্গে করে নিয়ে হাজির করলো নবাবের কাছে। নবাব তখন এই মহাসঙ্গীতগুণীকে দু'হাতে বৃক্কের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে তাঁর সিংহাসনের পাশে সাদরে বসালেন। তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে। শূন্য এই নয়। নবাব মহম্মদ শাহ নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এক লক্ষ মোহর প্রণামী দিয়ে। আর নিয়ামৎ খাঁকে 'শাহ সদারঙ্গ' উপাধিতে অলঙ্কৃত করলেন।

নিয়ামৎ খাঁ আশ্রয় নবাব মহম্মদ শাহ রাজদরবারে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই শাহ সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁ-ই আধুনিক খেয়াল গানের জন্মদাতা। আজীবন নবাবের দরবারে থেকে তিনি অসংখ্য খেয়াল গান সৃষ্টি করে গেছেন। এই সব খেয়াল গান উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকলে, এক সঙ্গে সূক্ষ্ম কাজে সঙ্গত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এঁদিকে রহমান খাঁ নামে এককালে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী ছিলেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল—আমীর খসরু। (ইনি আলাউদ্দীনের সম্রাট আমীর খসরু নন) রহমান খাঁর পুত্র আমীর খসরু শাহ সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খেয়াল গান শিক্ষা করতে লাগলেন। অনেকে বলেন, এই আমীর খসরুই নিয়ামৎ খাঁর শিক্ষা দেওয়া খেয়াল গানের সঙ্গে তালবন্দে সঙ্গত করবার জন্য পাখোয়াজের অনুকরণে তবলা বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী গদাধর চক্রবর্তীর ছোট ভাই—মুরলীধর চক্রবর্তী দিল্লীতে গিয়ে শাহ সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খেয়াল গান শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপনে তিনি (মুরলীধর) যখন দিল্লীতে ফিরে আসেন, তখন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত গায়ক অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে (সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) অবহিত করেন। শাহ সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁ যখন খেয়াল গানের প্রবর্তন করলেন, তখন, খেয়ালের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়ে সঙ্গত করা হ'ত। কিন্তু পরে খেয়ালগানের আরো উন্নতি হ'লে শাহ সদারঙ্গ নিয়ামৎ খাঁই পাখোয়াজকে খেয়ালগানের সঙ্গে সঙ্গত করা

অনুপযোগী বলে ঘোষণা করলেন। অতঃপর খেরালগানের সঙ্গে মৃদু আওয়াজে সঙ্গত করার জন্য ভিন্ন তাল-যন্ত্রের প্রয়োজন হওয়ার শা' সদারজ নিরামণ খাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আমীর খসরু (রহমান খাঁর পুত্র) খেরালগানের সঙ্গে মৃদু আওয়াজে সঙ্গত করার উপযোগী একটি তাল-যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, এবং সেই তাল-যন্ত্রটি আধুনিক তবলা। তবলার প্রয়োজনীয়তা বেশী ক'রে দেখা দেয় মধ্যযুগের নিরামণ খাঁ'র সময় থেকে।

একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক বস্তুই অনুশীলনের দ্বারা উন্নীত এবং প্রসারিত লাভ করে। তবলা বাদ্যযন্ত্রটির ক্ষেত্রেও অবশ্য এটা ঘটেছে।

তবলার আকর্ষণীয় বাদনশৈলীর মধুর রূপ দেন দিল্লীর প্রসিদ্ধ ওস্তাদ সিদ্দুর বা সিধার খাঁ। দিল্লী দরগাহর উৎপত্তি এই সিদ্দুর বা সিধার খাঁ থেকেই হয়, এটা বলা যায় নিঃসন্দেহে। তিনি পাখোয়াজের কঠিন ও বড় বড় বোল-বাণী ভেঙ্গে সুস্ক্য থেকে সুস্ক্যতর এবং সুস্ক্যতর থেকে সুস্ক্যতম করলেন। কঠিন থেকে সহজ এবং শ্রুতিমধুর ক'রে তবলার এক বিশেষ ধরনের হাত প্রচলন করলেন। সৃষ্টির দিক দিয়ে ওস্তাদ সিদ্দুর খাঁ বা সিধার খাঁর তবলা জগতে অবদানের আর তুলনা নেই। সম্ভবতঃ ইংরাজীর ১৭০০ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে তবলার সমধিক প্রচলন হয়। সিদ্দুর খাঁ বা সিধার খাঁর বংশপরম্পরায় ও শিষ্যবর্গ থেকে তবলার সমধিক প্রচলন এবং উন্নততর বাদনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই তবলার বইখানি সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

অনেকে প্রশ্ন করেন তবলা শিক্ষা করতে গেলে দৈনিক কত ঘণ্টা করে রেওয়াজ করা দরকার? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়—এর তেমন কোনো সঠিক ঘড়ি ঘণ্টার নির্দেশনামা নেই। যার যেমন ক্ষমতা, যার যেমন সময় তার সেইমতো তবলা রেওয়াজ করা উচিত। তবে ভোরের দিকে দু'ঘণ্টা, এবং রাতে দশটার পর রেওয়াজ করতে পারলে ভালো হয়। এর কারণ আর কিছুই নয়—ভোরবেলায় এবং রাতের দিকটা সব নিঃশব্দ থাকে। এই সময় হাই মনও ভালো বসে। একটা নিয়ম অবশ্য পালন করা দরকার। যন্ত্রটুকুই রেওয়াজ করা হোক না কেন, তার মধ্যে সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠা এবং প্রয়োজনমতো আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই। এই আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কোনো দিনই কোনো মহৎ কাজ বা কোনো মহৎ সাধনা ফলপ্রসূ হ'তে পারে না।

যে কোনো বোল তবলার রেওয়াজ করার সময় প্রথমে একহারা লগে (টিমা) ধীরে ধীরে হাত বাসিয়ে বাজানো দরকার। রেওয়াজ করার সময় তবলা ও বাঁরার আওয়াজ যাতে ঠিকমত ওঠে সে চেষ্টা করা উচিত। তবে এটা মনে রাখতে হবে, তাল রেওয়াজ করার হাত এক, আর তা পরিবেশন বা সঙ্গত করার হাত আর এক। সেখানে শব্দকে সংযত করা দরকার। হাতকে পরিবেশনকালীন সংযত করতে না পারলে, সেটা বাজনার মধ্যে গিয়ে পড়বে। অনেকে এই সজোরে রেওয়াজ করার অভ্যাসটা সঙ্গতেও প্রয়োগ করে বসেন। এতে গায়ক বা যন্ত্রশিল্পীর এবং শ্রোতাদের মন অস্থির করে তোলে। হাতের দাপট মানে এই নয় যে, খুব জোরে শব্দ করে তাল বাজাতে হবে। হা' ১৫ দাপট মানে তবলা ও বাঁরার হাতের বথোপবৃত্ত 'কসু'। আর একটা কথা, 'দ্বিতাল' হলো " ১৫ সেরা তাল। এই তালের আর জুড়ী নেই। যিনি এই তালটি রপ্ত করতে পারবেন, তাঁ ১৬ তাল রপ্ত করতে সময় লাগবে না। তবলা শাস্ত্রে ও বাদ্যে যত সব উৎকৃষ্ট ধরনের বোল- ১৬

তার অধিকাংশই ১৬ বা ৮ বা ৪ বা ২ মাত্রার ভাগে গঠিত। এই তালের বোল-বাণী অন্যান্য তালেও ব্যবহার করা যায়। শূন্য কিংবা মননশীলতা এবং বৃষ্টির দরকার।

আমার এই গ্রন্থখানির মধ্যে যে-যে বিষয় নিরে আলোচনা করোঁছি, তা অবশ্যই প্রথম শিক্ষার্থী থেকে আরম্ভ করে অগ্রসর শিক্ষার্থীদের পক্ষেও উপযুক্ত। তবলার 'জন্মকথা', 'তাল ও লয়', 'তালের জাতি বিভাগ', 'হৃদ বৈচিত্র্য', 'তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন তালের ঠেকা', 'সমপদী ও বিসমপদী তালের ঠেকা', 'তবলার উৎপত্তি বোল-বাণী বা শব্দ', 'তবলার হস্তপাড়', 'তবলার বাণীর পরিভাষা', 'তবলা বাঁধার সাধারণ নিয়ম', 'হস্ত সাধনার সাধারণ নিয়ম বা পদ্ধতি', 'হস্ত সাধনার বোল-বাণী' 'তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন বোল-বাণী'—(কালদা, রেলা, পেঙ্কার, গং, মূখেয়া, পাল্লাদার গং, চলন, টুকুরা ও চক্রদার প্রভৃতি), কঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত 'তবলার সঙ্গত করার সাধারণ নিয়ম', 'একক বা তবলা লহরী বাজাবার নিয়ম', 'তবলা রেওয়াজ করার সাধারণ নিয়ম' এবং তবলিয়ারদের নানারকম মৃদ্রাদোষ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করোঁছি। আশা করছি—শিক্ষার্থী এবং তবলা সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তি মাথেরই এই সচিত্র 'তবলা শিক্ষা' পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগবে।

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সূচনা	
তবলা ও বাঁয়ার উদ্ভিত বোল বাণীর রেখা-চিত্র ...	ক এ
প্রথম অধ্যায়	
তবলার জন্ম-কথা ...	১
তাল ও লয় ...	৩
লয়ের ত্রৈণীবিভাগ ...	৪
হন্দ ...	৫
তোটক হন্দ, ডুজলপ্রয়াত হন্দ ...	৬
মধুমতী হন্দ ...	৬
গজপতি হন্দ, মৃগী হন্দ, ...	৭
কম্বা হন্দ, প্রিয়া হন্দ, সতী হন্দ ...	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
তাল ও মাদ্রাসহ বিভিন্ন তালের ঠেকা ...	৮
বিসমপদী তালের ঠেকা ...	৯
সমপদী তালের ঠেকার বাণী ...	১০
চিমা বা বিলম্বিত ত্রিতাল ...	১০
মধ্যলয় ও দুনী ত্রিতাল ...	১১
আড়াঠেকা ...	১৩
তিলোআড়া ...	১৪
মধ্যমান ...	১৪
কাহারবা ...	১৪
ঠুংরী, ঠুংরী সেতারখানী ...	১৫
যৎ ...	১৫
একতাল : (চিমা বা বিলম্বিত) ...	১৬
মধ্যগতি একতাল ...	১৬
দুনী একতাল ...	১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
চৌতাল	১৬
দাদরা	১৭
বিসমপদী তালের ঠেকার বাণী	১৭
আড়া চৌতাল	১৭
ধামার	১৭
ঝুমরা	১৭
ফোরদস্ত	১৭
সোয়ারী (১৪ মাত্রা)	১৮
সোয়ারী (১৫ মাত্রা)	১৮
ড্রোল্ তাল	১৮
কাঁপতাল বা পাড়রা	১৮
কাঁপতাল (২য় প্রকার)	১৯
সুরকাঁজা	১৯
কাপক	১৯
পোস্তা	১৯
তেওরা বা তেওট	১৯
আড়াপঞ্চম তাল	২০
লছমী তাল	২০
খেম্টি তাল	২০

তৃতীয় অধ্যায়

তবলায় উদ্ভিত বোল-বাণী বা শব্দ	২১-২৩
তবলা এবং বাঁয়ার হস্তগাড়	২৩-২৭

চতুর্থ অধ্যায়

তবলার বাণীর পরিভাষা	২৮-২৯
তবলা ও বাঁয়ার অবয়বের বিবরণ	২৯-৩০
তবলায় সুর বাঁধার নিয়ম	৩০-৩১
হস্ত সাধনার নিয়ম বা পদ্ধতি	৩১-৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হস্ত সাধনার বোল-বাণী	৩২-৩৫
হস্ত সাধনার বিভিন্ন প্রকার রেল	৩৫-৩৮
শাখ্যম অধ্যায়	
ভাল ও মাজাসহ বিভিন্ন বোল-বাণী	৩৯
পেঙ্কার, কায়দা, চলন, রেল, গং, বিভিন্ন টুকরা	৩৯-৫৬
ত্রিতালের বিভিন্ন উত্থান সেলামী	৫৭-৫৯
মুখোড়া, মহড়া বা তোড়া	৫৮-৫৯
বিভিন্ন চক্রদার	৫৯-৬৩
মধ্য ও দ্রুত 'লয়ের একতালার ১২ এবং	
২৪ মাত্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন তেহাই সহ টুকরা	৬৩-৬৫
ঝাঁপতালের কায়দা	৬৬-৬৭
ঝাঁপতালের টুকরা	৬৮
ঝাঁপতালের রেল	৬৮-৬৯
কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তবলার সঙ্গত করার	
সাধারণ নিয়ম	৬৯-৭০
লহরা বাজাবার (এককতালে বাজানো)	
সাধারণ নিয়ম	৭০
সঙ্গীতশাস্ত্রে শিল্পীদের নানারকম মুদ্গাদোষ	৭০-৭১
ত্রিতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী	৭১-৭২
একতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী	৭২-৭৩
ঝাঁপতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী	৭৩-৭৪
তেওয়ার বোল-বাণী	৭৫-৭৬
ঝুমরার বোল-বাণী	৭৬
সুরকাজার বোল-বাণী	৭৭
ধামারের ঠেকা এবং বোল-বাণী	৭৮
কোরদস্ত তালের বোল-বাণী	৭৮
চৌতালের কয়েকটি পরণ	৭৯-৮০
লহরার বোল বাণী (ত্রিতাল)	৮১-৮৫
তেহাই সহ গং	৮৫-৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
তেহাইযুক্ত গং (গজগতি ছন্দ)	৮৭-৮৯
ত্রিতালের আড় ছন্দ গং	৮৯
ত্রিতালের চক্রদার	৮৯
বিভিন্ন প্রকার তেহাই : ত্রিতাল)	৯০-৯১
একতালার তেহাই	৯১
কয়েকটি অপ্রচলিত তালের ঠেকা ও পরণ	৯১-৯৩
তাল খামসা	৯১
পটতাল	৯২
মোহন তাল	৯২
দোবাহার	৯২
ধামার	৯৩
ডবলা সজতের প্রণালী	৯৩
ভৈরব-চৌতাল	৯৪
কেদারা-ধামার	১০১
সুরট-ফরদস্ত	১০৪
ভীমপলঙ্গী-সুরকাঁকতাল	১০৮
ভৈরব-তেওরা	১১৪
জয়ন্তী-রূপক	১১৯
জয়জয়ন্তী-ত্রিতাল (মধ্যগতি)	১২১
ভৈরবী-ভজন (তুলসীদাস)-ত্রিতাল	১২৪
ছায়ানট-একতাল (দ্রুতলয়)	১৩০
ভজন (সুরদাস) তাল-ত্রিতাল	১৩২

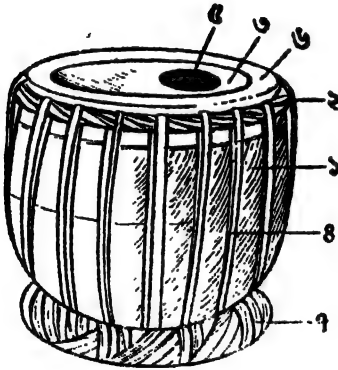
—: সূচীপত্র সমাপ্ত :—

॥ সূচনা ॥

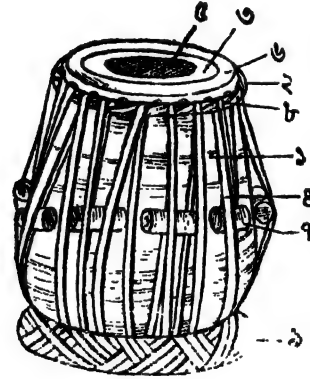
তবলা ও বাঁয়ায় উল্লিখিত বোল-বাণীর রেখা-চিত্র

তবলায় উল্লিখিত বোল-বাণী সম্পর্কে, অর্থাৎ তবলা ও বাঁয়ার কোন স্থানে কিভাবে আঘাত করলে কি শব্দ উল্লিখিত হয়, এই পুস্তকে সে বিষয়ে যথাসাধ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রকার রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি বিশদভাবে বোঝানো হলো।

প্রথমতঃ নিচের চিত্রে তবলার আকৃতি ও কোন স্থানের কি নাম শুদ্ধি করে দেওয়া হলো :



বাঁয়া



তবলা বা ডাহিনা

- ১—মাটি বা ডামার তৈরী খোল
- ২—বিড় বা পাগড়ী
- ৩—ছাউনী বা তাল
- ৪—ছোট বা দোয়ালী
- ৫—গাব বা খিরণ
- ৬—টাকী বা কানী
- ৭—বিঁড়ে

- ১—কাঠের তৈরী খোল
- ২—বিড় বা পাগড়ী
- ৩—ছাউনী বা তাল
- ৪—ছোট বা দোয়ালী
- ৫—গাব বা খিরণ
- ৬—কানী বা টাকী
- ৭—গুঁলি
- ৮—বিড় বা পাগড়ী
- ৯—বিঁড়ে

আঙ্গুলের পরিচিতি—বড়ো আঙ্গুলের নাম অঙ্গুষ্ঠ
মধ্যমা। তারপর অনামিকা, শেখেরটিকে কনিষ্ঠা বলা হয়।

তার পরেরটি তর্জনী। তার পরেরটি

নিচের চিত্রগুলিতে তবলার উপর কোন্ স্থানে আঘাত করলে কি শব্দ উৎপন্ন হয় চিত্র দ্বারা বোঝানো হলো।

তে

রে

টে



তবলা

তবলা

তবলা

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার সংযোগে তবলার গায়ে আঘাতের ফলে 'তে' শব্দ উৎপন্ন হয়। (১নং চিত্র দেখুন)।

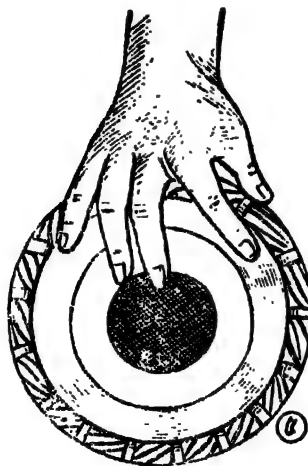
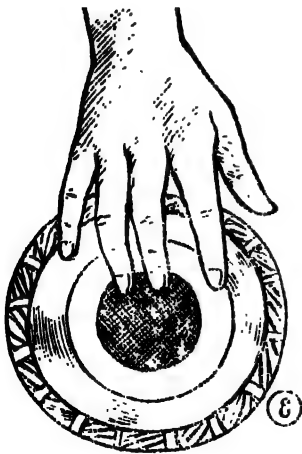
দক্ষিণ হস্তের তর্জনি দ্বারা তবলার গায়ে মধ্যস্থলে আঘাতের ফলে 'রে' শব্দ উৎপন্ন হয়। (২নং চিত্র দেখুন)।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার সংযোগে তবলার গায়ে মধ্যস্থলে আঘাতের ফলে 'টে' শব্দ উৎপন্ন হয়। (৩নং চিত্র দেখুন)।

না

ভা

তিন



তবলা

তবলা

তবলা

দক্ষিণ হস্তের তর্জনি দ্বারা তবলার কান্দিতে স্পর্শ আঘাত করলে 'না' শব্দ উৎপন্ন হয় (৪নং চিত্র দেখুন)।

ঐরূপে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা তবলার কানীতে সামান্য জোরে আঘাত করলে 'তা' শব্দ উৎপন্ন হয়। (২ পৃষ্ঠার ৫ নং চিত্র দেখুন)।

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা গাবের কিনারায় রেখে তর্জনী দ্বারা ছাউনী ও কানীর মাঝে আঘাত করলে 'তিন্' শব্দ উৎপন্ন হয়। (২ পৃষ্ঠার ৬ নং চিত্র দেখুন)

কে ও ক্বে



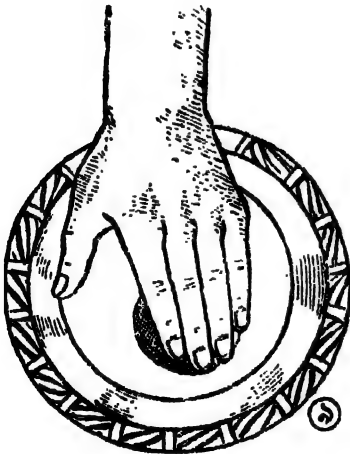
বাঁয়া



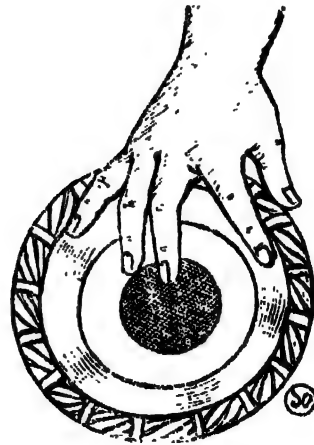
তবলা

বাম হাতের সমস্ত আঙ্গুল দ্বারা বাঁয়ার গাবের উপর চাপা আঘাতে 'কে' এবং একই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা তবলার গাবে বাঁয়া ও তবলার একযোগে আঘাতে 'ক্বে' শব্দ উৎপন্ন হয়। (৭ ও ৮ নং চিত্র দেখুন)।

কতা



বাঁয়া



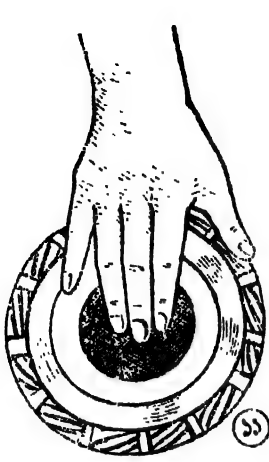
তবলা

বাম হাতের তর্জনী হতে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত আঙ্গুল একত্রিত করে বাঁয়ার গাবে চাপা আঘাতে 'ক' এবং ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাবে রেখে তর্জনী দ্বারা কানীতে আঘাতে 'তা' শব্দ উৎপন্ন হয়। (৯ ও ১০ নং চিত্র দেখুন)।

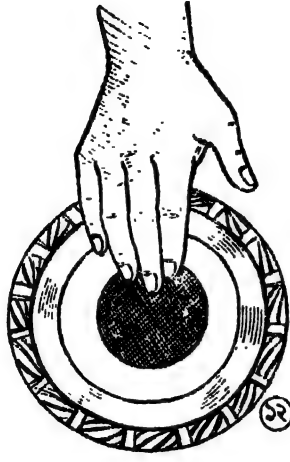
ভেৎ, দেৎ

খুন, দিন্

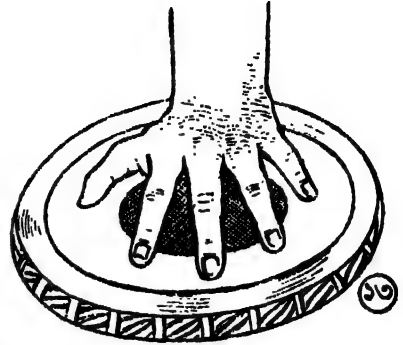
গে



তবলা



তবলা



বাঁয়া

দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্রে করে তবলার গাবের এক তৃতীয়াংশ মত স্থানে মৃদু চাপা আঘাতে 'ভেৎ' ও 'দেৎ' শব্দ উৎপন্ন হয়। (১১নং চিত্র দেখুন)

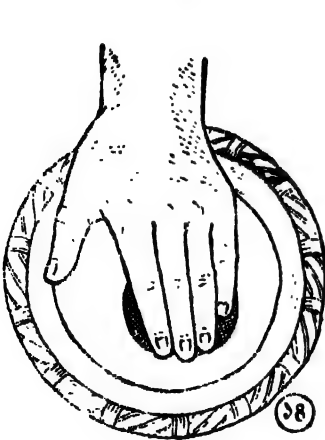
ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা একত্রে করে তবলার গাবের এক চতুর্থাংশ স্থানের উপর খোলা আঘাতে 'খুন' ও 'দিন্' শব্দ উৎপন্ন হয়। (১২ নং চিত্র দেখুন)।

বাম হাতের করতল বাঁয়ার পেছনে রেখে আঙ্গুলগুলি উঁচু করে রেখে অর্থাৎ সাপের ফণার আকার করে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাব ও কানীর মধ্যকার সাদা জায়গায় আঘাতে 'গে' শব্দ উৎপন্ন হয়। (১৩ নং চিত্র দেখুন)।

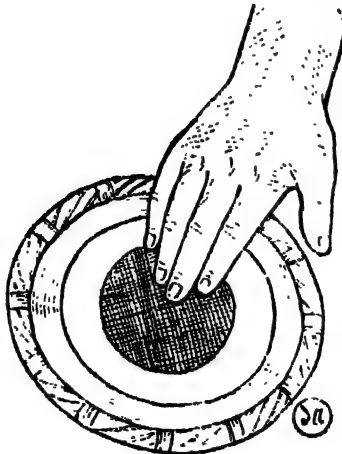
কৎ

দিন্

দেৎ



বাঁয়া



তবলা



তবলা

বাম হাতের আঙ্গুলগুলি অসংলগ্ন অবস্থায় রেখে এবং করতল বাঁয়ার উপর না রেখেই আঙ্গুলগুলির দ্বারা গাবের উপর চাপা আঘাতে 'কৎ' এই শব্দ উৎপন্ন হবে। (১৪ নং চিত্র দেখুন)।

ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করে সোজাভাবে রেখে তবলার গাণের উপর খোলা আঘাতে 'দিং' শব্দ উৎপন্ন হবে। 'দিন্', 'দেন্', 'ধম্' বাণীও এইরূপে বাহির হয়। (ঘ পৃষ্ঠায় ১৫নং চিত্র দেখুন)।

শুধুমাত্র ডানহাতের তর্জনী দ্বারা 'দিং' বাণীর মত তবলার উপর খোলা আঘাতে 'দেং' বাণী উৎপন্ন হয়। 'তেং' বাণীটিও 'দেং' বাণীর ন্যায় হবে। তবে 'তেং' বাণী বাজাতে আঘাতটি একটু চাপা হবে। (ঘ পৃষ্ঠায় ১৬ নং চিত্র দেখুন)।

ছোট ধা



বাঁয়া



তবলা

বামহাতের করতল বাঁয়ার গাণের পিছনে রেখে, 'গে' বাণীর মত আঙ্গুলগুলি উঁচু করে সাপের ফণার মত রেখে, মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাণের অপর প্রান্তে আঘাত এবং সেই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাণের কিনারে রেখে তর্জনী দ্বারা তবলার কানীতে আঘাত করলে ছোট 'ধা' শব্দ উৎপন্ন হবে। বাঁয়া এবং তবলার উপর একই সঙ্গে আঘাত করতে হবে। (১৭ ও ১৮ নং চিত্র দেখুন)।

মো

মোন্



বাঁয়া



বাঁয়া



তবলা

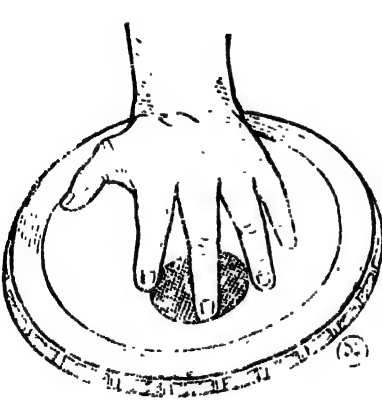
বামহাতের করতল বাঁয়ার গাণের পিছনে রেখে, আঙ্গুলগুলি সাপের ফণার ন্যায় আকৃতি করে

উঁচু করে রেখে, শূন্যস্থান কব্জি দ্বারা গাবের পেছনে অঙ্গ চাপ দিয়ে সেই সঙ্গে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে কানী ও গাবের মাঝের সাদা অংশে আঘাত করলে 'ঘে' শব্দ উদ্ভূত হবে। (৩ পৃষ্ঠার ১৯ নং চিত্র দেখুন)।

'ঘে' এবং 'গে' শব্দ একই রকম ভাবে হাতের অবস্থান ভঙ্গীতে বাজাতে হয়। কিন্তু 'ঘে' শব্দে ডান হাতের কব্জিতে বাঁয়ার সাদা জায়গায় অর্থাৎ যেখানে কব্জির অবস্থান সেখানে স্বল্প চাপ দিতে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে বাঁয়ার উপর হাত রেখে চাপ না দিয়ে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাবের অপর প্রান্তে কানী ও গাবের মাঝের সাদা অংশে আঘাত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার কানীর একপাশে রেখে অপর পাশে 'তর্জনী' দ্বারা গাব ও কানীর মাঝের সাদা অংশে খোলা আঘাত করলে 'ঘেন্' শব্দ উদ্ভূত হবে। (৩ পৃষ্ঠার ২০ ও ২১ নং চিত্র দেখুন)।

‘ঘে’



বাঁয়া



তবলা

'ঘে' বোল-বাণীটি উভয় হাতের অর্থাৎ ডাহিনা বা তবলা এবং বাঁয়া উভয়ের সাহায্যে বাজানো হয়।

প্রথমতঃ বামহাতে বাঁয়ার গাবের যে প্রান্তে বেশী স্থান আছে, ঐ প্রান্তে রেখে, আঙ্গুলগুলি সাপের ফণার মত করে তুলে ধরবে, এরূপ করলে স্বভাবতঃই শূন্যস্থান হাতের কব্জি বাঁয়ার উপরে থাকবে। এইবার শূন্যস্থান মধ্যমা আঙ্গুল বাকিয়ে অগ্রভাগ দ্বারা বাঁয়ার গাবের অপর প্রান্তে আঘাত করবে। আঘাতের সময় বাঁয়ার উপর সামান্য কব্জি চাপ দিতে হবে।

এই সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তবলার মধ্যস্থলে অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দ্বারা চাপা আঘাত করলেই 'ঘে' শব্দ উদ্ভূত হয়। তবে উভয় হাতের আঘাত যেন একই সঙ্গে হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (২২ ও ২৩ নং চিত্র দেখুন)।

জান বা ভাড়া



বায়ান



তবলা

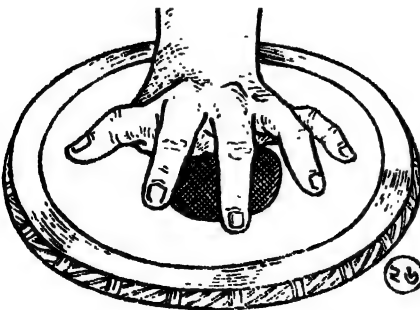
বামহাতেয় করতল বায়ান গাবের অপর প্রান্তে রেখে, কনিষ্ঠা আঙ্গুল তুলে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার প্রথম পর্ব স্ভারা বায়ান গাবের উপর চাপা আঘাত করতে হবে। আঘাতের সময় আঙ্গুলগুলি মধ্যম পর্ব হতে অঙ্গুষ্ঠার শেষপর্ব পর্যন্ত যাতে বায়ান উপর চেপে না থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

একই সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা স্ভারা তবলার গাবের প্রান্তদেশ স্পর্শ করে তর্জনী স্ভারা গাব ও কানীর মাঝের সাদা অংশে 'না' শব্দের ন্যায় আঘাতে 'হান্' বা 'ভাড়া' শব্দ হয়। (২৪ ও ২৫ নং চিত্র দেখুন)।

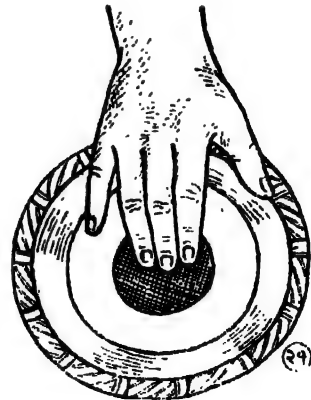
অনেকের মতে 'হান্' শব্দটি শুধুমাত্র ডানহাতে তবলাতেই বাজানো হয়। এইভাবে একহাতে অর্থাৎ শুধুমাত্র ডান হাতে বাজাতে হলে, ডানহাত স্ভারা মধ্যমা ও অনামিকা সহযোগে তবলার গাবের কিনারায় আঘাত ও তর্জনী স্ভারা কানী ও গাবের মধ্যকার সাদা অংশে আঘাত করতে হবে।

শ্রেণে শ্রেণে

এই শব্দটি বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। তবে মনোযোগ সহকারে অভ্যাস করলে আরও করা দুঃসাধ্য নয়। এটা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে প্রতিমধুর হয়।



বায়ান



তবলা

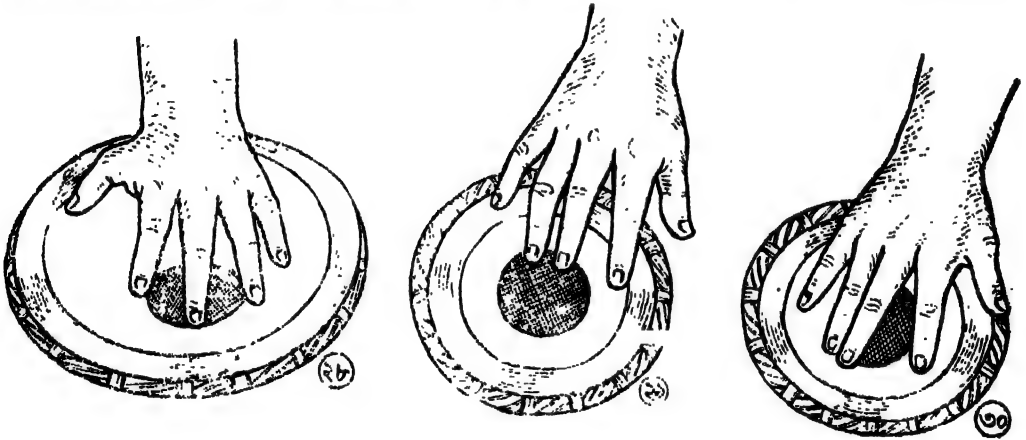
প্রথমতঃ বায়ান গাবের অপর প্রান্তে করতল রেখে আঙ্গুলগুলি তুলে সাপের ফণার মত করে তঃ শিক্ষা—৩

একমাত্র মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাণ্ডের উপর প্রাপ্ত আঘাত করতে হবে। সেই সঙ্গে ডানহাতের করতলের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের শেষ পর্বের নিম্নভাগ থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দ্বারা আঘাতে 'ধে' শব্দ উৎপন্ন হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের শেষাংশ দ্বারা আঘাতে 'রে' শব্দ উৎপন্ন হবে। উক্তরূপে দু'বার বাজালেই 'ধেরেধেরে' শব্দ হবে। (ছ পৃষ্ঠার ২৬ ও ২৭ নং চিত্র দেখুন)।

ধেরেধেরে বোল বাণীটি ভালভাবে নিত্য অভ্যাস করতে পারলে বাদকের হাত বেশ খোলে এবং বোলটিতে হাত সাধাও চলে।

ধিনি, তিনি ও কিনি

বামহাতের করতল দ্বারা গাণ্ডের একপ্রান্তে অর্থাৎ যে প্রান্তে বেশী সাদা স্থান আছে, সেখানে রেখে, আঙ্গুলগুলি ভুলে রেখে কেবলমাত্র মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা গাণ্ডের উপর প্রাপ্ত কানী ও গাণ্ডের মধ্যস্থলে আঘাত করতে হবে। আঘাতকালীন মধ্যমার ডগাটি যেন কোলের দিকে টানা হয় এইভাবে আঘাত করতে হবে। একই সঙ্গে ডানহাতের তর্জনী দ্বারা তবলার গাণ্ড ও কানীর মধ্যকার সাদা অংশে



বায়ী

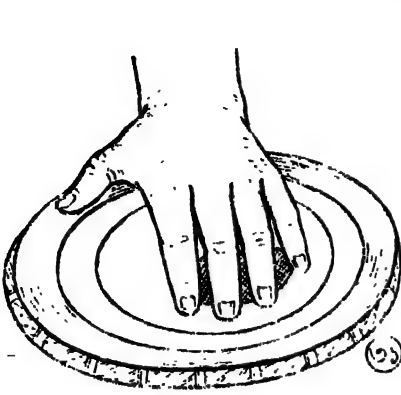
তবলা

তবলা

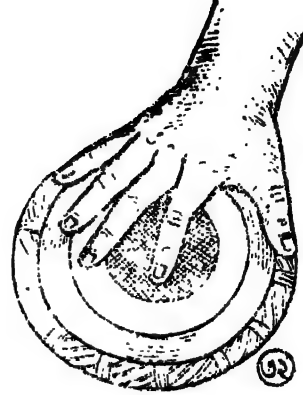
স্বল্প আঘাত করতে হবে, অনামিকা আঙ্গুলটি গাণ্ডের পার্শ্বের কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে রাখতে হবে। এইভাবে উভয় হাতের শব্দ একসঙ্গে হবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তর্জনী দ্বারা তবলার কানীতে 'তা' শব্দের ন্যায় আঘাত করতে হবে। তাহলে 'ধিনি' শব্দ উৎপন্ন হবে। ধিনি শব্দ 'ধিনা' শব্দের ন্যায় একইরূপে বাজাতে হয়। (২৮ ও ২৯ নং চিত্র দেখুন)।

'তিনি' শব্দ বাজাতে হলে ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকা তবলার গাণ্ডের একপার্শ্বের কিনারায় রেখে, তর্জনী দ্বারা গাণ্ডের এবং কানীর মাঝের সাদা অংশে আঘাত করলে 'তি' শব্দ উৎপন্ন হবে। আবার উক্ত তর্জনীর দ্বারা তবলার কানীতে আঘাত করলে 'নি' শব্দ উৎপন্ন হবে। এইভাবে তিনি শব্দ বাজাতে হয়। (৩০ নং চিত্র দেখুন)।

'কিনি' শব্দ বাজাতে হলে বামহাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বায়ীর গাণ্ডের উপর আঘাতে 'কি' শব্দ হবে তবলার উপর উপরোক্ত নিয়মে 'নি' শব্দ বাজাতে হবে।



বাঁয়া

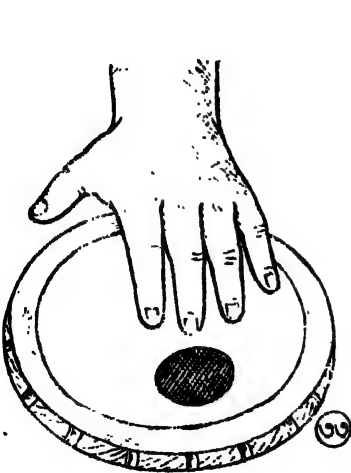


তবলা

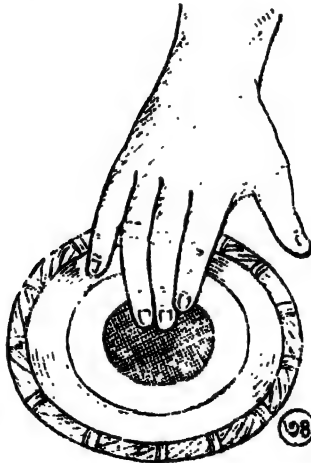
‘তিকা’ শব্দ উভয় হস্তের সহযোগিতায়, অর্থাৎ তবলা ও বাঁয়া উভয়ের মধ্যে একযোগে আঘাতে বাজে। কারণ ‘তি’ শব্দটি ডানহাতের বা তবলার। এবং ‘ক্’ শব্দটি বামহাতের বা বাঁয়ার এই দুটি শব্দ একযোগে ‘তি’ ও ‘ক্’ বাজালে ‘তিকা’ শব্দ হয়।

‘তিকা’ শব্দ বাজাতে হলে, ডানহাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা তবলার গাের উপর আঘাতে ‘তি’ শব্দ এবং বামহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা বাঁয়ার গাের উপর আঘাতে ‘ক্’ শব্দ উৎপন্ন হবে (৩১ ও ৩২ নং চিত্র দেখুন)।

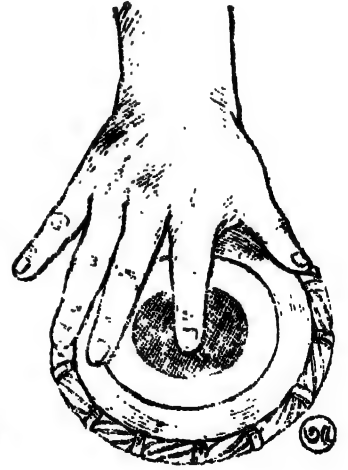
ধু ও মা এবং ধুমা



বাঁয়া



তবলা



তবলা

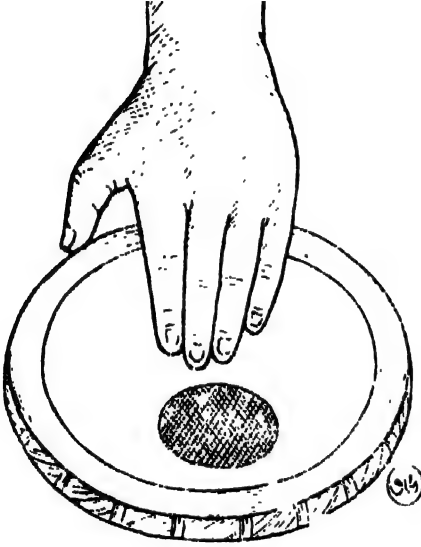
‘ধু’ শব্দ বাজাতে হলে বাঁয়ার পাগড়ী বা বেড়ীর উপর আঙ্গুলগুলির মূলভাগ রেখে, এরূপ অবস্থায় খোলা আঘাত এবং সেই সঙ্গে তবলার গাের উপর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ

দ্বারা আঘাতে 'ধু' শব্দ হবে। উভয় হাতের আঘাত একই সঙ্গে করতে হবে। নচেৎ বাণী অশুদ্ধ হবে। (৩৩ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৪ নং চিত্র দেখুন)।

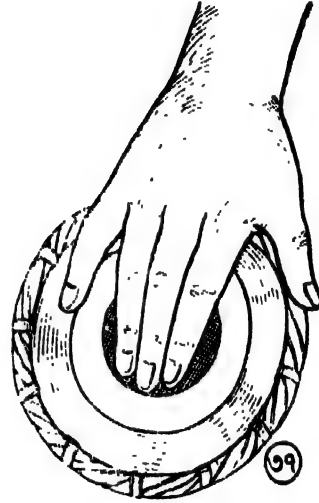
শুদ্ধভাবে তবলার গাবের উপর তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা 'ব' শব্দ আঘাতে 'মা' শব্দ উৎপন্ন হয়। (৩৫ পৃষ্ঠার ৩৫ নং চিত্র দেখুন)।

এইরূপে উপরোক্ত নিয়মে 'ধুমা' (৩৩ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৫ নং চিত্র দেখুন) শব্দ বাজাতে হবে। 'ধুমাকোটে' একসঙ্গে বাজাতে হলে (৩৩ পৃষ্ঠার ৩৩ ও ৩৫ নং এবং ৩৫ পৃষ্ঠার ৩৫ নং ও ৩৬ পৃষ্ঠার ৩৬ নং চিত্র দেখুন) উপরোক্ত চিত্রগুলির মত 'ধুমাকোটে' শব্দ বাজানো হবে।

৩৬



বাঁয়া



তবলা

'ধো' শব্দ বাজাতে হলে বাঁয়ার উপর সমস্ত আঙ্গুলগুলি দ্বারা এমনভাবে খোলা আঘাত করতে হবে যাতে আঙ্গুলের মূলপর্বগুলি বাঁয়ার পাগড়ীর বা বেড়ীর উপর থাকে। সেই সঙ্গে ডানহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার প্রথম ও মধ্যপর্ব দ্বারা তবলার গাবের উপর খোলা আঘাত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভয় হস্তের আঙ্গুলের মূল পর্বগুলি তবলা বা বাঁয়ার উপর উঠে না যায়। এইভাবে একসঙ্গে তবলা ও বাঁয়ার আঘাত করলে 'ধো' শব্দ উৎপন্ন হবে। (৩৬ ও ৩৭ নং চিত্র দেখুন)।

তবলার বিভিন্ন প্রকার বোল-বাণী রেকর্ডিং দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়। তবুও রেকর্ডিং দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বোল-বাণী বাজাবার কায়দা এবং হাতের বিভিন্ন প্রকার অবস্থিতি সাধ্যমত দেখানো হলো। একটু বিশেষভাবে রেকর্ডিংগুলি অনুশ্রবণ করে বাজালে আশা করি শিক্ষার্থীগণের অনেক সুবিধা হবে।

। এক ।

তবলার জন্ম-কথা

তবলার জন্মরহস্য নিয়ে তীব্র মতভেদ ও নানাপ্রকার গাল-গল্পের আজও শেষ নেই। অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির মতে,—আমীর খসরু সেতার ও তবলা আবিষ্কার করেছিলেন, যুদজকে (পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে পাখোয়াজ) হু'ভাগে ভাগ ক'রে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে তবলার প্রবর্তন হয়। এই মতবাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের শেষে এবং মুসলমান যুগের অবসানের কিছু আগে ধারক হিসেবে গীত ও বাজের অনুশীলনকে তৎকালীন মুসলমান ও হিন্দু সমাজ বাঁচিয়ে রাখলেও ঐতিহ্য এবং শাস্ত্র-আলোচনা আর সঠিক আদর্শরক্ষার দিকটা কিছুটা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হয়েছিল, একথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত পুঙ্কর ও যুদজের কথা বলেছেন। আবার ওদিকে আচার্য অভিনব গুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকায় বলেছেন—‘স্বাভি’ নামে একজন ঋষি পুঙ্করবাঞ আবিষ্কার করেন। পুঙ্কর যুদজজাতীয় বাজ্ঞ এবং তার শব্দ মেঘগর্জন ও মেঘবর্ষণের মতোই শোনাতে। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—যুদজ ও পুঙ্কর যুগ্তিকা নির্মিত। আবার খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাস্ত্রদেব তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ ‘সঙ্গীত-রত্নাকরে’ বলেছেন যে, যুদজ খয়ের, রক্তচন্দন প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। সুতরাং মুনি ভরত ও ঋষি শাস্ত্রদেবের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, ‘যুদজ’ ও ‘পুঙ্কর’ সূচনায় যুগ্তিকা দিয়েই তৈরী হ'ত। তবে পরবর্তীকালে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

অতি প্রাচীনকালে বৃন্দবাঞে (অর্কেষ্ট্রা) যুদজ ও পুঙ্কর বাজ্ঞানো হ'ত। এগুলি চর্মজাতীয় বাজ্ঞযন্ত্র এবং চর্মজাতীয় বাজ্ঞযন্ত্রগুলিকে বলা হয় অবনদ্ধ। চর্মজাতীয় বাজ্ঞযন্ত্র বলতে এই বুঝতে হবে যে, এগুলির অগ্রভাগ বা মুখ চর্মদ্বারা আবরিত।

নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত, বৃন্দগায়ক ও বৃন্দবাঞে একের অধিক পুঙ্কর বা যুদজ বাজ্ঞানো হ'ত। এইসব অনুষ্ঠানে একসঙ্গে তিনটি পর্যন্ত পুঙ্কর বাজ্ঞানো হ'ত। তিনটি পুঙ্করের মধ্যে ছ'টি সমান আকারের (বর্তমান পাখোয়াজের মতো) এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাকত। বড় পুঙ্কর ছটি সোজাভাবে দাঁড় করানো আর ছোট পুঙ্করটি থাকত শায়িত।

তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, 'খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতকে ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর-মন্দিরে, বন্থে নগরীর বাদামী-মন্দিরে নৃত্যশীল নটরাজের পাশে পুঙ্কর বাজগুলির চিত্র খোদাই করা আছে।' অনেকে মনে করেন 'ছটি সোজাভাবে দাঁড়ানো এবং একটি শোয়ানো পুঙ্কর বা মৃদঙ্গের অনুকরণেই পরবর্তীকালে (মুসলমান যুগে) তবলা বা তলমৃদঙ্গ ও বাঁয়া বা বামমৃদঙ্গের প্রবর্তন হয়।' খ্রীষ্টীয় ১৩শ থেকে ১৭শ শতক সময়ের মধ্যে খেয়াল-গানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তবলা ও বাঁয়ার ক্রমোন্নতি ও বহুল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, খেয়াল-গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যই সর্বপ্রথম তবলার প্রয়োজন হয় এবং ধীরে ধীরে তবলা খেয়াল-গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য ব্যবহার হতে থাকে। মুসলমান রাজত্বের শুরুতে যখন আঞ্চলিক গ্রাম্যনীতিরূপে কাবালী (কাওয়ালী)-সহেলার প্রচলন ছিল, তখনই তবলা-বাঁয়ার অপরিণত রূপের সৃষ্টি হয়েছিল, একথা অনেকেই মনে করে থাকেন। তালরক্ষার জন্যই তবলা ও মৃদঙ্গবাজের অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য তবলা ও পাখোয়াজকে 'তাল' যন্ত্র বলা হয়।

ভারতবিশ্বাতি ওস্তাদ মসৌদ খান সাহেবের (আমার তবলার গুরু) তবলার ক্রিয়াত্মক (Practical Demonstration) এবং ঔপপত্তিক (Theoretical) জ্ঞান অসাধারণ। তবলার সমুদ্র বললেও বোধকরি বেশী বলা হয় না। তিনি বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে তবলার বহু গুঢ় তথ্য সংগ্রহ করেছেন কঠোর পরিশ্রম করে। তবলার জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অভিমত হলো :—

'পুরাকালে বিজ্ঞানদেবী ভারতী নারিকেলের ওপরটা চামড়ায় আচ্ছাদিত করে একরকম বাজনা তৈরি করেন। এই বাজনাটার নাম ছিল—তাল-ভরজ। তারপর গৌতম-বুদ্ধ পাথর কুঁদিয়ে তা থেকে একরকম বাজযন্ত্র তৈরি করলেন—নাম দিলেন তবল-জাং। পাকিস্তান প্রদেশে এর এখনো প্রচলন আছে এবং সেখানকার লোকে এ-জাতীয় বাজযন্ত্রটাকে বলে—'ধামা' বা 'দুস্তু'।

এর পর আরবদেশের লোকেরা এর অনেক পরিবর্তন করেন। চন্দ্রপাল এবং আনন্দপালের সময়ে যখন তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য কছোজে এলেন, তখন তাঁরা 'তবল-জাং'কে কাঠের রূপ দিলেন—নাম দিলেন 'তবলা'। তাঁরাই বাঁয়ার প্রচলন করেন। পূর্বে বাঁয়ার প্রচলন ছিল না। 'তবলা' আরবী নাম।

সুতরাং তবলার ক্রমপরিবর্তিত রূপ হলো তিনটি :

- (১) তাল-ভরজ (পুরাকালে)
- (২) তবল-জাং (বৌদ্ধযুগে)
- (৩) তবলা (আরবযুগে)।

তাল ও লক্ষ্য :

‘তাল’ ধাতু+আর্ধে অনু প্রত্যয় ক’রে তাল-শব্দ নিষ্পন্ন। সঙ্গীতে ‘তাল’-শব্দের অর্থ হলো—কাল পরিমাপ, অর্থাৎ সময়ের মাপ। নৃত্য, গীত ও বাজে কাল ও ক্রিয়ার পরিমাপকে ‘তাল’ বলে। করতাল বা করাঘাত থেকেই ‘তাল’ শব্দটির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে নৃত্য ও বাজ্যযন্ত্রকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গের মধ্যে একটা অঙ্গ বলেই স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া, নৃত্যই হলো তালের সৃষ্টিকর্তা। নৃত্য থেকেই তালের উৎপত্তি বা সৃষ্টি।

কথিত আছে, অমরনগরে শূরপতিসভায় দেবদেবীর নৃত্যের সময় তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষদের নৃত্যকে ‘তাল’ নামে অভিহিত করা হয়। আর স্ত্রীলোকদের নৃত্যকে ‘লাস্ত’ বলা হয়। এই ‘তাল’ আর ‘লাস্ত’ শব্দ দুটির আশ্রয় নিয়ে ‘তাল’ শব্দের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। পুরুষদের নৃত্য—তাণ্ডব-নৃত্য। তাণ্ডবের ‘তা’ এবং ‘লাস্তের’ ‘লা’ নিয়ে যে শব্দটি হয়, সেটা হলো—‘তাল্লা’। এই ‘তাল্লা’ থেকেই ‘তাল’। নৃত্য থেকেই তালের সৃষ্টি। স্বর্গের দেবদেবীরা নৃত্যের অত্যন্ত প্রিয়। নৃত্যের জন্য সেখানকার অঙ্গরাগণ বিখ্যাত। তালের নৃত্যের সঙ্গে বাজের সমন্বয়তা রক্ষার জন্য মহাদেব অসংখ্য তালের সৃষ্টি করেন।

ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী এই দু’রকম তালের কথা জানা যায়। ‘মার্গ তাল’ স্বর্গে এবং ‘দেশী তাল’ মর্ত্যে প্রচলিত। মার্গ তাল আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যথা : (১) চর্চপুট, (২) চাচপুট, (৩) ষট্টিপাতিপুত্রক, (৪) লক্ষ্যকোষ্টক ও (৫) উষভট্ট। কথিত আছে—এই পাঁচটি মার্গ তাল মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে নির্গত হয়। ‘মার্গ তাল’ এখন কীর্তনেই প্রচলিত। ‘দেশী তাল’ বহু প্রকারের। ভারতীয়শাস্ত্রে বা পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায় যে, দেশী তালের অন্তর্গত প্রায় ৩৬০-এরও বেশী তাল আছে। এই তালগুলির মধ্যে কতকগুলি তাল তবলায় এবং কতকগুলি তাল পাখোয়াজের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে তালকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই দুটি ভাগ হলো—নিঃশব্দ ও লক্ষ্য। তালের ভেদ বা গতি-প্রগতি আছে। এই ভেদ বা গতি-প্রগতিই হলো গায়ক বা বাদকের নিয়ম-শৃঙ্খলাসুব্যবহারী কণ্ঠ বা যন্ত্রে চলাকেরা করা। যেমন—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ও পরদ্রুত।

আমরা অজুনে যে মাত্রা গণনা করি, তাকে সঙ্গীতশাস্ত্রে ‘কলা’ বলে। এই ‘কলা’ বা মাত্রা গণনা নিঃশব্দেই সম্পাদিত হয়। আর হাতের তালুতে বা হাতের আঙ্গুলের টোকাতে যখন তাল দেওয়া হয় তখন তাকে লক্ষ্য তাল বলে। তালের মধ্যে মাত্রার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কারণ, তালের ভাগ সম হোক আর অসম হোক, সমপদী হোক বা বিষমপদী হোক,

মাত্রার সমন্বয়কে বিস্তৃত করার উপায় নেই। তালের সমান অংশ বা ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টি নিয়ে আবার তাল গঠিত হয়। ফলতঃ দেখা যায়—মাত্রা, লয় আর তাল এই তিনটি অঙ্গাদীভাবেই জড়িত। একটাকে ছেড়ে অপরিহার্য চলতে পারে না। তাল, লয় আর মাত্রা এই তিনটি হলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ। তাল সার্থক এবং প্রাণবন্ত হয় তখন, যখন লয় থাকে ঠিক। লয় ব্যতিরেকে তাল নিরর্থক ও পলু। সেইজন্য লয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলে বেতালা হ’তে হয়। আবার লয়ের ডোরা বা গতি ঠিক থাকলেও গায়ক বা বাদকেরা বেতালা হন, অর্থাৎ তাঁরা তখন তালের হিসেব মাথায় রাখতে পারেন না। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যের গতি অনুযায়ী তবলা বা পাখোয়াজের গতি হওয়া উচিত। তখন এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগতিই বাস্তব (চর্যজাতীয়) লয়কে পরিফুট করে তোলে এবং সেইজন্য বাস্তবের অপর নাম ‘সংগত’ অর্থাৎ সমগত।

তালের জ্ঞতিবিভাগ আছে। পাঁচটি জ্ঞতিতে তাল বিভক্ত; যথা—

- (১) চতুস্ত্র (৪ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৪ মাত্রা এবং ২ মাত্রার মিশ্রিত।
- (২) তিস্ত্র (৩ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৩ মাত্রা এবং ২ মাত্রার মিশ্রিত।
- (৩) মিস্ত্র (৫ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৫ মাত্রা এবং ২ মাত্রার মিশ্রিত।
- (৪) ষণ্ড (৭ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৭ মাত্রা এবং ২ মাত্রার মিশ্রিত।
- (৫) লকীর্ষ (৯ মাত্রা + ২ মাত্রা) অর্থাৎ মাত্রার ভাগ ৯ মাত্রা এবং ২ মাত্রার মিশ্রিত।

সঙ্গীতের প্রণীতিবিভাগ :

সঙ্গীতশাস্ত্রে লয়কে মোটামুটি দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

- (১) লম্ব (বিরাম—“ধা” ২য় তাল থেকে ঘুরে ২য় তালে পড়ে।)
- (২) দ্বিসম্ব (কঁাকে সম ফেলা। অর্থাৎ ১৬ মাত্রা ত্রিতালের ঠেকায় ৯ মাত্রার সম ফেলা।)
- (৩) অতীত (“ধা” একটা সম ঘুরে ২য় মাত্রায় পড়ে।)
- (৪) অনাঘাত (বোলের “ধা”র ওপর কোনো মাত্রা পড়ে না।)
- (৫) আড় (আড়ি)
- (৬) বড়াড় (বড় আড়ি—দেড়িও বলা যায়।)
- (৭) কুয়াড় (আড়ি ও বড় আড়ি মিশ্রিত।)
- (৮) আকাল (১৬ মাত্রার ওপর “ধা” ফেলা।)
- (৯) আচাক্ক (মোয়াইয়া—১০ মাত্রার বোল ১৬ মাত্রায় ব্যবহার করা।)
- (১০) রদ (পাল্লাদার গং—জিপারী, চৌপারী ইত্যাদি।)

ছন্দ ১

আমরা যখন কথা বলি, তখন তারও একটা ছন্দ থাকে। ঝড়ে গাছের পাতা নড়ে, তারও একটা ছন্দ থাকে। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ে, তারও একটা ছন্দ থাকে। টেবিলের ওপর টেবিল পাখা যখন ঘোরে তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। তুমুল ঝড় যখন ওঠে, তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। সমুদ্রের ঢেউ যখন বহে, তখনও তার একটা ছন্দ থাকে। মোট কথা, ছন্দ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—অভিপ্রায়, বস্তুতা বা স্বাচ্ছন্দ্যভাব। কবিতায় নানা প্রকার ছন্দ আছে। অনুরূপ ছন্দ, পন্নায় ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইত্যাদি। এক-এক প্রকার ছন্দের এক-এক প্রকার অমুভূতি এবং মাদকতা আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে ক্রিয়াক্ষক ক্ষেত্রে ছন্দের মূল্য সবচেয়ে বেশী। নানা-রকম ছন্দ করে যে গায়ক বা বাদক গান গাইতে বা বাজনা বাজাতে পারেন, তাঁর জ্যেষ্ঠত্ব অনায়াসে প্রমাণিত হয়।

বলতে বাধা নেই যে, তবলা ও পাখোয়াজে যেসব বোল-বাণী ব্যবহার করা হয়, তা নানাপ্রকার ছন্দের দ্বারা তৈরী। সব বোল-বাণীর ছন্দের নাম জানা ও তাকে আয়ত্ত করা কোনো গায়ক বা বাদকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের তাৎপর্য এতই গভীর যে, তাকে সমগ্র এবং সূর্যুভাবে অনুধাবন করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই এক বা দু'জনের সাধনায় সম্ভব নয়। মানুষের জীবনের পরমাণুই বা কতটুকু। এই অল্প সময়ের সাধনায় ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের গূঢ়ত্ব জানা সম্ভব নয়। তবু ছন্দ সম্বন্ধে যতটুকু না জানলে কোনো তবলাবাদকের চলে না, ততটুকু এখানে আলোচনা করছি।

কঠিনসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত প্রতিটি তাল এক বা একাধিক ছন্দের দ্বারা গঠিত। ছন্দ সাধারণতঃ দু' রকম—সমছন্দ এবং বিষমছন্দ। যে ছন্দের গতির মিল আছে, তাকে বলে সমছন্দ। অর্থাৎ যে-সব ছন্দের মাত্রার সন্নিবেশ একগুণ, দ্বিগুণ বা চতুগুণ বা যে ছন্দের তালকে দুই দিয়ে ভাগ করে মিলে যায়, সে ছন্দ হলো সমছন্দ। সমপদী তালের (ত্রিভালা, ভেলোজাড়া, আড়াঠেকা, ষৎ, কাহারবা প্রভৃতি তাল) ছন্দগুলি হলো সমছন্দ। অর্থাৎ ছন্দের পরিবর্তন নেই। একই গতিতে সেই ছন্দ চলাকেরা করে।

কিন্তু মুশ্কিল হলো বিষমছন্দকে নিয়ে। এই ছন্দের গতিধারা একরকম থাকে না। বিষমছন্দকে অনেকে আবার কুটছন্দও বলেন। এই ছন্দের গতিধারার মিল নেই। সোজা যেতে যেতে হঠাৎ বাঁকা পথ ধরে। পূর্বে যে লয়ের পাঁচ রকম জাতিবিভাগ দেখিয়েছি, এই বিষমছন্দ লয়ের চতুস্ত্র জাতি ছাড়া, বাকি চারটি জাতির অন্তর্গত। কখন কখনও বিষমছন্দের প্রথম দিকটা লয়ের চতুস্ত্র জাতির ছন্দের মধ্যে। বিষমছন্দের মধ্যে পড়ে—সোয়াগুণ ছন্দ, দেড়গুণ ছন্দ, আড়াইগুণ ছন্দ, তিনগুণ ছন্দ প্রভৃতি। এই ছন্দগুলি

আড়ি হুন্দ । আড়ি হুন্দ আবার পাঁচ রকমের । যথা - আড়ি, কুরাড়ী, বড়াড়, দম ও খম । সমহুন্দের মধ্যে বিষমহুন্দের যখন আড়িহুন্দের ক্রিয়াকলাপ থাকে, তখন তাকে বলে হুন্দবৈচিত্র্য । এগুলি হলো পুরোপুরি লয়কারী ব্যাপার । মোটকথা, হুন্দ বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—সৌন্দর্যবিকাশ । যে গায়ক বা বাদক নানারকম হুন্দের কাজ লয় এবং তালের ঐতিহ্য বজায় রেখে দেখাতে পারেন, সেই গায়ক বা বাদকের প্রশংসা এবং স্তুতির সীমা থাকে না ।

তবে একটা কথা, তবলা ও পাখোয়াজে যতরকম বিষমহুন্দের কাজ করা সম্ভব, কর্তৃসঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে ততরকম সম্ভব নয় । যন্ত্রসঙ্গীত মানে সেতার, সরোদে বিচক্ষণ ও লয়দার শিল্পী বিলক্ষণ লয়কারী করেন । তবে তবলা ও পাখোয়াজের মতো নয় । আমি জানি, বহু নামকরা ওস্তাদ সেতার ও সরোদশিল্পী তবলা ও পাখোয়াজ উত্তমরূপে শিক্ষা করে তবলা ও পাখোয়াজের হুন্দবৈচিত্র্যের বোল-বাণী, সেতার ও সরোদে তাঁদের রাগ-রাগিণী অনুযায়ী খাপিয়ে নিয়েছেন ।

নিম্নে কয়েকপ্রকার হুন্দের উদাহরণ দিচ্ছি তবলার বাণীর মাধ্যমে—

(১) ভোটক্ হুন্দ—

।
 ধা ধা না আ ধা না ধা আ ধা ধা ধা আ ধা ধা না ধা ধা না ধা ধা ধা ধা
 ।
 ধিনধা ধা ধা না ধা ধা ধা না ধা তা তা তিন তা তা তা না তা তা তা না তা

(২) কুজলপ্ররাত হুন্দ :

।
 ধা ধা না ধা না ধা ধা ধা না ধা ধা ধা না ধা ধিন ধা ধা ধা না ধা ধিন ধা
 । ।
 ধাধা তানা ।

(৩) মধুমতী হুন্দ :

।
 ধি ধি নানা ধিনা ধি ধি নানা ধি না ধি না তি তি নানা তিনা তি না ধিধি না
 । । ।
 ধি না ধিনা ।

(৪) গজগতি ছন্দ :

| | | || | | | | | | | | | |
 ধি ধি না ধা ধি না ধি না না ধি ধি নাং ধি না ধি না ।

(৫) দ্বুগী ছন্দ :

|| | || || | | || || || ||
 যে যে না যে যে না কে কে না যে যে না ।

(৬) কঙ্কা ছন্দ :

|| || || || || || || ||
 যে যে যে যে কে কে যে যে ।

(৭) ত্রিরা ছন্দ :

| | || | || | | || | | || | | ||
 যে যে না যে না যে যে না কে কে না কে না যে যে না ।

(৮) লতী ছন্দ :

| | | | | | | | | | | | | | | |
 তা দিৎ থুন্ না তা দিৎ থুন্ না ধা তিৎ থুন্ না তা দিৎ থুন্ না ।

দুই

তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন তালের ঠেকা

বিভিন্ন তালের ঠেকা লিপিবদ্ধ করবার আগে, এখানে মাত্রা এবং ঠেকা সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ভালো। আগের অধ্যায়ের প্রথমেই তাল-লয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তবলার বোল ইত্যাদি পড়বার সময় বা লেখবার সময় কোন্ বাণীর কতটুকু কাল স্থায়ী হয়, সেটা প্রকাশ করবার জন্য বাণীর মাথায় যে চিহ্ন থাকে লম্বাকারে ‘কাঁড়ির’ মতো, তাই হলো মাত্রা। মাত্রার চিহ্ন তিন রকম। যেমন—‘চন্দ্রবিম্বু’ চিহ্নিত (৮) মাত্রার তাৎপর্য হলো—আধামাত্রা। গুণের চিহ্নিত (x) মাত্রার তাৎপর্য হলো—সিকিমাত্রা। আর মাথায় ‘কাঁড়ি’ চিহ্নিত (।) মাত্রার তাৎপর্য হলো একমাত্রা। এছাড়া আর একটা মাত্রা-সম্বন্ধও আছে। সেটা বোলের উচ্চারণের আগে পড়ে। আড়, বড়াড় এবং কুয়াড় বোলের মাত্রা বসাবার সময় এরকম হয়। তখন মাত্রাটা আগে দিয়ে বোল পড়তে হয়। তবলার বা পাখোয়াজের বোল পড়া প্রত্যেকেরই প্রথম থেকে অভ্যাস করা উচিত। কারণ ঠিক ঠিক ঝাঁক এবং ছন্দের সঙ্গে বোল পড়তে না পারলে, তবলায়ও বোল ঠিকমতো উঠবে না। বিলম্বিত, মধ্যগতি, দ্রুত এবং অধিকতর দ্রুত লয়ে বোল পড়া অভ্যাস করা দরকার। একথা বলাই বাহুল্য যে, জীবের আড় না ডাঙলে তবলার বোল সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে পড়া যায় না। যাঁরা ভোতলা, তাঁদের পক্ষে এটা অসম্ভব।

এখন ঠেকার সম্বন্ধে কিছু বলছি। সাধারণতঃ যা সামনে রাখা যায়, তাই ঠেকা। আর এক কথায় বলা যায়—অবলম্বন। যাকে অবলম্বন করে গায়ক বাদক তালে গান গাইতে পারেন, বাজনা বাজাতে পারেন, তাকেও ঠেকা বলা যায়। ঠেকার বাণী সাধারণতঃ নির্দিষ্ট তালের মাত্রা অনুযায়ী এক-একটা করে হয়। অবশ্য কায়দার ঠেকা বলে একটা ঠেকা তবলায় বাজে। সে ঠেকার বাণীগুলি এক-একটা মাত্রার অন্তর্গত হয়। একটা মাত্রার মধ্যে অনেকগুলি অণুবাণী থাকে। এইরূপ ঠেকার সঙ্গে গান গাইলে বা সেতার-সরোদ বাজালে অনেক সময়ে শিল্পীকে বেকায়দায় ফেলে। শিল্পীদের বেকায়দায় ফেলা কোনো শিল্পীরই উচিত না। তবে হ্যাঁ, একক (লহরা) তবলা বাজাবার সময় তবলাশিল্পী তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ছন্দে বোলবাণী ব্যবহার করতে অবশ্যই পারেন।

তবলায় প্রচলিত ঠেকাসমূহ বিভিন্ন ‘পদ’-এ বিভক্ত। তালের চালকে ‘পদ’ বা ‘পদক্ষেপ’ বলা হয়। নাট্যাংশে মুনি ভরত এই পদকে ‘অঙ্গ’ বলেছেন। সমপদী ও বিসমপদী, এই দুটি ভাগে তবলায় প্রচলিত ঠেকাগুলি ভাগ করা হয়েছে। যে তালের ভাগ বা অংশ সমান মাত্রায় গঠিত, তাহাকে বলা হয় সমপদী। যে ঠেকার মাত্রার ভাগ

সমান, সেই ঠেকাকে বলা হয় সমপদী ঠেকা। ত্রিভাল (১৬ মাত্রা), একভাল (১২ মাত্রা), আড়াঠেকা (১৬ মাত্রা), তিলোআড়া (১৬ মাত্রা), মধ্যমান (১৬ মাত্রা), ঠুংরী (১৬ বা ৮ মাত্রা), প্রভৃতি। বিসমপদী ঠেকার মাত্রা সমান নয়। যেমন : আড়া চৌতাল (১৪ মাত্রা), বৎ (দীপচন্দ্রিকা) (১৪ মাত্রা), ধামার (১৪ মাত্রা), কুমরা (১৪ মাত্রা) প্রভৃতি।

নিম্নে সমপদী ও বিসমপদী তালের ঠেকার বিশদ বিবরণ দেওয়া হলো :—

(১) সমপদী।

(২) বিসমপদী।

(১) সমপদী তালের ঠেকাগুলিকে চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- (ক) ত্রিভাল ১৬ মাত্রা (চতুর্মাত্রিক)
- (খ) আড়াঠেকা " (")
- (গ) তিলোআড়া " (")
- (ঘ) মধ্যমান " (")
- (ঙ) কাহারবা ৮ বা ৪ " (")
- (চ) ঠুংরী ১৬ বা ৮ " (")
- (ছ) বৎ ৮ " (")
- (জ) একভাল ১২ " (ত্রিমাত্রিক)
- (ঝ) চৌতাল ১২ " (ত্রিমাত্রিক)
- (ঞ) কুমরা ৬ " (ত্রিমাত্রিক)

(২) বিসমপদী তালের ঠেকার মাত্রার ভাগ সমান নয়। এই ঠেকাগুলি মিশ্রভাতির ঠেকার অন্তর্গত।

বিসমপদী তালের ঠেকা

- (ক) আড়া চৌতাল (১৪ মাত্রা)—চিমা, মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয়।
- (খ) ধামার (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়।
- (গ) বৎ (দীপচন্দ্রিকা) (১৪ মাত্রা)—চিমা এবং মধ্য লয়ে বাজানো হয়।
- (ঘ) কুমরা (১৪ মাত্রা)—চিমা লয়ে বাজানো হয়।
- (ঙ) কোরবত (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয়। কখনো বা চিমা লয়ে বাজানো হয়ে থাকে।

- (চ) লোয়ারী (১৪ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
 (লোয়ারী ভাল—১৩ মাত্রা, ১৪ মাত্রা, ১৫ মাত্রার হয়) ।
- (ছ) কাঁপভাল (১০ মাত্রা) —মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয় ।
- (জ) সুরকাঁজা (১০ মাত্রা)—মধ্য এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয় ।
- (ঝ) জোল (১১ মাত্রা)—টিমা এবং দ্রুত লয়ে বাজানো হয় ।
- (ঞ) সবভাল (৯ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
- (ট) রূপক (৭ মাত্রা)—টিমা ও মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
- (ঠ) পোতা (৫ বা ৭ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
- (ড) তেওরা বা তেওট্ট (৭ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
- (ঢ) লহরী ভাল (১৮ মাত্রা)—মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।
- (ণ) আড়া পঞ্চম (")—টিমা ও মধ্য লয়ে বাজানো হয় ।

সমপদী ভালের তৈকান্ন বাণী

(১) টিমা বা বিলম্বিত ত্রিভাল :—(১৬ মাত্রা, ৩টি ভাল, ১টি ফাঁক । ৪টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি ভাল)

	+				
(ক)	ধা	আ	ধাগে	ধিন	
৩					
	ধা	আ	ধাগে	ধিন	
০					
	ধা	আ	ধাগে	ধিন	
১					
	তা	আ	ধাগে	ধিন	+
					ধা ॥
	+				
(খ)	ধা	ধিন	ধিন	ধা	

৩			
ধিন	ধাগে	ভেরেকটে	ধিন
০			
না	তিন	তিন	তা
১			
			+
ধিন	ধাগে	ভেরেকটে	ধিন ধা ॥
+			
(গ) ধাগে	ধিন	ধিন	ধা
৩			
ধাগে	ধিন	ধিন	ধা
০			
ধাগে	তিন	তিন	তা
১			
			+
ভাগেভেটে	ধিন	ধিন	ধা ধা ॥

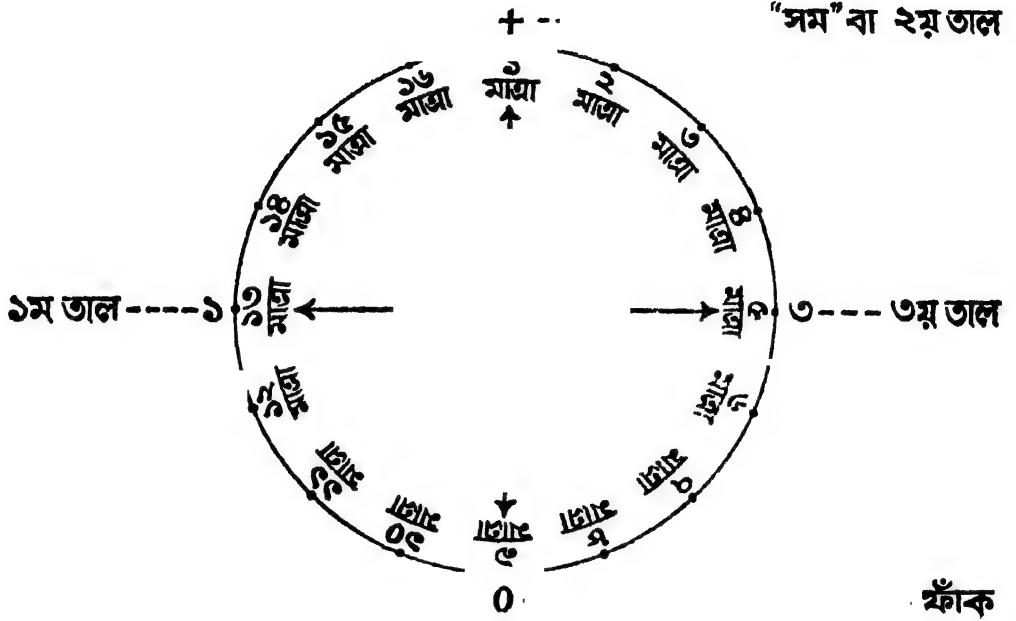
(২) মধ্যম ও দুই ত্রিভাঙ্গ :—(১৬ মাত্রা—৩টি তাল ও ১টি কাক । ৪টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি তাল)

+			
(ক) ধা	ধিন	ধিন	ধা
৩			
ধা	ধিন	ধিন	ধা

	না	তিন	তিন	তা
	১			
	না	ধিন	ধিন	ধা ধা +
	+			
(খ)	ধা	ধিন	ধিন	ধা
	৩			
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা
	০			
	না	তিন	তিন	তা
	১			
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা ধা +
	+			
(গ)	ধা	ত্রেকে	ধিন	ধা
	৩			
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা
	০			
	না	ত্রেকে	তিন	তা
	১			
	ত্রেকে	ধিন	ধিন	ধা ধা +

জটব্য : বিলম্বিত, টিমা ও মধ্যলয় এবং ফুতলয়ের ত্রিভালের ঠেক। মোট ১৬টা মাজায় পর্যবসিত। 'সম' নিয়ে ১৭ মাজা। সমের আঘাত বা সকেত হলো 'ধা'। ৪টা মাজা নিয়ে এক-একটি তাল গঠিত। সমের চিহ্ন হলো "+"। পাঁচ মাজায় ৩য় তাল। নয়

মাত্রায় কঁাক বা অনবাত্ত, চিহ্ন "০" এবং তেরো মাত্রায় ১ম তাল। নিম্নে একটা Diagram-এর সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করা হলো :—



(ব) আড়াঠেকা :—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল, ১টি কঁাক—মধ্যলয়ে বাজানো হয়।)

+			
ধা—	আ	ফ্রেধিন	ধা
৩			
ধে	ধা	ফ্রেধিন—	ইন
০			
তা-	আ	ফ্রেধিন	ধা
১			
ধে	ধা	ফ্রেধিন-	ইন ধা

(ঙ) তিলোজাড়া:—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল ১টি ফাঁক, টিমালয়ে এবং মধ্যলয়ে বাজানো হয়)

+			
ধা,	তেরেকেটে	ধিন	ধিন
৩			
ধা,	ধা	তিন	তিন
০			
তা,	তেরেকেটে	ধিন	ধিন
১			
			+
ধা,	ধা	ধিন	ধিন ধা ॥

(চ) মধ্যমান:—(১৬ মাত্রা, ৩টি তাল, ১টি ফাঁক—টিমালয়ে বাজানো হয়)

+			
ধা	ফ্রেধিন	ধিন	ধা
৩			
ধা,	তিন	তিন	তা—
০			
ফ্রেধিন	ধিন	ধিন	ধা
১			
			+
ধা	ধিন	ধিন	ধা ধা ॥

(ছ) কাহারবা:—(৮ মাত্রা বা ৪ মাত্রা । একটি তাল বা আঘাত । একটি অনাঘাত বা ফাঁক : মধ্য ও ফ্রলয়ে বাজানো হয় ।)

+							
		০		+			
ধাষে	নাতি	তাকধিন	নানা কতা	ধা ॥			
		বা					
+		০					
							+
ধা	ষে	না	তি	তা	তা	ষে	না ধা

(জ) ঠুংরী :—(১৬ বা ৮ মাত্রা । ৩টি তাল বা আঘাত । ১টি অনাঘাত বা কঁক—
টিমা, মধ্য ও ক্ষতলয়ে বাজানো হয়)

+				
ধা	ধা	গে	ধিন	
৩				
ধা	ধা	গে	ধিন	
০				
তা	তা	গে	তিন	
১				
				+
ধা	ধা	গে	ধিন	ধা ॥ (১৬ মাত্রা)

(ঝ) ঠুংরী সেতারখানী :—(১৬ মাত্রা বা ৮ মাত্রা । ৩টি তাল, একটি কঁক ।
মধ্য ও ক্ষতলয়ে বাজানো হয়)

+				৩			
ধা	ধিন	—	ধা	ধা	ধিন	—	ধা
৪				১			
							+
ধা	তিন	—	তা	তা	ধিন	—	ধা ধা ॥

(ঞ) ষৎ :—(৮ মাত্রা । ৩টি তাল, ১টি কঁক । ২টি করে মাত্রা নিয়ে এক-একটি
তাল । টিমা ও মধ্যলয়ে বাজানো হয় ।)

+			
		৩	
ধা	ধিন	ধাধা	তিন
০		১	
			+
তা	তিন	ধাধা	ধিন ধা ॥

+ ৩ ৪
| | | | | | |
ধিন ধিন খাগে তেরেকেটে থুন্ না-না না না কং তে । খাগে
১
| | | +
তেরেকেটে ধিন খা খা | ধিন ॥

(১) ধিন ধিন ধা ধা য়্‌ ন়া কং তে ধা ত্রেকে ধেনা ধেনা ধা ॥

(২) ধা ধিন ধা ধা থুন্‌ ন়া কং তে ধা তেটে ধিন ধা ধা ॥

(১) ধিন ধিন ধা ধা থুন না কং তে ধা ত্রেকে ধিন ধা
ধা ॥ বা ধিন ॥ (তিন + তিন ভাগ)

(২) $\begin{array}{ccccccccccc} + & & & ৩ & & & ০ & & & ১ \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধি} & \text{ধি} & \text{না} & \text{ধা} & \text{থু} & \text{না} & \text{কং} & \text{তে} & \text{ধা} & \text{তেটে} & \text{ধিন} \\ | & + & & & & & & & & & \\ \text{ধা।} & \text{ধা} & \parallel & & & & & & & & \end{array}$

(৩) $\begin{array}{cccccccccccc} + & & & ৩ & & & ০ & & & ১ & & \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & | & \\ \text{ধিন} & \text{ধিন} & \text{ধা} & \text{তেটে} & \text{থুন} & \text{না} & \text{কং} & \text{তে} & \text{ধা} & \text{তেটে} & \text{ধিন} \\ | & + & + & & & & & & & & & \\ \text{ধা} & | & \text{ধা} & \text{বা} & \text{ধিন} & \parallel & & & & & & \end{array}$

+ * ০ ৩ ০ ৪ ৫ +

ধা ধা দেন্ তা কং তাগে দেন্ তা ভেটে কতা গদী ঘেনে ধা॥

$\begin{array}{ccccccc} + & & & ७ & & & + \\ | & & | & | & | & | & | \\ ধা & ধিন & ধা & ধা & থুনা & কতা & ধা। \end{array}$

(ক) আড়া চৌতাল :—(৪টি তাল বা আঘাত । ২টি অনাঘাত বা ফাঁক । ১৪টি মাত্রায় গঠিত ।)

(খ) ধানার :— (৩টি তাল বা আঘাত । ৩টি অনাঘাত বা কাঁক । ১৪টি মাল্লায় গঠিত ।)

(গ) কুম্ভা :—(৩টি আঘাত । ২টি অনাঘাত বা ফাঁক । ১৪টি মাঝায় গঠিত ।)

(ঙ) ফোরবস্তু :—(৫টি আঘাত । ২টি অনাঘাত বা কঁক । ১৪টি মাস্তায় গঠিত ।)

+ ৩ ৪ ৫
 | | | |
 তাগে তেরেকেটে তাগে তেরেকেটে কংতা তেরেকেটে খিন খা,
 ০ ৬ ০ +
 | | | |
 খেনা খেনা খা, খেখে নাগে খিন | খা ॥

রাঁপডাল : দ্বিতীয় প্রকার :

+ ৩
| | | | |
ধিন ধা ধিন ধিন ধা

০ ১
| | | | | + |
কং তা ধিন ধিন ধা | ধা বা ধিন ॥

(ক) সুরকীকৃত :—(৩টা তাল বা আঘাত । ২টা কাঁক বা অনাঘাত । ১০টা মাত্রায় গঠিত) :—

+ ০ ৩ ৪ ০
| | | | | | | | | | +
ধিন ধা ত্রেকে ধিন ধা ত্রেকে ধিন ধা কং তা | ধা ॥

(গ) রূপক :—(৭টা মাত্রায় গঠিত । প্রথমেই অর্থাৎ সন্মের ঘরে কাঁক । ১টা কাঁক । ২টা আঘাত) :—

০ ১ ২
| | | | | | | +
তিন তিন তাক ধিন ধাগে ধিন ধাগে | তিন ॥

(ট) পোস্তা :—(৫টা মাত্রায় গঠিত । ১টা তাল বা আঘাত । ১টা অনাঘাত বা কাঁক) :—

+ ০
| | | | | +
তা ত্রেকে ধিন ধাধা তিন | ধা ॥

অনেকে এই তালটিকে ৭ মাত্রার তাল বলেন। ৭ মাত্রার তাল হলে এইভাবে

| | | | | | +
মাত্রা বসবে :—তা ত্রেকে ধিন — ধা ধা তিন | ধা ॥ আঘাত এবং কাঁকের কোন তারতম্য হবে না।

(ঠ) ডেওয়া বা ডেওট :—(৭টা মাত্রায় গঠিত । ৩টা তাল বা আঘাত । কাঁক বর্জিত) :—

+ ১ ২
| | | | | | +
ধিন ধা ত্রেকে ধিন ধা কং তা | ধা ॥

+ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০
| | | | | | | | | | | +
ধিন তেরেকটে না, দি ধি না, নাতুনা কং তে ভোরেকটে ধি না বি ধি না । ধা ॥

+ ১ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০ ৬ ৭ ৮ ৯
 | | | | | | | | | | |
 খা কেটে খা খা কেটে তাগ খা কেটে তাগে নেনা আন খুন্
 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৫ ০
 | | | | | | +
 ক্রেধেন তা ঘে - এ গে তেটে গদীঘেনে | খা ॥

$\begin{array}{ccccccccccc} + & & & & & & & & & & 0 \\ | & & & | & | & | & & | & & | & + \\ \text{ধা} & \text{গে} & \text{কং} & \text{ছা} & \text{ধাগে} & \text{ধিন} & \text{ধা} & | & \text{ধা} & \parallel \end{array}$

তৃতীয় অধ্যায়

তবলায় উদ্ভিত বোল-বাণী বা শব্দ

তবলার বোল-বাণী কাল্পনিক। এর কোন অর্থ নেই। তবু, একথা স্বীকার করতে হবে যে, এজাতীয় আদি বোল বাণী হলো সংখ্যায় বারোটা। যথা :—

(১) ডাক্কা	(৪) নাংগা	(৭) থুং	(১০) বিং
(২) বিক্কা	(৫) ডাক্	(৮) নাং	(১১) স্থং
(৩) থুংজা	(৬) ধাক্	(৯) ডা	(১২) জা

এই ১২টা আদি বাণী থেকে অসংখ্য বোলের সৃষ্টি হয়েছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে একথা লেখে—‘পরা’ ‘পশ্চস্তা’, ‘মধ্যমা’ ও ‘বৈষরী’—এই চার রকম শব্দ সঙ্গীত বিজ্ঞায় প্রয়োজন। সঙ্গীত বিজ্ঞা ‘বর্ণাঙ্ক’ ও ‘স্বরাঙ্ক’ উভয় সংযুক্ত। পরা, পশ্চস্তা, মধ্যমা আর বৈষরী ঐ ছোটো নাদের অন্তর্গত। নাদ ত্রয় এবং এই নাদই হলো সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র। ঐ নাদকে ছোটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে (‘বর্ণাঙ্ক’ ও ‘স্বরাঙ্ক’)। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত-জনিত নাদ বা শব্দকে ‘বর্ণাঙ্ক’ নাদ বা শব্দ বলে। যেমন পুস্তকাদি পাঠ করা। আর বস্তুতে অথবা বস্তুর অভিঘাতে যে নাদ বা শব্দ উৎপন্ন হয়, তাকে বলে ‘স্বরাঙ্ক’। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সঙ্গীতবিজ্ঞায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে, সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তকাদি অধ্যয়ন করাও বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবজ্ঞের সঙ্গে স্বর (শব্দ) যোগে সাধনা করে যন্ত্রের সঙ্গে ঐক্য বা সমতা স্থাপন করলে বা স্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলে গেলে তাকে স্বরাঙ্ক সাধনায় সিদ্ধ বলা হয়। এই হলো আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের কথা।

আমাদের দেশে বহু খ্যাতিমান তবলার ওস্তাদ জন্মেছেন, যারা ঐ ছোটো নাদকে একনিষ্ঠভাবে সাধনা করে তবলা বাস্তবজ্ঞের এক গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। বর্তমানেও এমন সব খ্যাতিমান ওস্তাদ আছেন, যারা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সাধনার পথকে অম্লসরণ করে, তবলার ক্রিয়াঙ্ক এবং ঔপপন্থিক ধারাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই ক্রিয়াঙ্ক ভূমিকার মধ্যে আছে—তবলার জন্মই নির্দিষ্ট বহুসংখ্যক ‘বাণী’ বা বর্ণ। তবলার নূতন বোল সৃষ্টি করতে গেলে সেই নির্দিষ্ট বাণী বা বর্ণের সহায়তা অপরিহার্য। পাখোয়াজেরও বহু বাণী তবলায় গ্রহণ করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে তবলারই উন্নত ধরনের বাদনশৈলীর জন্ত।

নিম্নে কতকগুলি বাণী বা বর্ণ লিপিবদ্ধ করছি, যেগুলি তবলার হাতে বাজাতে অপরিহার্য। অর্থাৎ এইগুলি একক বা পৃথক পৃথক ভাবে তবলার বিভিন্ন বোলের মধ্যে থাকেই :—

(১) ধা, (২) ধিন, (৩) ডা, (৪) ডিন, (৫) না, (৬) ডেরে, (৭) ডিটে, (৮) ডেরেকেটে, (৯) ডেটে, (১০) ডিটে, (১১) ডিরুঁকিট্, (১২) ঘে, (১৩) ঘিন, (১৪) ঘিন, (১৫) ঘিংমাড়ান, (১৬) ঘেন্ নেড়ান, (১৭) ঘেন্ ডেমান, (১৮) ঘেন্ ডেগানে, (১৯) ঘেৎ, (২০) কতানে, (২১) কতান, (২২) ঘেৎ কতানে, ২৩) তাংঘড় বা, (২৪) দীংঘড় বা, (২৫) ডাকিটি ধা, (২৬) ডাকেটে, (২৭) ডাকেটে ধা, (২৮) ঘেন্, (২৯) ঘেরেঘেরে, (৩০) ঘেরেঘেরে কেটেডাক, (৩১) থুন্ (৩২) থুন্ না, (৩৩) দিন্ না, (৩৪) কেটেডাক, (৩৫) ডাক, (৩৬) ডাকক্রাণ, (৩৭) ক্রাণ, (৩৮) ঘেড়ান্ বা ঝাণ (৩৯) কেড়ান ধা ক্রাণ, (৪০) ধাগে, (৪১) ডাগে, (৪২) নাগে, (৪৩) পেটে, (৪৪) ঘেটেঘেটে, (৪৫) ঘেটেডেটে, (৪৬) গদীন্ডা, (৪৭) গেদেৎতাঁড়, (৪৮) নাংঘড়, (৪৯) গদীঘেনে (৫০) কতা, (৫১) ডেটেকতা, (৫২) কতাকতা, (৫৩) কতাক, (৫৪) দীক্কিট্, (৫৫) ডাণা, (৫৬) কৎ, (৫৭) ঘেরে-ঘেরে কৎ, (৫৮) ডাকিটি ডাকিটি কিট্, (৫৯) দুমকেটে ডাক, (৬০) দুমকেটে, (৬১) গদীডেটে, (৬২) ডেৎ, (৬৩) ডিৎ, (৬৪) ক্রেঘিন্, (৬৫) ঘেড়ে, (৬৬) ধাধিন ধা, (৬৭) কা, (৬৮) ঘিনা, (৬৯) গেদেৎ তাঁড়, (৭০) ধাগৎ, (৭১) ধাড়, (৭২) ধাগেনে, (৭৩) ধাগে না, (৭৪) দাতি, (৭৫) ডাতি, (৭৬) ঘেনা, (৭৭) ঘিনা, (৭৮) ডিনা, (৭৯) কিনা ধা কেনা, (৮০) ক্রেধা, (৮১) ক্রেধাডেটে, (৮২) কেড়েনাগ ধা কেড়েনাক, (৮৩) ডিগনাগ, (৮৪) ঘেনেডাগ, (৮৫) ঘেনেডাক, (৮৬) ডিরি ধা, (৮৭) ডিরি ধা ডেরে, (৮৮) ধানে, ধা ধা-জামে, (৮৯) ধান্, (৯০) ঘেটে, (৯১) কঘেটে, (৯২) ডাকেড়েনাগ, (৯৩) নাডেটে, (৯৪) দীন্ নাগেডেটে, (৯৫) ক্রেধাডেটে, ডাগেডেটে, (৯৬) কেটেডাক থুন্, (৯৭) কেটেডাক থুন্ ডা ডেরেকেটে ডাক, (৯৮) নাগড়, (৯৯) ডাঘেরে, (১০০) ঘেৎঘা বা ঘেৎঘা, (১০১) ক্রেঘেৎ, (১০২) ঘেরান্, (১০৩) ডেরেয়ে, (১০৪) ডান্, (১০৫) ডা জামে, (১০৬) ঘেরেঘেরে কৎ, (১০৭) ঘেনাগ্ ধা ঘেনাক্, (১০৮) ঘেঘে, (১০৯) কেকে, (১১০) ডাকৎ, (১১১) ডাকা, (১১২) ডিড়িডাক, (১১৩) দিংঘড় ধা, (১১৪) দাদীংঘড়, (১১৫) ধাডেৎ, (১১৬) ডাডেৎ, (১১৭) ঘেনেনে, (১১৮) ঘেনে, (১১৯) মামা মামা, (১২০) ক্রেঘেৎ, (১২১) ডেনে, (১২২) কেনে, (১২৩) নাগেনা বা নাগেনে, (১২৪) ক্রিনিন্, (১২৫) ডাকিটি ধা বা ডাকিটি ধাড়, (১২৬) ক্রেকে, (১২৭) তাঁণা, (১২৮) নাগড়, (১২৯) কতাক্ ঘেৎডা, (১৩০) ডিক্ ঘেনান, (১৩১) ঘিনাগ, (১৩২) ডিনাগ, (১৩৩) ঘেন ঘেন, (১৩৪) নাকেটে নাকেটে, (১৩৫) নাগদেৎ, (১৩৬) কেটেডাক তাঁ, (১৩৭) ডাধা, (১৩৮) কেড়ে থুন্ না, (১৩৯) ঘুঘেনেঘেনে, (১৪০) ডেকে কেনে, (১৪১) কডেটে ডাগেনে, (১৪২) ক্রেধানে ধানে ধা, (১৪৩) ডাকেটে ডাকঘিন, (১৪৪) কতাকডিন, (১৪৫) ডিন, ডা কেনেডিন, (১৪৬) ঘেনাগ ধাঘিন না, (১৪৭) ক্রেকে ঘেৎ, (১৪৮) ডেরেকেটে ঘেৎ, (১৪৯) ঘেৎ ঘেৎ ক্রেকেটে ডাক,

(১৫০) কেড়েধেৎ ঘা, (১৫১) কেড়ে গরীষ্মে, (১৫২) ত্রেকে তেৎ বা তেরেকেটে তেৎ, (১৫৩) ঘিন্-তেধা, (১৫৪) তিতাক ঘিন, (১৫৫) ঘিঘিনা, (১৫৬) নাগেতিটে ক্রাণ, (১৫৭) তিতে ক্রাণ, (১৫৮) কছি কেড়েনাক, (১৫৯) ধাতেরেকেটে ধেতেটে, (১৬০) ধা তেরেকেটে তাক ধেরেধেরে কেটেতাক, (১৬১) ধাতেরেকেটে ধেরে-ধেরেধেরে ঘেড়েনাগ, (১৬২) ঘেড়েনাগ ঘেনেতাক, (১৬৩) ধেরেধেরে কৎ, (১৬৪) কৎ ধেরেধেরে কৎ, (১৬৫) কৎ কৎ ধেরে ধেরেকেৎ, (১৬৬) তৎধা, (১৬৭) ঘেনাড় ধাড় ধা, (১৬৮) ঘেড়েনাগ ঘেনেতাক, (১৬৯) তাক্ থু-নাকেটে তাক, (১৭০) তাদা, ইত্যাদি।

তবলার উপরি-উক্ত বাণীগুলি তবলিয়াদের পক্ষে খুবই দরকার। এছাড়া আরো বহু বাণী আছে। সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করা চলে না। করতে গেলে তিন খণ্ডে একখানা পুস্তক রচনা করতে হয়। সেটা যখন সম্ভব নয়, সেইজন্য এই বাণী নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। আর উপরি-উক্ত সমস্ত বাণীর যদি হস্তপাড় এখানে দেখাতে হয়, তাহলেও এরজন্য শতাধিক পৃষ্ঠা লাগবে। কাজে কাজেই, সেটাও এখানে সম্ভব নয়। তবে যেসব বাণীর ‘হস্তপাড়’ তবলা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য, সেইগুলি বিবেচনা করে এখানে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করছি। ভাষার সাহায্যে তবলা-পাখোয়াজের বোল-বাণীর ছন্দ ঠিকঠিক বোঝানো দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে স্রুতিন চৌপন্নী এবং চক্রদার বোলগুলি এই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। তবলা বাজানোর ছন্দ শুনে সোজা কিছু কিছু বোল-বাণী নকল করা যায়। কিন্তু নানাপ্রকার ছন্দ মিলিয়ে যেসব বোল আছে, তা শুনে নকল করা একরকম অসম্ভব। এইজন্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে গুরুরও প্রয়োজন হয় বলেই আমার ধারণা। আর যাঁরা সুদীর্ঘ কাল ধরে তবলা বাজিয়ে আসছেন, তাঁদের পক্ষে নূতনত্বের সন্ধানে এই বিষয়ে পুস্তক পড়া নিতান্তই দরকার।

যাহ’ক, তবলার প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই এখানে উল্লেখ করছি। ভাষার মাধ্যমে তবলার ‘হস্তপাড়’ নির্ণয় করা রীতিমত কঠিন কাজ। তবু যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি।

তবলা এবং বাঁকান হস্তপাড়

ছোট ধা, ডা, তাক এবং বড় ধা ও ডাঃ—দক্ষিণ হস্তের তর্জনির উপরিভাগের সাহায্যে তবলায় এবং বামহস্তের মধ্যমা বা তর্জনির উপরিভাগের সহায়তায় বাঁয়ায় এক সঙ্গে আঘাত করলে ছোট “ধা” বাণীটি বাজবে। তবলার সাদা স্থানটির সংলগ্ন নিচের দিকে যে সরু পটী থাকে, তাকে কিনারে বা কাণি বলে। মাঝখানে থাকে কালো রঙের গাব। তবলায় দক্ষিণহস্ত রাখার একটা নিয়ম আছে। হাতটা এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাটি ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকে। অনামিকা এবং কনিষ্ঠা-অঙ্গুলি

কখনোই তবলা থেকে উঠবে না বা ফাঁক হয়ে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তবলা থেকে বেরিয়ে আসবে না। অনামিকার অগ্রভাগে ঈষৎ চাপ দিলেই দক্ষিণ হস্তের তর্জনী আপনা থেকেই ঈষৎ উঠু হয়ে থাকবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর মাথা দিয়ে তবলার কাণিতে আঘাত করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বামহস্তের মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে (নখ না লাগে) আঘাত করলেই ঐ ছোট “ধা” বাগীটা বাজবে। ছোট ধা-র আওয়াজ কম ও মোলায়েম। কায়দা, রেলা, চলন, পেস্কার প্রভৃতিতে এই ছোট “ধা”-র ব্যবহার খুব বেশী হয়। ছোট “তা” তবলায় তুলতে হলে উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে তুলতে হবে, শুধু এতে বাঁয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। ছোট “তাক” তবলার হাতে তর্জনীর সাহায্যে শুধু কাণিতে বাজবে।

এবার বড় “ধা” এবং বড় “তা”-র কথায় আসছি। বড় “ধা” এবং বড় “তা” সাধারণতঃ “গৎ”, “গৎ-পরগ”, “পাল্লাদার-গৎ”, “চক্রদার” এবং “টুকরাহিতে” প্রয়োজন হয়। বড় “ধা” তবলায় তুলতে হলে উপরি-উক্ত প্রণালীতে তুলতে হবে। শুধু দক্ষিণ হস্তের (তবলার হাত) তর্জনীর অগ্রভাগের স্থানে তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বের উপর দিয়ে আঘাত করতে হয়। এছাড়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা এবং তর্জনীর অগ্রভাগের সামান্য একটু স্পর্শে বড় “ধা” তবলায় শোনা যায়। বড় “তা”-এর ক্ষেত্রে ঐ একই প্রণালী। শুধু বাঁয়া বাজবে না। তবলায় “না” এবং “না-না” ও “না-না-না-না” বাজাতে হলে, ছোট “তা” যেমন করে তুলতে হয়, ঠিক সেই ভাবেই তুলতে হবে।

ধিন, ধী, ধেন, ধেন, তিন, যে, তেন, ঘিন, ছোট “ধিন” ও ছোট “তিন” :—দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বিতীয় পর্বের সংস্পর্শে তবলায় এবং বাম হস্তের তর্জনী বা মধ্যমার অগ্রভাগের সাহায্যে বাঁয়ার উপর একসঙ্গে আঘাত করলে “ধিন” বা “ধী” এবং “ধেন” বাগী বাজবে। “তিন” ও “তেন” বাজাতে হলে তবলার হাতেই বাজাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বাঁয়ায় কোন আঘাত করা হবে না। অর্থাৎ বাঁয়া বাজবে না। তবলার হাতে শুধু বাজাতে হবে—যেমন বড় “তা” বাজানো হয়। “যেন” বা “ঘিন” বাজবে শুধু বাঁয়ায়-মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে। “যেন” ও “ঘিন” বাজাবার সময় বাঁয়ার রেশ টানতে হবে। শুধু “গুপ্” করে একটা আওয়াজ বার করলেই চলবে না। “যে” বাগীটাও বাজবে ঐ ভাবে। ছোট “ধিন” বাজবে তবলার হাতে তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে এবং বাঁয়ার হাতে মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে দক্ষিণ হস্তটি তখন তবলার ডানদিকে ঈষৎ ঘুরিয়ে বাজাতে হবে। এবং তখন দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগ তবলার গাবের কিনারায় স্পর্শ করে যাবে।

যে, তেরেকেটে, তেরেকেটে, তিরকিট বা তিরকিট বড় তাক্, কৎ, কা, তাগে, থাকে ও ঘেঘে :—তবলায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে গাবের মধ্যস্থলে ধা

কিনারায় এবং সেই সঙ্গে বাঁয়ার উপর বাম হস্তের তর্জনী বা মধ্যমার দ্বারা আঘাত করলে “খে” বাণীটা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার সাহায্যে তবলার গাবের উপরিভাগে (মধ্যস্থলে) আঘাত করলে “ভে” বাণী উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা তবলার গাবের উপরে (মধ্যস্থলে) আঘাত করলে “রে” বা “টে” বাণী উৎপন্ন হয়। বামহস্তের সাহায্যে বাঁয়ায় মোড়া অর্থাৎ বামহস্তের চেটো খুলে দিয়ে এবং বাঁয়ার গাব স্পর্শ করে আঘাত করলে “কে” বা “কৎ” বা “কা” বাণী উৎপন্ন হয়। ঐভাবে “ভেটেভেটে” বাণীটাও উৎপন্ন হবে। “ভেরকিট্” বাজাতে হলে “ভেরে” বা “ভেটে খে” যেভাবে বাজাবার পদ্ধতি উপরে দেখিয়েছি, সেই ভাবেই বাজবে। “ভিরকিট্”ও তাই। “ভাগে” বাণীটা উৎপন্ন হয় তবলার হাতে, তর্জনীর দ্বারা তবলার কিনারায় আঘাত করলে। এর সঙ্গে বাঁয়ার হাতের (বাম) মধ্যমা বা তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়েও আঘাত করতে হবে। “খাগে” বাণীটা উৎপন্ন করতে গেলে উপরি-উক্ত প্রণালীতে তবলা এবং বাঁয়ায় যুগপৎ শব্দ করতে হবে। “গে” বাজবে, যেমন “খে” বাণীটা বাজাতে হয়। বড় “ভাক” উৎপন্ন করতে গেলে শুধুমাত্র দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি আঙুল সংলগ্ন করে তবলার গাবের উপর আঘাত করা দরকার। “খেখে” বাণীটা বাজাতে হ’লে বাঁয়ার হাতে বাজাতে হয়। তখন প্রথমে ব্যবহার করা হবে বামহস্তের তর্জনী এবং পরেই ঐ হস্তেরই মধ্যমা।

ধেরেধেরে, ভেরেভেরে, ভেটেভেটে, খেটেখেটে, ক্ষেখা, ভেটেকতা, গদীখেনে, ক্ষেখিন : — “ধেরেধেরে” বাণীগুলি বাজাতে হলে তবলা এবং বাঁয়ার একসঙ্গে ব্যবহার হয়। দক্ষিণ হস্ত (চেটো) তবলার গাবের উপর দিয়ে আন্তে আন্তে সর্পিলা গতিতে ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে তবলার কিনারার (উপর দিকে) নিয়ে যেতে হয়। এর সঙ্গে বাঁয়ার সাহায্য দরকার। মাত্র একটা গুপোর আওয়াজ দরকার। গুপো বলে বাঁয়ার খোলা আওয়াজকে। এখানে ২টি ধেরেধেরে আছে। ৪টি “ধেরেধেরে”-র ক্ষেত্রও মাত্র একটা বাঁয়ার গুপোর কাজ হবে। “ভেরেভেরে” বাণীটা বাজাতে গেলে ধেরেধেরে-র মতোই হাতে বাজাতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে বাঁয়া বাজবে না। ছোট “ধেরেধেরে” বাজবে তবলার গাবের মাঝখানে দক্ষিণ হস্তের চারটি-যুক্ত আঙুলের সাহায্যে। একটা মাত্র বাঁয়ার গুপো ব্যবহৃত হবে। “ভেভেভেরে” বাণীটাও হ’ভাবে বাজানো যায়। “ধেরেধেরে”-র মতো, — শুধু বাঁয়া বাজবে না। ছোট “ভেরেভেরে” বা “ভেটেভেটে” তবলার হাতে শুধু তবলায়ই বাজবে। তবলার গাবে তবলার হাতে “ভাক” তারপর তবলার হাতের তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে গাবেই আঘাত করতে হবে। তখন বাজবে “টে” বাণীটা। হ’-আঙুলেও “ভেরেভেটে” বা “ভেটেভেটে” বাজানো হয়। তখন তবলার গাবের উপর দক্ষিণ হস্তের প্রথমে মধ্যমা, পরে তর্জনীর আঘাত, পরে বাঁয়ায় বামহস্তের সাহায্যে “কে” তারপর আবার মধ্যমার

সাহায্যে তবলার গাবে আঘাত। এই ভাবে ছোট “ডেডেডেটে” বা “ডেটেডেটে” বাজবে। “খেটেখেটে” বাজবে তবলায় “খেয়েখেয়ে”-র মতো। ছোট “খেয়েখেয়ে” যেভাবে বাজানো হয়, সেই ভাবেই বাজবে। “ক্ষেধা” অর্থাৎ “কেটে+ধা”। বাঁয়ায় “কে” তবলায় “টে” তারপর কাণি বা সুরের বাবড় “ধা”। “কতা”=বাঁয়ায় “কৎ” তবলায় সুরে “তা” বা কাণিতে ছোট “তা”। “গদী ঘেনে”=বাঁয়ার গুপোয় “গ” তবলায় দক্ষিণ হস্তের যুক্ত আঙুলে তবলার খোলা জায়গায় “দীন” বা “ধিন”। তারপর বাঁয়ায় গুপোতে “ঘে” এবং পরেই তবলায়, তবলার গাবে “নে”। “নে” বাজাতে হলে, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা “তাক”-এর মতোই তবলার গাবে আঘাত করতে হবে। “ক্ষেধিন”=“কেটে+ধিন”। “কেটে” ও “ধিন” যে পদ্ধতিতে বাজাতে হবে, তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পৃথকভাবে।

বড় থুম্নাকতা, ছোট থুম্নাকতা, তিৎ, তেৎ, তিট্, কিট্, ক্ষেধানে, ধানে, ধাতি, ধাগেনে, ধুম্নাকেটে, খেনাতেটে, খেনে, খেনে, তেনে, কেনে, খেড়েনাগ, খেনেভাগ, তিগ্ননাগ, ঘিন্তেডান, বা ঘেনভেলান :—“বড় থুম্নাকতা”=তবলার হাতে (ডান হাতে) “দীন”-এর মতো প্রথমে, পরে তর্জনীর অগ্রভাগের সাহায্যে “না”, তারপর বাঁয়ায় কৎ (ক) এবং পরে তবলায় (ডান হাতের) তর্জনীর সাহায্যে “তা”। “ছোট থুম্নাকতা”=তবলায় ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সুরে “থুন্” এবং পরে ঐ তর্জনীর সাহায্যে তবলার কাণিতে “না”। “তিৎ”=তবলার গাবের মধ্যভাগে ডান হাতের মধ্যমার সাহায্যে আঘাত করলে এই বাণী বাজবে। “তেৎ”=তবলার গাবের নিচের কিনারায় ডানহাতের চারিটি আঙুল যুক্ত করে আঘাত করলে “তেৎ” বাণী উৎপন্ন হবে। “কিট্” বাণীটাও ঐভাবে উৎপন্ন হবে। “তিট্”ও ঐ প্রকার। “ক্ষেধানে”=কেটে+ধানে। বাঁয়ায় “কৎ”, তবলার গাবে “টে”, পরে সুরের “ধা” তবলায় এবং এর পরে তবলায় গাবের উপরে “নে”। “ধা-নে”=তবলায় সুরে “ধা” ও গাবে “নে”। “ধাতি”=ধা+তি=তবলায় ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে কিনারায় আঘাত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ায় বাম হাতের মধ্যমার সাহায্যে গুপোর কাজ। একসঙ্গে তবলা ও বাঁয়ায় ঐভাবে আঘাত করলে “ধা” বাণীটা উদ্ভিত হবে। “তি”=ডানহাতের মধ্যমার দ্বারা তবলার গাবে আঘাত করতে হবে। “ধাগেনে”=ধা+গে+নে। তবলায় “ধা”, বাঁয়ায় “গে” ও তবলার গাবে ডানহাতের মধ্যমার আঘাতে “নে”। “ধাগেনে” বাজাতে হ’লে প্রথমে শুধু তবলার সুরে ডানহাতের দ্বারা বড় “তা” পরে আগের মতোই হাত কেলার পদ্ধতি। “ধুম্নাকেটে”=খেনা+তেটে। “খেনাতেটে” বাজাতে হলে যেমনভাবে তবলা ও বাঁয়ায় হাত কেলা দরকার, সেইভাবে হাত কেলতে হবে।

“ধেনে”=ধে+নে। তবলা ও বাঁয়ার সংযোগে “ধে”, পরে শুধু তবলায় “নে”। “ভেনে”=তবলার গাবে তেটের মতো। তবলার কিনারায় “ভেনে” ও “ধেনে” বাজে। তখন সূক্ষ্ম হাত দরকার হয়। “ঘে:ন”=ঘে+নে। বাঁয়ার গুপোতে “ঘে” এবং তবলার গাবে “নে”। “কে:ন”=কে+নে। বাঁয়ায় “ক” (কং) এবং তবলার গাবে “নে”।

“ঘেড়েনাগ”=ঘে+ড়ে+না। বাঁয়ার গুপোতে “ঘে”, তবলার গাবে ডানহাতের যুক্ত আঙ্গুলে “ড়ে” এবং পরে আবার তবলার কানিতে “না”। “দেনেভাগ”=দে+নে+তা। তবলার ও বাঁয়ার একত্র সংযোগে বাজবে। ডানহাতের তর্জনীর আঘাত প্রথমে পড়বে তবলার গাবের কিনারায়, পরে ডানহাতের মধ্যমা ও অনামিকা একযোগে পড়বে তবলার গাবে। এরপর ছোট “তা”।

ভিগনাগ=তি+না। ছোট থুন্নার মতো বাজবে। “ঘিন ভেড়ান”=ঘিন্+তে+না। “ঘিন” বাজবে বাঁয়ার গুপোতে। “তে” বাজবে তবলার গাবে। “ড়া” বাজবে তবলার কানিতে। “নে” বাজবে তবলার গাবে পুরো হাতে। “ঘেন্তেলান=“ঘিন্তেড়ান”=“ঘিন নেড়ান” বা “ঘেন নেড়ানে”।

“ক্রাণ” বা “কেড়ান”, “জ্রাণ” বা ঘেড়ান, “ধাগৎ” “দীককিট”, “তাকিটি ষাড়” বা “তাকিটি ধা”, “গদেৎ”, “তাঁড়”, “দিং মেড়ান” :—“ক্রাণ”=কেড়ান। তবলা ও বাঁয়ার একসঙ্গে খোলা আঘাতে (কং+বড় তা) ঐ বাণী বাজবে। “জ্রাণ”=“ঘেড়ান”। ঘে+বড় তা। বাঁয়ায় “ঘে” এবং তবলায় সুরে “তা”। “ধাগৎ”=“ধা”+“গে” (জোরে আঘাত)। “দীককিট”=“তাক”+“ঘে”। তবলার গাবে সজোরে “তাক্” বাজিয়ে পরে (সঙ্গে সঙ্গে) বাঁয়ার গুপোর সাহায্যে “ঘে” বাজাতে হবে। “তাকিটি ষাড়” বা “তাকিটি ধা”। “তাক”+“কং”+তাক” তবলার সুরে “ধা” (বড় “ধা”)। “গদেৎ”=“ঘে”+“তাক”+বড় “তা”। “তাঁড়”=তবলায় বড় বা সুরের “তা”। “দিং মেড়ানে”=তবলার গাবে “দিং”, গাবে নে এবং ডানে। এর সঙ্গে বাঁয়াও বাজবে।

চতুর্থ অধ্যায়

তবলার বাণীর পরিভাষা

তবলায় বাজে, সেরকম কিছু কিছু বিশেষ ধরনের বোল অর্থাৎ বাণীর বিভিন্ন প্রকার নাম আছে। সেগুলোকে তবলার পরিভাষা বা টেকনিক্যাল নাম বলা যেতে পারে। যেমন, (১) পেঙ্কার, (২) চলন, (৩) কায়দা, (৪) গৎ (বিস্তার সহ), (৫) গৎ (যার বিস্তার নেই), (৬) উঠান, (৭) দেলানী, (৮) নিকাশ, (৯) ঠেকা, (১০) টুকরা (১১) মুখোড়া (১২) মহড়া, (১৩) ভোড়া (১৪) পাল্লাদার গৎ (ত্রিপলী, চৌপলী), (১৫) রিণা, (১৬) লগনা (১৭) লগনা রেশ, (১৮) দ্বিপদী গৎ, (১৯) ত্রিপদী গৎ, (২০) চতুষ্পদী গৎ, (২১) চক্রদার, (২২) ঠেকার বাট (ঠেকার পালট), (২৩) দম্ভম টুকরা (যে টুকরার তেহাইয়ে ধা মারার পর দম নিতে হয় বা ধামতে হয়), (২৪) বেদম টুকরা (যে টুকরার তেহাইয়ে ধা মারার সময় কোনো রকম বিরাম চলে না), (২৫) বেগর কিটি (যে বোলে “কেটে” থাকে না), (২৬) বিলকুল ভিটে (যে টুকরা বা গৎ-এর বোলে “ভিটে” বাণীর প্রাধান্য থাকে) (২৭) সাৎ (যা সঙ্গে সঙ্গে যায় সঙ্গত করবার সময়), (২৮) দুধারা (যে বোলের মধ্যে দুটি বোল আছে), (২৯) করদ্ (৩০) নিরঙ্গ দা (যে বোলে অনাঘাতে “ধা”-এর প্রাধান্য) ইত্যাদি।

অপরূপার পারিভাষিক শব্দ, যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সর্বদা প্রয়োজন :

(ক) সম—তালের ৪টা গ্রহের মধ্য ‘সম’ গ্রহই আসল। ‘সম’ থেকেই ঠেকা ইত্যাদি ধরতে হয়। ‘সম’ অর্থে বিরাম। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ‘সম’-ই হ’লো প্রধান।

(খ) ভাল বা তালি—লয়ের এবং মাত্রার সমষ্টিগত ভাগ।

(গ) কাঁক বা অনাঘাত বা খালি—কোনো আঘাত বা ভাল পড়ে না।

(ঘ) মাত্রা—তালের মধ্যে সময় বা কালের মাপ।

(ঙ) লয়—সঙ্গীতে গতির সমতা রক্ষা করা। লয় সাধারণতঃ তিন প্রকার—ঠায়, মধ্য ও দ্রুত।

(চ) আবর্তন বা আর্ভঙ্গা—একটা “সম” ঘুরে এসে আর একটা “সম”। অর্থাৎ নির্দিষ্ট তালের ঠেকার সব ক’টা মাত্রা ঘুরে এসে এক ‘সম’ থেকে অন্য ‘সমে’ আসা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ‘সম’ হলো আসল। ঠিকমতো ‘সম’ দেখালে সঙ্গীতের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী আছেন, যারা ‘সম’ ছাপিয়ে যান। এটা কোনো

কাজের কথা নয়। এর মধ্যে কোনো সম্মান বৃদ্ধির কারণ নেই। উপরন্তু ‘সম’ ছাপিয়ে গেলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(ছ) পদ—তালের ভাগ।

(জ) জাতি—তালের বিভাগ।

তবলা ও বাঁয়ান্ন অবলম্বনের বিবরণ

সপ্ত সুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আছে। তবলায়ও ঐ সপ্ত সুর আছে। তবে সেই সুরের যে কোনো সুরে তবলা বেঁধে নিতে হয়। তবলার সুর বাঁধার কয়েকটা প্রচলিত নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পরে বলছি। কিন্তু তার আগে তবলার বিভিন্ন অংশের কৌণ্টাকে কি বলে, তা একেবারে নতুন শিক্ষার্থীর জ্ঞান দরকার বলেই আমার ধারণা।

তবলার খোল আগে যে ধরনের ছিল, আজকাল তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে তবলার খোলের খাড়াই যেমন একটু বেশী ধরনের ছিল, মুখও ছিল সেই অল্পপাতে বড়। প্রায় ৬ ইঞ্চি—সাড়ে ৬ ইঞ্চির মতো। তখন তবলা পঞ্চমের সুরে বাঁধা হ’ত, এখন-কার মতো সি সার্পের সুরে, ডি সার্পের সুরে বাঁধা হ’ত না। তবলা নানারূপ কাঠের তৈরী হয়। মানে, খোল হয় কাঠের। নিম, কাঁঠাল, খয়ের, চন্দন, আম, শিশু এবং আলামী চন্দন কাঠে তবলার খোল তৈরী হয়। এছাড়া বিজয়সার গাছের খোলও হয়।

যা হ’ক তবলার চেহারা হ’ল এই রকম :—

(১) কাঠের খোল, (২) মুখ গোল করে কাটা, (৩) কাটা মুখের উপর ছাউনী, (৪) ছাউনী আজকাল বোম্বাই। ৪৮ ঘাটে ছাওয়া। পাকড়ীতে বাঁধা ছাউনী। (৫) মাঝখানে কালো রঙের গাব। (৬) সমস্ত ছাউনীকে বলে “ভালা”, ছাউনী হয় হাগলের চামড়ার। সাদা চামড়ার ছাউনী। আলাতালার ছাউনীও হয়। এ ছাউনী সাদা হয় না। মোটা চামড়া। রেওয়াজের পক্ষে ভালো। কানিকে বলে কিনারে। ছাউনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে ছোড়্ এবং গুলি। গুলি থাকে ৮টা। আগে সুল্লরী কাঠের গুলি হ’তো। এখন পেয়ারা কাঠের গুলি দেওয়া হয়। কখনো বা এই সব কাঠের অভাবে অস্ত্র কাঠেরও গুলি তৈরী করা হয়।

তারপর বাঁয়ান্ন কথা বলছি। বাঁয়া থাকে সাধারণতঃ বাঁ দিকে। এইজন্য একে বাঁয়া বলে। তবলা থাকে সাধারণতঃ ডানদিকে। একজন একে ডাইনেও বলে। অনেকে আবার বাঁ হাতে তবলা বাজান, আর বাঁয়া বাজান ডান হাতে। তবে সেটা ব্যতিক্রম। সাধারণের মধ্যে পড়ে না।

বাঁয়া মাটির হয় খুব বেশী। তামার ও নিকেল করা বাঁয়াও হয়। তবে মাটির বাঁয়াই আওয়াজের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভালো। বাঁয়াতেও ছোড়্ লাগানো থাকে। বাঁয়ান্নও

গাব থাকে। আলাতালার বাঁয়া রেওয়াজের পক্ষে ভালো। এখন তবলার সুর বাঁধার মোটামুটি কয়েকটা নিয়ম বলছি।

তবলার সুর বাঁধার নিয়ম

তবলার সুর বাঁধতে হ'লে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কান। যে পর্দার সুরে তানপুরা, সেতার, অরোদ বা অন্যান্য যন্ত্রের সুরের সঙ্গে তবলা বাঁধতে হয়, সেই সুরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সর্বাত্মক প্রয়োজন। কান ঠিক না হ'লে, তবলা বাঁধতে অসুবিধা হয়। সেইজন্য, ঝাঁরা সুরে—মানে সপ্ত সুরে কানকে বেঁধে কেলেছেন, তাঁদের পক্ষে অল্প প্রয়াসেই তবলা বাঁধা সম্ভব।

এখন তবলা বাঁধার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম হ'লো :—

(ক) যখন তবলার সুর বাঁধবেন, তখন তবলাটিকে বি'ড়ে থেকে নামিয়ে নেবেন।

(খ) তবলার ঘাটে (পাকড়ীর উপর) হাতের মাপ বা ওজন মতো হাতুড়ীর আঘাত করবেন। আঘাত যেন খুব জোরে করবেন না। আঘাত জোরে করলে অনেক সময় বেশী আঘাত পড়ায় তবলার ঘাট, বেঘাট হয়ে যায় এবং তখন তবলা সুরের সঙ্গে মেলাতে খুবই বেগ পেতে হয়। তবলার পাকড়ীর সঙ্গে লাগানো ছোড়ের উপর আঘাত করবেন না। অনেক তবলা আবার Sentimental হয়। Sentimental তবলা একটু বেশী আঘাতেই বিগড়ে যেতে পারে। আবার বেঘাটে প্রচণ্ড আঘাত করলে তবলা কেঁসেও যায়।

(গ) তবলা মেলাবার সময় কম আওয়াজ করে তর্জনির সাহায্যে সুরে 'তা' বা কানিতে 'তা' বা 'না' শব্দ তুলবেন। তবলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘাটগুলি দেখে নেবেন, সুর একরকম হচ্ছে কি না। না হ'লে, আশ্বে আশ্বে হাতুড়ীর আঘাত করে (পাকড়ীতে) সব ঘাট সমান সুরে করে নেবেন। তবলা যদি চড়া সুরে বাঁধতে হয়, তাহ'লে গুলিগুলো একে একে মাপমতো নামিয়ে দেবেন নীচের দিকে। অনেক সময় তবলা কিছুতেই নির্দিষ্ট সুরে মিলতে চায় না। তখন বিপরীত ঘাটে আঘাত করলেও সহজেই সুর মিলে যায়। তবলা যে সুরে বাঁধা আছে, তার থেকে যদি "চড়ে" যায় তাহলে হাতুড়ীর আঘাতে পাকড়ীর নীচের দিকের ঘাট উপর দিকে তুলে দিতে হয়। আর যদি নরম বলে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সুরের থেকে কম বলে, তাহলে হাতুড়ীর আঘাতে সুর চড়িয়ে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে পাকড়ীর উপরিভাগে হাতুড়ীর আঘাত করতে হয়। তবলা চড়ানো মানে হাতুড়ীর আঘাতে তবলার ঘাট নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া, তবলা নামানো মানে হাতুড়ীর আঘাতে ঘাট উপর দিকে তুলে দেওয়া।

বাঁয়া চড়া বাজানো ভালো নয়। চড়া বাঁয়ার রেশ থাকে না, আর তাতে বাঁয়ার গভীর আওয়াজ লুপ্ত হয়ে যায়। বাঁয়ার চামড়া যতো মোলায়েম হবে, ততোই বাঁয়া বলবে ভালো। অনেকে আবার বাঁয়ার উপর এমনভাবে হাত যবেন, তাতে মনে হয় ছুতোর মিশ্রী বুঝি কাঠের কাজ করতে ব্যাধা ঘবছে। বাঁয়ার কাজে অনেকে পায়রার ডাক ডাকান। এই পায়রার ডাক বাঁয়াতে ডাকাতে হ'লে, স্নুর্ছ কায়দা আয়ত্ব করা চাই। এবং সেই কায়দা আয়ত্ব করাটা বই পড়ে আসে না। এর জন্ত সৎ-গুরু দরকার। তবলায় পাউডার মাখিয়ে বাজাবার অভ্যাস অনেকের আছে। বেশী পাউডার মাখালে তবলার গাব নষ্ট হয়ে যায়।

হস্ত সাধনাব্য নিয়ম বা পদ্ধতি

তবলায় হস্ত সাধনার বা হাত সাধার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা পদ্ধতি আছে। এর জন্ত কয়েকটা বিশেষ-বিশেষ বোল-বাণীও আছে। প্রথম শিক্ষার্থীর হস্ত সাধনার নিয়ম আর অনেকদিন যাবৎ তবলা বাজাচ্ছেন, এরকম ব্যক্তির হস্ত সাধনার নিয়ম এক হতে পারে না। যাই হোক, এখানে প্রথম শিক্ষার্থীর হস্ত সাধনার কথাই বলবো :—

যে কোনো 'বোল' তবলায় রেওয়াজ করবার সময় প্রথমে একহারা লয়ে (বিলম্বিত বা ঠায় লয়) বাজাতে হয়। তবলায় যেন হাত বেশ ঠাস্ হয়ে বসে থাকে। হাত হাক্ করে তবলা রেওয়াজ করলে ভবিষ্যতে হাতের ভার থাকে না। এদিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত।

যে কোনো 'বোল' এক-এক লয়ে অন্ততঃ পক্ষে বিশ-ত্রিশ মিনিট ধীরে ধীরে বাজাতে হয়। তারপর একটু একটু করে লয় বাড়িয়ে দিয়ে ঐ বোলটা বাজানো দরকার। এইসব লয়েও অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ মিনিট একভাবে বাজানো চাই। এইভাবে একটু একটু করে লয় বাড়িয়ে হাত সাধতে সাধতে ষণ্টা ছয়েকের মধ্যে দেখতে পাবেন—ঐ জিনিসটা খুব দ্রুতগতিতে আপনা হতেই বাজছে। তখন নিজের কানেই বোলটা শুনে আপনার খুব ভালো লাগবে। হস্তসাধনা বা রেওয়াজ করার মধ্যে নির্ঠা, অধ্যবসায় এবং নিজের উপর দৃঢ় প্রত্যয় থাকা চাই। আত্মবিশ্বাসটা সমস্ত প্রকার সাধনার পক্ষে পরম মূল্যবান বস্তু। এই জিনিসটার অভাব হলে সাধনা সফল হতে পারে না। কাজে-কাজেই, তবলার শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয় যাতে আসে, তারজন্ত বধারীতি সংঘম এবং শৃঙ্খলা পালন করতে হবে। সংঘম এবং শৃঙ্খলাবোধ এমনিতেই আসে না, এরও অনুশীলন করতে হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সাকল্য কামনা করতে হ'লে, গভীর নির্ঠা এবং বিনয় থাকা চাই। উচ্চত-আচরণ বা হামবড়াই ভাব থাকলে নিজেকেই তুষ্ট করা চলে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্রের দ্বারেও উপনীত হওয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয় ও হামবড়াই-ভাব এক কথা নয়। এ ছুটোর মধ্যে

আঘাত, পরে তবলায় তর্জনীর আঘাত। ‘ধা’-র ক্ষেত্রে বাঁয়া ব্যবহার করা হবে। ছোট ‘থুন্ না’ তবলায় বাজবে।]

(২)

+	৩
ধা ধা তেরে কেটে	ধা ধা থুন্ না
০	১
	+
তা তা তেরে কেটে	ধা ধা থুন্ না ধা ॥

[ত্রিভাল। ১৬ মাত্রা। ৩টা আঘাত, ১টা ফাঁক। ৪ মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল ও ফাঁক। ছোট “ধা” তবলায়। ‘ধা’-এর ক্ষেত্রে বাঁয়ায় মধ্যমা বা তর্জনী ব্যবহার করা হবে। পুরো হাতে ‘তেরে কেটে’। ছোট ‘থুন্ না’ তবলায় বাজবে।]

(৩)

+	৩
ধিন ধা তেরে কেটে	ধা ধা তেরে কেটে
০	১
ষেড়েনাগ ষেড়েনাগ	তেরেকিট্ তেরেকিট্,
+	৩
তেরেকেটে তাক তেরে	কেটে তাক তেরেকেটে
০	১
	+
ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে	ষেড়েনাগ তেরেকেটে ধা ॥

[ত্রিভাল। ৩২ মাত্রা। ৪ মাত্রা নিয়ে এক-একটা তাল ও ফাঁক। বড় “ধিন”, ছোট “ধা”, পুরো হাতে “তেরেকেটে”। বাঁয়ায় “ষে”, তবলায় “ড়ে” পরে তবলার কানিতে “নাগ”। “তেরেকিট্” “তেটে ষে”, পুরো হাতে তবলায় “ধেরে ধেরে ধেরে ধেরে”-৪টা “ধেরে”। এক বাঁয়া, মানে শুধু বাঁয়ায় একটা “ষে”।]

(৪)

+	৩
তেরে কেটে তাক তাক	তেরে কেটে তাক তাক
০	১
	+
তেরে কেটে তাক	তেরে কেটে তাক তাক তাক ধা ॥

। । । । ।
 ' ভিগ নাগ ধা তেটে বেডেনাগ । তা তেটে কেডেনাগ

+
 | | |
 ভেনে কেকে নাগ

ভেনে কেকে নাক খেনে ঘেঘে

০ ১

| | | | | | | +

নাগ ধেনে খাগে তেরেকেটে থুন্না কতা ডাক ডাক । ষা ॥

[ত্রিতাল। ৩২ মাত্রা। ডবল করে বাজালে ১৬ মাত্রা। ছোট 'ধুননা কতা' ও 'তাক তাক বাজবে তবলার গাবে।]

(৫) $\begin{array}{cccccccc} & + & & & & & 3 & \\ & | & & | & & | & | & \\ & | & & | & & | & | & \end{array}$ ভা তেরে কেটে তাক খা তেরে কেটে তাক খা তেরে কেটে তাক খুন্না কেটেতাক

তা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক ধা তেরে কেটে তাক খুন্না

। +
কেটে তাক । ধা ॥

[ত্রিভাঙ্গ। ১৬ মাঝা। পূর্বের মতোই তাল ও কাঁক।]

(৬) ধেনুধেনু কেটেতাক ধেনুধেনু কেটেতাক ধেনুধেনু কেটেতাক

ধুন না কেটে তাক

০
।
তেরেতেরে কেটেতাক তেরেতেরে কেটেতাক

১
। ।
ধেরেধেরে কেটেতাক

ধুনু না কেটে তাক | ধা ||

+
| | | |
(৭) ধেনে ঘেড়ে নাগ তাক ঘেড়ান্ ধেনেঘেনে ধাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা

৩
| | | |
ধেনে ঘেনে ধেনেঘেনে ধাগ তাগ ধেনেঘেনে ধাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা ।

০
| | | |
ভেনে কেড়ে নাক্ তাক্ কেড়ান্ তেনেকেনে তাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা

১
| | | | +
ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে ধাগ তাগ ধেনে ঘেনে ধাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা । ধা ॥

+ ৩
| | | |
(৮) ঘেঘে নাগ ধেনে ধা ঘেড়ান্—ঘেঘে নাগ ধেনে তাগে তেরেকেটে ধাগেধাগে তেটে

ধাগে তেটে ধাগ নাগ ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা ।

০ ১
| | | |
কেকে নাক তেনে তা কেড়ান্—কেকে নাক তেনে তাকে তেরেকেটে ধাগে, ধাগে

+
| | | |
তেটে ধাগে তেটে ধাগ নাগ ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে ধুন্ না কতা । ধা ॥

জটব্য : [প্রত্যেক কায়দা, রেলা, চলন, পেকার,—খুলী / মুদী ক'রে বাজাতে হয় ।
খুলী—বাঁয়া খোলা অর্থাৎ গুপোর আওয়াজ । মুদী—বাঁয়া মোড়া=বাঁয়ার হাত 'কৎ'-এর
মতো বাজবে । 'তা' বাগীট। মুদীর কাজ বলা যায় ।]

পঞ্চম অধ্যায়

তাল ও মাত্রাসহ বিভিন্ন বোল বাণী

(১) পেকার :—[ত্রিতাল। ১৬ মাত্রা সংক্রান্ত। খুব দ্রুত বাজানো হয় না। সাধারণতঃ চিমা বা বিলম্বিত লয়ের চৌহুন পর্যন্ত করা চলে। পেকার পরছনে বাজালে তার রূপ বদলে যায়। তখন সেটা রেলাতে পরিণত হয়।]

৩

(ক) খুলী—বিন্ | বিনা | তেরেকেটে | বিনা | ঘেঘে | নাগ | বিনা | বিনা |

০

১

মুহী—তিন | তিনা | তেরেকেটে | বিনা | ঘেঘে | নাগ | বিনা | বিনা | বা ॥ +

পালট বা বিস্তার :—

+

৩

(খ) খুলী—বিন | বিনা | তেরেকেটে | বিনা, | বিনা | বিনা | তেরেকেটে | বিনা, |

০

১

বিন | বিনা | তেরেকেটে | বিনা | ঘেঘে | নাগ | বিনা | বিনা |

+

৩

মুহী—তিন | তিনা | তেরেকেটে | তিনা, | তিন | তিনা | তেরেকেটে | তিনা, |

০

১

বিন | বিনা | তেরেকেটে | বিনা | ঘেঘে | নাগ | বিনা | বিনা | বা ॥ +

+

৩

(গ) খুলী—বিন | বিনা | তেরেকেটে | বিনা-আ-আ | তেরেকেটে | বিনা |

০

১

বিনা | বিনা | তেরেকেটে | বিনা | ঘেঘে | নাগ | বিনা | বিনা | বা ॥ +

+ ৩

| | | | | | | |

মুন্সী—তিন তিনা তেরেকটে তিনা আ আ তেরেকটে তিনা

$\begin{array}{cccccccccc} 0 & & & & 1 & & & & & \\ | & | & | & & | & | & | & | & | & + \\ \text{ধিন্} & \text{ধিনা} & \text{ভেরেকেটে} & & \text{ধিনা} & \text{ঘেঘে} & \text{নাগ} & \text{ধিনা} & \text{ঘিনা} & | \text{ধা।} \end{array}$

(৬) $\begin{array}{ccccccc} & + & & & & 3 & \\ & | & | & | & | & | & | \\ \text{(৬)} & \text{খুলী} & \text{—} & \text{দিন} & \text{দিনা} & \text{তেরেকেটে} & \text{দিনা} & \text{খা} & \text{তেরেকেটে} & \text{দিনা} & \text{খা,} \end{array}$

০ ১

| | | | | | | +

ধিন ধিনা তেরেকেটে ধিনা ঘেঁঘে নাগ ধিনা ঘিনা । ধা ।

+ ৩

| | | | | | | |

মুখী—তিন তিনা তেরেকটে তিনা তা তেরেকটে তিনা তা,

০ ১

| | | | | | | +

ধিন ধিনা ভেরেকেটে ধিনা ঘেঘে নাগ ধিনা ঘিনা ধা।

(৩) খুলী—খিন খিনা খিন খিনা, খিন খিনা তেরেকেটে খিনা,

০ ১

| | | | | | | |

ধিন ধিনা ভেরেকেটে ধিনা ষেখে নাগ ধিনা ঘেনা ।

+ ৩

| | | | | | |

মুখী—ভিন ভিনা ভিন ভিনা তিন তিনা তেরেকেটে ভিনা,

ধিন ধিনা তেরেকেটে ঝিনা ঘেঘে নাগ হিনা হিনা ।

(চ) তেহাই—(তিন “খা”)

৩
|
দিন দিনা তেরেকটে দিনা ঘেঁষে নাগ দিনা দিনা

ভিন ভিনা তেরেকেটে খিনা ঘেঘে নাগ খিনা ঘিনা ধা—

তে - টে খিন ঘিনা তেরেকেটে খিনা ঘেঘে নাগ খিনা ঘিনা

ধা—তে - টে খিন ঘিনা তেরেকেটে খিনা ঘেঘে নাগ খিনা ঘিনা | ধা ।

[ক্রিতালের চিমা লয়ের ওয় তাল থেকে উঠবে ।]

(২) কারনা—

(ক) থুলী—ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না

মুদী—তা তা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না ।

থুলী—ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না

মুদী—তাতা তেরেকেটে ধা ধা থুন্ না । ধা ॥

(খ) থুলী—ধাধা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে

ধাধা তেরেকেটে ধাধা থুন্ না

মুদী—তাতা তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে

ধাধা তেরেকেটে ধাধা থুন্ না | ধা ॥

(গ) খুলী—ভেরেকেটে খাখা ভেরেকেটে খাখা

৩
 | | | |
 ধাধা ভেরেকেটে ধাধা থুন্না

মুদী—ভাভা তেরেকেটে খাখা তেরেকেটে

১
 | | | +
 ধাধা তেরেকটে ধাধা থুনা। ধা॥

(ঘ) খুলী—তেরেকেটে তেরেকেটে তেরেকেটে খাধ।

৩
 । । । ।
 ধাধা তেরেকেটে ধাধা থুন্না

মুখী—ভাতা তেরেকটে খাখা তেরেকটে

$\begin{array}{ccccc} \text{১} & & & & \\ | & | & | & | & + \\ \text{ধাধা} & \text{ভেরেকটে} & \text{ধাধা} & \text{ধূন না} & | \text{ধা} \parallel \end{array}$

(ঙ) খুলী—⁺খা তেরেকেটে [|]খা তেরেকেটে [|]খাগে ^৩খাগে [|]তেরেকেটে [|]খা [|]খা

^১ |
 ধুন না |

^০ |
 তেরেকটে |

|
 ষাগে |

|
 ষাগে |

|
 তেরেকটে |

^১ |
 ষা ষা |

ভেরেফেটে ধা ধা থুনা না ধা ।

$\begin{array}{ccccccc} + & & & & ৩ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{মুখী—তা} & \text{তেরেকেটে তা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তাগে তাগে} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \\ & ০ & & & ১ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{খুন্ না} & \text{তেরেকেটে} & \text{খাগে খাগে} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & | & + & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | \text{খা} \parallel & & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} + & & & & ৩ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{(চ) খা খা} & \text{খা তেরেকেটে} & \text{খা তেরেকেটে} & \text{খা খা তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} \\ & ০ & & & ১ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{খুন্ না} & \text{তা তা তা} & \text{তেরেকেটে খা} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & | & + & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | \text{খা} \parallel & & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} + & & & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{(ছ) খুণী—খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & | & & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | & & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} & & & & ১ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{মুখী—তা তা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{তা তা} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & | & + & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | \text{খা} \parallel & & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} + & & & & ৩ & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{(জ) খুণী—খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & & & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | & & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & \\ | & | & | & | & | & | & | \\ \text{মুখী—তা তা} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{তেরেকেটে} & \text{খা খা} & \text{তেরেকেটে} & \\ | & | & + & & & & \\ \text{খা খা} & \text{খুন্ না} & | \text{খা} \parallel & & & & \end{array}$

ডঃ শিক্ষা-৯

থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

ভেরে ভেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ।

+
মুন্না—ভেরে ভেরে কেটে তাক ভেরে ভেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩
থুন্না কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

০
ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

১
থুন্না কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক ।

+
ভেছাই—ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক

৩
থুন্না কেটে তাক ধা - আ, ধেরে ধেরে কেটে তাক

ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক থুন্না কেটে তাক

ধা - আ, ধেরে ধেরে কেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে তাক
 ধেরে ধেরে কেটে তাক থুলা কেটে তাক ধা ॥

[একক বা লহরা বা জনার সময় ঐ রেজাগুলি সমস্ত বাজিয়ে সন্দের “ধা” দিতে হয়।]

(৫) পং (বিস্তার লহ)

(ক) থুলী--ধা তেং - ধা তেরে কেটে ধা তেং ধা তেরে কেটে তাক
 তা তেরে কেটে তাক ধা তেং - ধা তেরে কেটে ধা তেং
 ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক ।

থুলী—তা তেং - তা তেরে কেটে তা তেং তা তেরে কেটে তাক
 ধা তেরে কেটে তাক ।

থুলী—ধা তেং - ধা তেরে কেটে ধা তেং ধা তেরে কেটে তাক
 তা তেরে কেটে তাক ।

(খ) থুলী—ধা তেং - ধা তেরে কেটে ধা তেং ধা তেরে কেটে তাক

তা তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে ধা তেং
 ধা তেরে কেটে ধা তেং তেরে কেটে ।

০
 |
 মুলী—তা তেং - তা তেরেকেটে তা তেং খা তেরেকেটে তাক
 |
 তা তেরেকেটে তাক |

১
 |
 খুলী—খা-তেং খা তেরেকেটে খা তেং খা তেরেকেটে তাক
 |
 তা তেরেকেটে তাক |

+

(গ) খুলী—খা তেং - খা তেরেকেটে খা তেং খা তেং খা তেরেকেটে খা তেং
 ৩
 |
 খা তেং - খা তেরেকেটে খা তেং খা তেরেকেটে তাক
 |
 তা তেরেকেটে তাক |

০
 |
 মুলী—তা তেং - তা তেরেকেটে তা তেং খা তেরেকেটে তাক
 |
 তা তেরেকেটে তাক |

১
 |
 খুলী—তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে খা তেং খা তেরেকেটে খা
 |
 তেখা তেরেকেটে |

(ঘ) তেহাই—পাঁচটি খা :—

+

খা তেং খা তেরেকেটে খাতে খা তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে তাক

৩

ভেরেকেটে তাক তা ভেরেকেটে ধা তে ধা ভেরেকেটে ধা তেধা ভেরেকেটে

০

১

ধা - আ,, ধা তেং ধা ভেরেকেটে ধা তে ধা ভেরেকেটে তাক তা ভেরেকেটে তাক

+

ভেরেকেটে তাক তা ভেরেকেটে ধা তে ধা ভেরেকেটে ধা তেধা ভেরেকেটে

৩

ধা - আ, ধা তেং ধা ভেরেকেটে ধাতে ধা ভেরেকেটে তাক

০

তা ভেরেকেটে তাক ভেরেকেটে তাক তা ভেরেকেটে ধাতে ধা ভেরেকেটে ধা

১

+

তেধা ভেরেকেটে ধা - তেধা ভেরেকেটে ধা, তেধা ভেরেকেটে। ধা ॥

(ঙ) গং নোরেন্দার :—(১৬ মাত্রা)

+

ধা - ক্রোধিন ধা গদ্দী ঘেড়েনাগ ধাগে ভেরেকেটে ধেনে ঘেড়ে নাগ

৩

দীন নানা কতা ধাগে তিটে ঘেড়ান— ধাগ নাগ দেনে জাগ তিটেকতা

০

কেড়ে নাক তেনে কেনে তাকে ভেরেকেটে থুন্ না কতা ধেনে ঘেনে ধাগে

ভেরেকেটে থুন্ না কতা, তেনে কেনে তাকে ভেরেকেটে থুন্ না কতা ধেনে ঘেনে

১

ধাগে ভেরেকেটে থুন্ না কতা, তেনে কেনে তাকে ভেরেকেটে থুন্ না কতা

+

ধেনে ঘেনে ধাগে ভেরেকেটে থুন্ না কতা। ধা ॥

(চ) গৎ-মজীদার :— (১৬ মাত্রা)

+
 | | | |
 দীং দীং তাকেটে তাকেটে ধা তেরেকেটে ধে:তেটে কতা গদীষেনে
 ৩
 | | | |
 ধা তেরেকেটে ধে:তেটে কতা গদী দীন্ না— দীং দীং তাকেটে তাকেটে
 ০
 | | | |
 ধা তেরেকেটে ধে:তেটে কতা গদীষেনে ধা, কৎ - দীং দীং তাকেটে তাকেটে
 ১
 | | | |
 ধা তেরেকেটে ধে:তেটে কতা গদীষেনে ধা, কৎ - দীং দীং তাকেটে তাকেটে
 | | | |
 ধা তেরেকেটে ধে:তেটে কতা গদীষেনে | ধা |

(ছ) গৎ-পাল্লাঘার (১৬ মাত্রা) ত্রিপল্লী গৎ-ও বলে :—

+
 | | | |
 ঘেনাড় ধাড় ধা ঘেড়েনাগ ঘেনেতাগ ধা তেরেকেটে ধে:তেটে
 ০
 | | | |
 ঘিন্ নাড়ান্ - তাক থু - না কেটেতাক তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে
 ১
 | | | |
 ধা তেটে ঘেড়েনাগ দেনে তাগ তেরেকেটে তাক ধেরে ধেরে কেটে | ধা |

(জ) গৎ-পাল্লাঘার (১৬ মাত্রা) চৌপল্লী গৎ-ও বলে :—

+
 | | | |
 কৎ তেটে তেটে ঘেষে তেটে কতা গদীষেনে ধা - গদীষেনে দীষেনে নাষেনে
 ৩
 | | | |
 কতা গদী ঘেনে ধা, গদীষেনে ধা, ক্রাণ, ধা, ক্রাণ- ধেরেধেরে কেটেতাক
 |
 তা তেরেকেটে তাক তেটে কতা গদীষেনে নাগ তেরেকেটে তাক

১
গদীন্ তাঁড় তা তেটেকতা গদীষেনে ধা, গদীন তাঁড় তা তেটেকতা

গদীষেনে ধা, গদীন্ তাঁড় তা তেটেকতা গদীষেনে ধা ॥

(ক) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

+
ধা ঘেনাক তাকিটি ঘেনাক ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে
নাগেনে নাগেনে তাকিটি ঘেনাক ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে ধা ॥

(খ) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

+
ধাগে তেরেকেটে তাকিটি ধাড় ধাগে তেটে ধাগে তেরেকেটে
থুন্ না কতা, দীংনাড়ানে তাকিটি ধাড়, তাকিটি ধাড় তাগে তেরেকেটে
তেরেকেটে নাগ তাকিটি ধাড়, তাকিটি ধাড় তাগে তেরেকেটে ধাগং তাকিটি
তাকিটি তাকিটি তাকিটি ধাড় ধাতেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে ধা ॥

(ট) গৎ-আড়ি :—(১৬ মাত্রা —তেহাই সহ)

+
দেন দেন নাকেটে নাকেটে তাকেটে তাকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে
৩
কতা গদীষেনে ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে
০
ধা ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে ধা,
ধা তেরেকেটে ধেতেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীষেনে ধা =

(৪) গ৭-আড়ি :—(১৬ মাত্রা)

+ ৩
 | | | | | | |
 ধা, - গদীঘেনে নাগ তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে
 ০ ১
 | | | | | | | +
 নাগ নাগ নাগ, নাগ তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গদীঘেনে | ধা ॥

(৬) বিভিন্ন টুকরা ৪—(১৬ মাত্রা—তেহাই সহ)

+ ৩
 | | | | | | |
 (১) কং তেটে ঘেঘে তেটে ক্রেধা তেটে ঘেঘে তে : ক্রেধানে ধা,
 ০
 | | | | | | |
 গদী কতে ধা, কেটে তাক খিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ ধা,
 ১
 | | | | | | |
 কেটে তাক খিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ ধা, কেটে তাক
 | | | | | | | +
 খিন ধা কেটে তাক তাক ক্রাণ | ধা ॥
 + ৩
 | | | | | | |
 (২) খিন তেরেকেটে তাক তাগে তেটে কতাক খিনাগ ধা খুন না

০
 | | | | | | |
 ঘেন না ধাথুনা ধাথুনা ধাথু - না, কতা ঘেনা থুনা ধাথুনা
 ১
 | | | | | | | +
 ধাথুনা ধাথু - না, কতা ঘেনা থুন ধাথুনা ধাথুনা ধাথু | না ॥

+
 | | | | | | |
 (৩) ধেরেধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক তাঁয়ড় ধা, দীংয়ড় ধা
 ভ: শিক্ষা—১০

৩

উঁংয়ড় ধা; কেং তা ধেরেধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক

০

১

উঁংয়ড় ধা দীংয়ড় ধা উঁংয়ড় ধা; কংতা ধেরেধেরে কেটে তাক
তা তেরে কেটে তাক উঁংয়ড় ধা, দীংয়ড় ধা উঁংয়ড় ধা ॥

+

৩

(৪) ক তেরে কেটে তাক তিন নাগ ধেং ধা; ক্রাণ ধা গদ্ দী কতে ধা

+

০

কেড়ে নাক তেরেকেটে ভিগতা তেরেকেটে ধা ক্রাণ ধা, কেড়েনাক

১

তেরেকেটে ভিগতা তেরেকেটে ধা, ক্রাণ ধা কেড়ে নাক তেরেকেটে

+

+

ভিগতা তেরেকেটে ধা ক্রাণ ধা ॥

+

৩

(৫) ধাগে তেরেকেটে তাগ তাগে তেটে তাগে তেটে গদীঘেনে

০

তাগে তেটে উঁংয়ড় ধা; ধেরে ধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক

১

কেটে খেন ধা, কেটে খেন ধা, কেটে খেন ধা ॥

+

৩

(৬) ধেটে ধেটে ধাগেনে ধাগে নীঘেনে নাগে নাগে ঘিন তেরেকেটে তাক

তাগে তেটে, তাকেটে তাকেটে তাক থুন্ থুন্ কেটে তাক

০

তেটে কতা গদীঘেনে খা, তাকেটে তাকেটে তাক থুন্ থুন্

১

কেটে তাক তেটে কতা গদীঘেনে খা, তাকেটে তাকেটে তাক

থুন্ থুন্ কেটে তাক তেটে কতা গদীঘেনে | খা ॥

+

(৭) তেরে কেটে দেং তেটে তেটে খাগে তেটে তাগে তেটে খাগে না

৩

খাগে না খাগে দীন্ দীন্ নেড়ানে— কতেরে কেটে খেতেটে কতা খা

০

ক্ষেখান্নে কতে খা, ক্ষেখান্নে কতে খা, ক্ষেখান্নে কতে | খা ॥

(৮) নাগদী কেটেতাক তা তেরেকেটে তাক খেরেখেরে কেটেতাক তা তেরেকেটে তাক

৩

ষেঘে নানা ষেঘে তেটে খা ক্ষেখানে কং - কেড়েনাক তেরেকেটে

০

কং খেরেখেরে কেটে খা, কং কেড়েনাক তেরেকেটে কং খেরেখেরে কেটে খা,

কং কেড়েনাক তেরেকেটে কং খেরেখেরে কেটে | খা ॥

+

(৯) খেরেকেটে তাক খেরেকেটে তাক খেংখা খেরেখেরে কেটেতাক নাকতাক জাণ

୩ ୦
 ତାକଞ୍ଜାଣ ତା ଦିନ୍ ତା କେଟେତାକ, ତେରେକେଟେ କଞ୍ଚି କେଢେନାକ - ଧାସେନେ

୧
 ସେରେସେରେ କେଟେତାକ ଧା, କ୍ରାଣ, ଧାସେନେ ସେରେସେରେ କେଟେତାକ ଧା, କ୍ରାଣ,

୧
 ଧାସେନେ ସେରେସେରେ କେଟେତାକ - ଧା ॥

୧
 (୧୦) ଧା ସେଢେନାଗ ସେରେସେରେ କେଟେ ଧାତି ଆଣ ଧାଧା ସେଢେନାଗ ତେରେକେଟେ

୧
 ନାଗଦେଂ ଥୁଂ- ଗା ଧେଟେ - ସେରେସେରେ କେଟେତାକ ଧା, କ୍ରାଣ ତାଗେନେ

୧
 େ ସେରେ କେଟେତାକ ଧା, କ୍ରାଣ ତାଗେନେ ସେରେସେରେ କେଟେ ତାକ ଧା,

୧
 ସେରେକେଟେ ତାକ ଧା, ସେରେସେରେ କେଟେ ତାକ ଧା ॥

୧ ୩
 (୧୧) ଦୁମାକେଟେ କତାନ - ତା କେଢେନାକ ତେରେକେଟେ ନାଗେତେଟେ କ୍ରାଣ—

୧
 ତେରେକେଟେ ତାକ ତା—ଆନ ତା କତା ସେସେ ନାନା ସେସେ ତେରେକେଟେ ଧା,

୧
 କତା ସେସେ ନାନା ସେସେ ତେରେକେଟେ ଧା, କତା ସେସେ ନାନା

୧
 ସେସେ ତେରେକେଟେ ଧା ॥

(৭) জিভালেন্নর বিভিন্ন উত্থান সেলার্মীঃ—

(ক) তাঁ কেঁকে ডেং তাঁ ডেরেকেটে ডেং-

৩
| | | |
তাঁ কেঁকে ডেং তাঁ ডেরেকেটে ডেং -

০
| | | |
ডেরেকেটে ডেং ডেরেকেটে ডেং - ধা ডেরেকেটে ডাক

| | | |
ধেরেধেরে কেটেডাক ধেরেধেরে কেটেডাক ধা

+
ধেরেধেরে কেটেডাক ধা ধেরেধেরে কেটেডাক | ধা |

[তাঁ = তবলার সুরে। ডেং = তবলার গাবে। সমস্ত “ধা” বড় হাতের বা সুরের।
বড় হাতের “ধা”-কে সুরের “ধা” বলে।]

+
| | | | |
(খ) ধাগে দেং তাগে দেং ধাডেরেকেটে ডাকা—

৩ ০
| | | | |
দেংতা কেড়েনাক ধেনেনে ধেনেনে ধেনে দেং ধেনে

১
| | | | |
নানা নানা জেধেং জেধেং জাগ— ডাক জাগ তা ধা,

+
| | | |
ডাক জাগ তা ধা, ডাক জাগ তা | ধা ॥

[ধাগের “ধা”, তাগের “তা” এবং অত্যাচ্ছ “ধা” তবলার সুরে বা বড় হাতের বাজবে।]

+ ৩
| | | | |
(গ) ধা ধিন ধা ধিন নাগতেং নাগতেং কতাকতা

৩ ০
| | | | |
কেড়েনাক ধা ধিন ধা ধিন কংতা ধুংগা ধেং - ধা—

^১ | | | | ⁺ | |
 কেড়েনাক তেরেকেটে ঘেঘেনাগ ঘেড়েনাগ তাক ক্রাণ তা—
^৩ | | | | | | ^০ | |
 কেকে কেকে তাক ক্রাণ তা কেকে কেকে, তাক ক্রাণ তা
^১ | | | | | | ⁺
 কেকে কেকে ঘিন্ তেড়ান দেং কতাকতা কেড়েনাগ | ধা ॥

[“ধাধিন” বাজবে তবলার বড় হাতে বা সুরে। “কতাকতা” বাজবে তবলার এবং বাঁয়ার গাবে। “কৎতা”র “তা” তবলার সুরে বা বড় হাতে বাজবে। “থুংগা” = বড় দীন + বাঁয়ার গুপোতে “গা”।]

⁺ | | | | ^৩ | | | | ^০ | |
 (৬) ধং ধং ধেটে ধেটে ঘেঘে তেটে গদী ঘেনে কতেরেকেটে

ধেকেটে ধেটে ঘেঘেতা— ঘেঘে তেরেকেটে | ধা ॥

[“তা” বাজবে তবলায়। বড় “তা” বা সুরের “তা”।]

(৭) মুখোড়া, মলড়া বা তোড়া :—

^০ | | | | ^১ | | | |
 (এক) তাকে থুননা কেটেতাক তাতেরেকেটে তাক তেরেকেটে

| | | ⁺
 তাক তা তেরেকেটে | ধা ॥

^০ | | | | ^১ | | | |
 (দুই) ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটে তাক তেরেকেটে তাক তা

| | | ⁺
 তেরেকেটে ঘেড়ান— | ধা ॥

^০ | | | | ^১ | | | | ⁺
 (তিন) তাগে তেটে ধাগেনে ধাতেটে ধাগেনে ধাতেটে | ধা ॥

০
(চার) তাক - তিন তিন তাতা তিন তিন তাকটে নাঘেন
নাঘেন নাঘেন | ধা ॥

০
(পাঁচ) তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক তাতেরেকেটে তাক
তেরেকেটে তাক তা তেরেকেটে | ধা ॥

০
(ছয়) তাক - খুনা কেটেতাক তেরেকেটে তাক তাতেরেকেটে
ঘোনাগ ধা খুনা ঘোনাগ ধা খুনা | ধা ॥

০
(সাত) দেং কতানে ঘেন্দীকেড়ে খুন্না তেটেকতা ঘেন্—
তেটেকতা ঘেন্ - তেটেকতা | ঘেন্ ॥

[জটব্য :—“মুখোড়া”, “মহড়া” বা “তোড়া”, সাধারণতঃ ত্রিতালের বিলম্বিত, মধ্যালয়ের এবং মধ্যালয়ের একটু উপরের লয়ের ঠেকার ফাঁক থেকে (ন’ মাত্রা থেকে অর্থাৎ আট মাত্রা বাজাবার পরের থেকে) কখনো কখনো দ্রুত ত্রিতালের ‘সম’ থেকে এবং ফাঁক থেকেও বাজানো চলে। সাধারণ নিয়ম এই যে—অন্ত কোন বোল বাজাবার আগে “মুখোড়া”, “মহড়া” বা “তোড়া” বাজিয়ে অন্ত বোল বাজানো হয়। এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয় সঙ্গত করবার সময়।]

(৯) বিভিন্ন চক্রদ্বার [সমস্ত চক্রদ্বার বোল তিনবার করে বাজাতে হয় সমস্ত ধা সহ।]:

+

(এক) ধেরে ধেরে কেটেতাক তাকিটি ধা, ধেরে ধেরে কেটেতাক তাকিটি ধা,
৩
তাকিটি ধা, তাকিটি ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক ধা,

o

ধেরেধেরে কেটেতাক ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক, ধেরেধেরে কেটেতাক

+
১

তাক ক্রাণ ধা কং ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক, তাক ক্রাণ ধা কং ধা,
ধেরেধেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা কং ধা—

[উপরের বোলটা চক্রদার বোলের মুখ। এই বোলটা তিনবার জিতালের সম থেকে বাজাতে হয়। ঐ মুখটা ২১ মাত্রায় গঠিত। ১০ মাত্রার অন্তর্গত ঝাঁপতালে “সম” থেকে ১ বার বাজালেও চলবে। সঙ্গতের সময় ঐ বোলটা ১ বার বাজানোই ভালো। চক্রদার বোলগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ হয়। সেইজন্য সঙ্গতে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে কণ্ঠ সঙ্গীতে। সেতার বা স্বরোদে ব্যবহার করলে অসমীচীন হয় না। তবে এই চক্রদার জাতীয় দীর্ঘ বোলগুলি এক ক বা লহরী বাজানোর সময় ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। উপরের বোলটা (চক্রদার) জিতালের যে কোনো প্রকার লয়ে “সম” থেকেই উঠবে। এই চক্রদারে ৯ ধার তেহাই আছে।

+

(তুই) দীং দীং নাংয়ড় নাংয়ড় তাকেটে তাকেটে ধাতেরেকেটে ধেতেটে

o

ঘেড়ে নাগ দীন নানা কতা - ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

o

তাতেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক
তাতেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা,

১

ধেরেধেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

।
তাভেরে কেটেতাক তাক ক্রাণ ধা ॥

[উপরের বোলটা চক্রদার বোলের মুখ। ছনী ত্রিতালের সম থেকে পুরো বোলটা তিনবার বাজাতে হবে। ঝাঁপতালেও সম থেকে বাজানো যায়। সঙ্গতে ব্যবহার না করাই ভালো। তারের যন্ত্র বা লহরায় অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। এই মুখটা তিনবার বাজালে সর্বসমেত ৯টি ধা পড়বে। এটাকে ন'ধার চক্রদার বোলও বলা যেতে পারে।]

+

(তিন) ধা তেরেকেটেতাক তাভেরে কেটেতাক দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে

৩

ক্রেধা তেটে কং - ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা

১

ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা

৩

ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা

০

ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ; (১)- ধা তেরেকেটেতাক

১

তা তেরেকেটেতাক দীন্ দীন্ ধেটে ধেটে ক্রেধা তেটে কং-

৩

ক্রেধা তেটে ধা ধা ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা ধা ;

০

ক্রেধা তেটে ধা ধা, ক্রেধা তেটে ধা ধা,

১ +
| | | | | |
ফ্রেখা তেটে খা খা খা; ফ্রেখা তেটে খা খা ফ্রেখা তেটে খা খা,

৩
| | | | | |
ফ্রেখা তেটে খা খা খা; (২) খাতেরে কেটেতাক তাতেরে কেটেতাক

০ ১
| | | | | |
দীন্ দীন্ খেটে খেটে ফ্রেখা তেটে কং - ফ্রেখা তেটে খা খা,

+

| | | | | |
ফ্রেখা তেটে খা খা; ফ্রেখা তেটে খা খা খা; ফ্রেখা তেটে খা খা,

৩ ১
| | | | | |
ফ্রেখা তেটে খা খা, ফ্রেখা তেটে খা খা খা, ফ্রেখা তেটে খা খা,

+

| | | | | |
ফ্রেখা তেটে খা খা, ফ্রেখা তেটে খা খা | খা।

[উপরের চক্রদার বোলটা মোট ৮১ মাত্রার। ত্রিতালের যে কোনো লয়ে “সম” থেকে এবং ঝাপতালের যে কোনো লয়ে “সম” থেকেই উঠবে। এই চক্রদার বোলটাতে মোট ৬৪টি খা আছে।]

+

| | | | | |
(চার) খা খিন্ খা কিট্ তাকিটি তাকিটি কিট্ দুমকেটে তাকিটি

৩
| | | | | |
তাকিটি কিট্ তাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে খা, - (১) খাখিন্

০
| | | | | |
খা কিট্ তাকিটি তাকিটি কিট্ দুমকেটে তাকিটি তাকিটি কিট্

| | | | | |
তাক দুম কেটেতাক গদীঘেনে খা, - (২) খাখিন্ খাকিট্

১
|
তাকিটি তাকিটি কিট্‌ দুমকেটে তাকিটি তাকিটি কিট্‌
|
তাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে | ধা ॥ (৩)

(১০) মধ্য ও দ্রুত লয়ের একতালার ১২ এবং ২৪ মাত্রা সংক্রান্ত বিভিন্ন তেহাই সহ টুকরা :

+ ৩ ০
| | |
(এক) কং তেটে তেটে কতেটে ঘেতেটে কতাগ ঘেনাগ

১ +
| |
ষেঘে নাগ নাগ তেরেকেটে তাক তেরেকেটে তাক

৩ ০ ১ +
| | | |
তা তেরেকেটে তাক, - তাতা কতা কতা গদীঘেনে ধা

০
| |
তাতা কতা কতা গদীঘেনে ধা, তাতা কতা

১ +
| |
কতা গদীঘেনে | ধা ॥

+ ০ ১
| | | | |
(দুই) তাগেন্না ধেংঘা দেং ধেং তা ধুমাতে তাকা গদীঘেনে ধা

+ ৩
| | |
ধুমাতে তাকা গদীঘেনে ধা ধুমাতে তাকা গদীঘেনে ধা ॥

+ ৩ ০ ১
| | | |
(তিন) কংঘা ধা, ধীঘেনে না— তেরেকেটে তাক তা - না কতা

+ ৩ ০ ১
| | | |
ষেঘে তেটেকেটে তাক ঘেড়ান তা ধাতা - যেঘে তেটেকেটে

+

(ছয়) তা ধা তাকিটি ধা ধেরেধেরে কং ধেনে ঘেড়ান্ দিন

+

ধাগে তেরেকেটে থুনা কতা ধেরে ধেরে কং - ধেরে ধেরে কং

৩

ধেরে ধেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক যে - ডে - নাকে দিন

ধাধিন ধা ধাধিন ধা ক্রেধিন ধা ক্রেধিন ধা

১

ধা তেরেকেটে ধেতেটে কতা গলীঘেনে। ধা।

+

(সাত) ত্রেকেটে তাগেনে ধাগে ধাগে তেটে কং তেটে তেটে তাগেনা থুউন্

৩

ত্রেকেটে ধেংহা ধাধা থুনা, ঘেনা ঘেনা ঘেনা কতেটে ক্রান্—

৩

তাহান্ তেটে, কতেরেকেটে ধেকেটে দীঘেনে নাগেনে

১

তেরেকেটে তাক তান— ক্রান্ তেটে, ধাধা তেটে ঘেনা

১

ধাধা তেটে ঘেনা, ধাধা তেটে ঘেনা ধা, ধাধা তেটে ঘেনা

১

ধাধা তেটে ঘেনা ধাধা তেটে ঘেনা ধা, ধাধা তেটে ঘেনা

১

ধাধা তেটে ঘেনা ধাধা তেটে ঘেনা। ধা॥

(১১) বাঁপতাকলক কাকল (১০ বাঁপা লংকাস্ত) ৪

(ক) খুলী—ধাগে নাধা ভেরেকেটে ধাধা ভেরেকেটে

মুদী—ভাগে নাধা ভেরেকেটে ধাধা ভেরেকেটে।

(খ) খুলী—ধাগে নাধা ভেরেকেটে ধাগে নাধা ভেরেকেটে ধাধা ভেরেকেটে

মুদী—ভাগে নাধা ভেরেকেটে ধাগে নাধা ভেরেকেটে ধাধা ভেরেকেটে।

(গ) খুলী—ধাগে নাধা ঘেন্ - ধাধা ভেরেকেটে

মুদী—ভাগে নাধা ঘেন্ ধাধা ভেরেকেটে।

(ঘ) খুলী—ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা ভেরেকেটে

ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা ভেরেকেটে

মুদী—ভাভা কেন্ ধাগে নাধা ভেরেকেটে

ধাধা ঘেন্ ধাগে নাধা ভেরেকেটে

(ঙ) খুলী—ধা ভেরেকেটে ধা ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে

ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে

মুদী—ভা ভেরেকেটে ধা ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে

ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে ধা ধা ভেরেকেটে।

(চ) খুলী—ধিনা ধিনা ধাগেনা ধা ভেরেকেটে

মুদী—ধিনা ধিনা ধাগেনা ধা ভেরেকেটে

(ছ) খুলী—ধাগে নাধা ভেরেকেটে খিনা ঘেনা

মুদী—খিনা ঘেনা ভেরেকেটে ভেরেকেটে ভেরেকেটে ।

(জ) খুলী—ভেরেকেটে খিনা ধাগেনা ধা ভেরেকেটে ভেরেকেটে খিনা খিনা

ভেরেকেটে খিনা ধাগেনা ধা ভেরেকেটে ভেরেকেটে খিনা খিনা

মুদী—ভেরেকেটে খিনা ভাগেনা ধা ভেরেকেটে ভেরেকেটে খিনা খিনা

খিনা ঘেনা খিনা ঘেনা ধাগে নাধা ভেরেকেটে ধাগে নাধা ভেরেকেটে ।

(ঝ) খুলী—ধাধা ভেরেকেটে খিনা ধা খিনা

মুদী—ভাভা ভেরেকেটে খিনা ধা খিনা

খুলী—ধাঘে নাধা ভেরেকেটে ধাগে খিনা

মুদী—ভাগে নাধা ভেরেকেটে ধাধা ভেরেকেটে

(ঞ) খুলী—খিনা কেনা ধাগেনা ধা - আ

খিনা ধাধা ভেরেকেটে খিনা ঘেনা

মুদী—খিনা কেনা ভাকে না ভা - আ

খিনা ধাধা ভেরেকেটে খিনা ঘেনা ।

(ট) ভেহাই—ধাঘে নাধা ভেরেকেটে খিনা ধা আ আ - আ

ধাঘে নাধা ভেরেকেটে খিনা ধা আ - আ - আ

ধাঘে নাধা ভেরেকেটে খিনা + ধা

(১২) বাঁশভালের টুকরা

(ক) ধাধি ধাকিটি ডাকিটি ডাকিটি কিট্

দুমকেটে ডাকিটি ডাকিটি কিট্ ডাকদুম কেটেতাক গদীঘেনে । ধা +

ভেহাই যুক্ত (খ) দীন দীন ধেটে ধেটে ক্ষেধাতেটে কং ভেটে কেড়েনাক

ভেরেকেটে ধা, কেড়েনাক ভেরেকেটে ধা ধা, কেড়েনাক

ভেরেকেটে ধা ধা । ধা +

(গ) ভেরেকেটে ডাকভেরে কেটেতাক ধাতি ধা,

ধাতি ধা, ভেরেকেটে ডাকভেরে কেটেতাক

ধাতি ধা, ধাতি ধা, ভেরেকেটে

ডা ভরে কেটেতাক ধাতি ধা, ধাতি । ধা +

(ঘ) ক্ষেধেতা কেটেভাগে দীনাগে ভেটেকেটে তাঁড়ে ধা

ধেটে ধা কতা গদীঘেনে ধেরেধেরে কং - ধেরেধেরে কং

ডাক্তা ধিন্ ধিন্ ধেরেধেরে কং - ধেরেধেরে কং—

ডাক্তা ধিন্ ধিন্ ধেরেধেরে কং - ধেরেধেরে কং—

ডাক্তা ধিন্ ধিন্ । ধা +

(১৩) বাঁশভালের রেলনা

(ক) ধাতেরেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্না কতা তাগে জেকে থুন্না কতা

ধাতেরেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্না কতা ।

- (খ) | | | | |
 ষেড়েনাগ তেরেকেটে ষেড়েনাগ ষেড়েনাগ তেরেকেটে
 | | | | |
 কেড়েনাগ তেরেকেটে ষেড়েনাগ ষেড়েনাগ তেরেকেটে ।
 | | | | |
- (গ) | | | | |
 ধেরেধেরে কেটেতাক ধেরেধেরে ধেরেধেরে কেটেতাক
 | | | | |
 তেরেতেরে কেটেতাক ধেরেধেরে ধেরেধেরে কেটেতাক ।
 | | | | |
- (ঘ) | | | | |
 ধেনেধেনে ধাগেত্রেকে ধেনেধেনে ধেনেধেনে ধাগেত্রেকে
 | | | | |
 তেনেকেনে তাগেত্রেকে ধেনেধেনে ধেনেধেনে ধাগেত্রেকে
 | | | | | |
- (ঙ) | | | | | |
 ধাতেটে ষেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে ষেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে
 | | | | | |
 ষেড়েনাগ তাতেটে কেড়েনাগ, তাতেটে কেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে
 | | | | | |
 ষেড়েনাগ তিগনাগ ধাতেটে ষেড়েনাগ তাতেটে ষেড়েনাগ ।

(১৪) কঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তবলার সঙ্গত করার সাধারণ নিয়ম

‘সংগত’ অর্থে ‘সমগত’। কঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে গতি অনুযায়ী তবলা সঙ্গতের গতি হওয়া দরকার। কঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতের সময় তবলা-শিল্পীকে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, গায়ক বা বাদক যেন অযথা তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশনে ব্যাহত না হন। অনেক তবলা-শিল্পী নিজের গুণপণা প্রদর্শন করার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত এবং নিষ্প্রয়োজনভাবে দীর্ঘ ‘বোল’ বাজিয়ে থাকেন। এতে সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য হলো রসসৃষ্টি করা। এই রসসৃষ্টি ব্যাহত হতে বাধ্য, যদি তবলা-শিল্পী, গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত পরিবেশন ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা না করেন। উদাহরণস্বরূপ আমার গুরু, ওস্তাদ মসীদ খান-সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ কেরামৎ খান-সাহেবের কথা ধরা যাক। গোটা ভারতে এমন সঙ্গতকার আর দ্বিতীয়টা পাওয়া যায় না। তিনি কখনো কোনো গায়ক বা বাদককে ছাপিয়ে সঙ্গত করেন না। যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, ঠিক সেখানে মাপ মতো ততটুকুই বোল-বাণী প্রয়োগ করেন। তবলায়

জবাবী সঙ্গত বলে একটা কথা আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতেই এর পরিধি বিস্তৃত। জবাবী-সঙ্গতেও দেখা গেছে-ওস্তাদ কেলাম খান-সাহেবের জুড়ি নেই।

জবাবী সঙ্গত খুবই কঠিন। বিশেষ করে “৩৩” জাতীয় (তারের যন্ত্র) বাজযন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সঙ্গত করাটা নানা রকম ছন্দের পোল-বাগী জানার উপর নির্ভর করে। অবশ্য এটা ঠিক যে, সেতার, স্বরোদ, প্রভৃতি বাজযন্ত্রে উদ্ভিত সমস্ত প্রকার ছন্দের এবং লয়কারীর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর বা জবাব তবলায় দেওয়া যায় না। আবার তবলায় যে প্রকার ছন্দের এবং লয়কারী দেখানো হয়, তারও সমস্ত প্রকার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর সেতার, স্বরোদে দেখানো সম্ভব নয়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জবাব দেওয়া সম্ভব হয়।

সাধ-সঙ্গত বলেও একটা কথা আছে। এটা কণ্ঠসঙ্গীতেও চলে, আবার যন্ত্রসঙ্গীতেও চলে। তবে সাধ-সঙ্গত করতে হলে দু'পক্ষকে লয়ে এবং তাতে অভ্যস্ত সজাগ থাকতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই লয়ে ও ডেরায়-ঠিক থাকলেও বেতালী হতে হয়। সাধারণতঃ ছোট ছোট কাজগুলির সাধ-সঙ্গত হয়। বড় কাজের সঙ্গে সাধ-সঙ্গত (টিমালয়ে হু-তিন আওর্দা ঘুরে আসা) করাটা বিপদ-জনক। এটা পারতপক্ষে না করাই ভালো।

(১৫) লহরী বাজানোর (এককভাবে বাজানো)

সাধারণ নিয়ম

(ক) উঠান, (গ) পেকার (ঙ) কায়দা (ছ) টুকরা (ঝ) পাল্লাদার গং
(থ) ঠেকা, (ঘ) চলন (চ) গং (জ) রেলা (ঞ) বিভিন্ন চক্রদার।

সারেকী, হারমোনিয়াম ও বেহাগায় লহরার যে কোনো ভালে গং-এর মুখ দেওয়া চলে। বেশীর ভাগ ত্রিতালায় তবলা লহরা বাজানো হয়। ত্রিতালায় টিমা লয়ে চন্দ্রকোষ রাগের গং লহরায় বাজানো হয়। যিনি লহরায় গং-এর ‘মুখ’ দেবেন, তিনি শুধু “মুখ-ই” বাজিয়ে যাবেন। কোনো “ভাগ” ইত্যাদি করবেন না। ক্রমশঃ গং-এর লয় তবলাশিল্পীর সঙ্গে অমুঘায়ী বাজিয়ে যাবেন। লহরা বাজানোর সময় সাধারণতঃ আজকাল ছোট মুখের তবলা ব্যবহৃত হয় এবং তবলা সি সার্পের সুরে বেঁধে নিতে হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে শিল্পীদের নামা রকম মুজাদদোষ

এখানে তবলিগাদের কথাই বলছি। তাঁদের প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। মুজাদদোষ যথা :—

- (১) তবলা বাজানোর সময় ঘন ঘন শরীর দোলানো।
- (২) “সম” দেখাতে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত ছোঁড়া এবং মুখভঙ্গী করা।

(৩) তবলা বাজাতে বসে জ্ঞাতাদের দিকে চেয়ে অকারণ হাস্য করা এবং মাথা

(৪) তবলা বাজানো কালে বিড় বিড় করে বোল-বাণী উচ্চারণ করা।

(৫) ডান বা বাঁদিকে ঘাড় কাঁক'রে ডবলা বাজানো।

(৬) জিব্ব বের ক'রে তবলা বাজানো :

(৭) “সামর” স্থানে একটা বিজ্ঞী হুকার ক’রে “সম” নির্দেশ করা।

(৮) তালু ও জিবের সংযোগে মুখে “চিক-চিক” করে শব্দ করা।

(৯) পা দিয়ে আঘাত করে “সম” দেখানো।

(১০) উদ্ভ'নেত্রে তবলা বাজানো।

(১১) ডন-কুস্তি করার ভঙ্গীতে বাঁয়া র্যানার মত ঘষা।

(১২) “সমের” স্থানে তবলার হাত (ডান বা বাঁ-হাত) প্রায় কপালের সমান তুলে তবলায় একটা বড় চাপড় মেরে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা।

এই সব বিজ্ঞী এবং হাশ্বকর মুদ্রাদোষগুলি যাতে প্রকাশ না পায়, তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তবলা শিল্পীদের তবলায় রেওয়াজ করা উচিত। সাধনার বস্তুকে এমনি ভাবে মুদ্রাদোষ ক্রিষ্ট করা কোনো তবলা শিল্পীর উচিত নয়।

ত্রিভালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় এই তালিকার ঠেকা এবং মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

মহড়া—(তেহাই যুক্ত) :

(১) তাকে ধূন্ তেরেকেটে ডেক্তাক্ তাক্ তেরেকেটে তাক্ কেটেতাক্ তেরেকেটে।

কেটেতাক্ ভেরেকেটে খা কেটেতাক্ ভেরেকেটে খা কেটেতাক্ ভেরেকেটে | খা

(২) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$ থেকে $\frac{1}{x} = \frac{1}{z} - \frac{1}{y}$ ।

৩
 ভা | তেরেকটে ভা | তেরেকটে যেনে | ধাগনাগ | যেনে যেনে ।

- ৪ ১
- ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ঘেনে ধা কং, ধা তেরেকেটে ধা | তেরেকেটে
- ঘেনে ধা কং, ধা তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ঘেনে | ধা
- +
- ৩
- (৩) তাক্ থুনা কোটতাক তেরেকেটে | তাক্ তেরেকেটে তাক্ থুনা কেটেতাক্ |
- ০ ১
- থুনা কেটেতাক্ ধা, থুনা | কেটেতাক্ ধা, থুনা কোটতাক্ | ধা
- +
- ৩
- (৪) তাক্ থুনা কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাক্ তেরেকেটে তাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ |
- ০ ১
- ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা, ধেরেধেরে | কেটেতাক্ ধা, ধেরেধেরে কেটেতাক্ | ধা

একভাঙ্গার আরও কয়েকটি বোল-বানী

[এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় ঠেকা এবং মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

মহড়া — (তেহাই যুক্ত) :

- +
- ৩ ০
- (১) ধিন্ ধিনা কেটেতাক্ | ধাগে থুনা কেটেতাক্ | থুন্ থুনা কেটেতাক্ |
- ১
- তেরেকেটে তাক্ দেং তেরেকেটে | (এই পর্যন্ত ২ বার বাজিবে) ধিন্ থুনা
- ৩ ০
- কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ দেং তেরেকেটে ধিন্, থুনা কেটেতাক্
- ১
- তেরেকেটে তাক্ দেং তেরেকেটে | ধিন্
- +
- ৩ ০
- (২) ধাগে নেধা তেরেকেটে | ধাগে থুনা কেটেতাক্ | ধা দিন্ভা কেটেতাক্,

১ + ৩
| | | | | | | |
ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে | খা থুনা কেটেতাক্ | ভেরেকেটে তাক্ তাক্
০ ১
| | | | | | | | +
ভেরেকেটে | খা থুনা কেটেতাক্ | ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে | খা
+ ৩ ০
| | | | | | | |
(৩) জ্ঞান থুনা কেটেতাক্ | জ্ঞান থুনা কেটেতাক্ | জ্ঞান থুনা কেটেতাক্ |
১ + ৩
| | | | | | | |
ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে | খা কতা জ্ঞান্ | ভেরেকেটে তাক্ তাক্
০ ১
| | | | | | | | +
ভেরেকেটে খা কতা | জ্ঞান্ ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে | খা
+ ৩ ০ ১
| | | | | | | |
(৪) খা ঘেনা থুনা | খা ঘেনা থুনা | খা ঘেনা থুনা | কেটেতাক্ তিক্তাক্
+ ৩
| | | | | | | |
ভেরেকেটে | খা ঘেনা থুনা | কেটেতাক্ তিক্তাক্ ভেরেকেটে |
০ ১
| | | | | | | | +
খা ঘেনা থুনা | কেটেতাক্ তিক্তাক্ ভেরেকেটে | খা

বা পাতালের আরও কয়েকটি বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় বাঁপতালের ঠেকার বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে]

ভাল মাত্রাধিক এবং ছন্দ :-

$\begin{array}{cccc} + & & 0 & 0 & 3 \\ | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | \\ 3 & 2- & 3-2-0 & 3-2- & 3-2-0-1 \end{array}$

সুরক্ষাকার বোল-বাণী

[এই পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় সুরক্ষাকার ঠেকা-র বোল-বাণী দেওয়া হয়েছে]

ভাল মাত্রাঙ্ক এবং ছন্দ :—

+ ০ ৩ ১ ০
| | | | | |
১—২ | ১—২ | ১—২ | ১—২ | ১—২ |

পরগ :—

- (১) ধুমাকটে ধুমাকটে | কেটেতাগ্ ধুমাকটে | কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে |
+ ০ ৩
| | | | |
তাক্ তাক্ ধুমাকটে | কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে | তেটেকতা গদিষেনে |
০ ৩ ১ ০
| | | | |
ধা কং | তেটেকতা গদিষেনে | ধা কং | তেটেকতা গদিষেনে | ধা
+ ০ ৩ ১
| | | | |
(২) কং তা ধাতটেটে | ধাত্রেকটে ধাতটেটে | কতা ধুমাকটে | ধাত্রেকটে জান্ |
০ + ০ ৩
| | | | |
তাগে তেটেতেটে | ধাত্রেকটে জান্ | ধা, কং | ধাত্রেকটে জান্
১ ০ +
| | | | |
ধা, কং | ধাত্রেকটে জান্ | ধা
+ ০ ৩
| | | | |
(৩) ধাত্রেকটে ধা ত্রেকটে ধা | ধাত্রেকটে ধা ত্রেকটে ধা | তাত্রেকটে ধা
১ ০ +
| | | | |
ত্রেকটে ধা | ত্রেকটে ধাগে থুন্না কতা | ধা কং | ধাগে ত্রেকটে থুন্না কতা |
০ ৩ ১
| | | | |
ধাগে ত্রেকটে থুন্না কতা | ধাগে ত্রেকটে থুন্না কতা | থুন্না কতা ধা থুন্না |
০
| | +
কতা ধা থুন্না কতা | ধা

- ৫ ০ ১ ০ +
- ধা কং | ক্রেধাতেটে | তাগতেটে | ধা কং | ক্রেধাতেটে | তাগতেটে | ধা
- + ৩ ৪
- (২) ধেং ধেং ধেটেতেটে | ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | ঘেড়েনাক্ | তাগদেনে |
- ৫ ০ ১
- কেটেতাক্ | তেরেকেটে | ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | ঘেড়েনাক্ | তাগদেনে
- ০ + ৩ ৪
- কেটেতাক্ | তেরেকেটে | ক্রেধামে ধা ধা | কিটি ধা | ক্রেধামে | ধা
- ৫ ০ ১ ০ +
- ক্রেধামে | ধা ধা কিটি ধা | ক্রেধামে ধা | ক্রেধামে ধা ধা | কিটি ধা | ক্রেধামে | ধা

চৌতালের কয়েকটি পদ্য

[এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় চৌতালের ঠেকা ও মাত্রাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে]

- + ০ ৩ ০
- (১) ধেকেনে | নাক্ধে | ক্ধেনে | নাক্ | ক্ধেনে | নাক্ | ধেন্তা | গদিঘেনে | ধা | গদিঘেনে
- ৪ ১
- ধা | তাকং | ধুমা ধা | তেটেকতা | গদিঘেনে | ধা
- + ০ ৩
- (২) কংতেটে | গেগেতেটে | কেটেতাগ্ | তাগতেটে | ধুমাকেটে | গেগেতেটে
- ০ ৪ ১
- কতাকতা | ধুমাকেটে | কতামুমা | কেটেকতা | তেটেকতা | গদিঘেনে | ধা
- + ০ ৩
- (৩) ধুমাকেটে | ধুমাকেটে | কেটেতাগ্ | তাগতেটে | তাগতেটে | ধুমাকেটে |
- ০ ৪ ১
- কেটেতাগ্ | তাগতেটে | তাক্ | তাক্ | ধুমাকেটে | কেটেতাগ্ | তাগতেটে

(৪) তাত্ত্বকেটে ষেটেতে তাকেটে থাকেটে | থাকে থুন্ থুন্ গ্রোদেন্ তা |

৩ ০ ৪

থাত্ত্বকেটে ষেটেতে গ্রোদেন্ তা | তা ষেঘেতেটে থাকে থুন্ থুন্ | গ্রোদেন্ তানে

১

থ | গ্রোদেন্ তানে থ | গ্রোদেন্ তানে | থ

৩ ০ ৩

(৫) থাকেনাগ্ ষেনেঘেঘে | নাকধেনে থুম্মাকতা | তাগেতেটে তাগেতেটে |

০ ৪ ১

ষেড়েনাক্ তাগ্তেটে | কেটেতাগ্ তাগ্কেটে | তেটেকতা গদিঘেনে |

৩ ০ ৩

থাকেতেটে ষেঘেতেটে | ষেড়েনাগ্ তাগ্তেটে | তাক্ তাক্ ধুম্মাকেটে |

০ ৪ ১

তেটেকতা গদিঘেনে | ধুম্মাকেটে ধুম্মাকেটে | তাগ্ তাগ্ ধুম্মাকেটে |

৩ ০ ৩

তাক্ তাক্ ধুম্মাকেটে | তেটেকতা গদিঘেনে | তেটেকতা গদিঘেনে |

০ ৪ ১

থ | তেটেকতা | গদিঘেনে থ | তেটেকতা গদিঘেনে | থ

এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপরোক্ত তালসমূহের ঠেকার বোল-বাণী, ছন্দ ও মাত্রাসহ দেওয়া হয়েছে।

ଟେକା :-

+
 |
 ধা তেটে শিন্ ধা | তেটে শিন্ শিন্ ধা
 ০
 |
 না তিন্ তিন্ তা | তেটে শিন্ শিন্ ধা |

মহড়া :-

(১) ঠা ঠা থুন্‌ থুন্‌ না না তেটেতেটে । ঠা তেরেকেটে তাব্‌ তাব্‌ তেরে

কেটেতাক্ ধাষেনে ধাষেনে ধা

(২) $\begin{array}{ccccccc} & + & & & & & ৩ \\ & | & & | & & | & | \\ \text{দেন্} & \text{দেন্} & \text{তা} & \text{কোটাক্} & \text{ধাগে} & \text{ধুন্না} & \text{কোটাক্} & \text{খুন্} & \text{খুন্না} \end{array}$

কেটেতাক্, তেরেকেটে তাক্, দেং তেরেকেটে | খেন্ থুন্ না কেটেতাক্.

- ১
- | | | | |
 তেরেকেটে তাক্ দেং তেরেকেটে | ধেন্ ধুন্ন কেটেতাক্
- +
- | | | | |
 তেরেকেটে তাক্ দেং তেরেকেটে | ধা
- +
- ৩
- (৩) | | | | | | | | |
 ধা তেটে ধা ধা তেটে | ঘেড়েনাক ঘেড়েনাক তাকদেনে নাকতেটে |
- ০
- ১
- | | | | | | | | |
 তাকতেটে গেগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | তাকতেরে কেটেতাক্
- +
- | | | | | | | | |
 কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধাতেটে ধাগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে |
- ৩
- ০
- | | | | | | | | |
 তাক্ তাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে | কেটেতাক্ তেরেকেটে
- ১
- | | | | | | | | |
 ধা, কেটেতাক্ | তেরেকেটে ধা, কেটেতাক্ তেরেকেটে | ধা

ভেছাই সহ গৎ :—সম হইতে

- +
- ৩
- ০
- (১) | | | | | | | | |
 ধা তেটে ধেনে ঘেনে | ধাগ্ নাগ্ ধেনে ঘেনে | তা তেটে ধেনে
- ১
- +
- ৩
- | | | | | | | | |
 ঘেনে | ধাগ্ নাগ্ ধেনে ঘেনে | নাক তেনে নাগ্ ধেনে | ঘেনে নাগ্
- ০
- ১
- +
- | | | | | | | | |
 ধেনে ঘেনে | তাক্ ধেনে ঘেনে নাগ্ | তেনে কেনে তেনে কেনে | ধাতেরে
- *
- ৩
- ০
- | | | | | | | | |
 কেটে ধা ধেনে ঘেনে | ধাতি ঘেনে ধুনা কতা | তাতেরে কেটে ধা তেটে

(২) খাতের কেটেতাক তাকতের কেটেতাক | তাকতের কেটেতাক তেরেকেটে

তেরেকেটে | তাক্তেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্ | তাক্তেরে কেটেতাক্
 +
 তেরেকেটে তেরেকেটে | খাতেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্
 তাক্তেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে তেরেকেটে | তাক্তেরে কেটেতাক্
 খাতেরে কেটেতাক্ তাক্তেরে কেটেতাক্

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{ভেরেকেটে ভেরেকেটে} & | & \text{ধাতেরে কেটেতাক্ তাক্ভেরে কেটেতাক্ ভেরেকেটেতাক্} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \surd & & & & & \\ \text{ভেরেকেটেতাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{তাক্ভেরেকেটেতাক্ তাক্ভেরেকেটেতাক্ ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & + & & & & & \\ \text{তাক্ভেরে কেটেতাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{তাক্ তাক্ভেরেকেটেতাক্ তাক্ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে কেটেতাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে ধা, কং তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & + & & & & & \\ \text{ধা, কং তাক্ তাক্ ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{ধা কং তাক্ তাক্} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{ভেরেকেটে তাক্ তাক্ ভেরেকেটে ধা, কং} & | & \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে তাক্} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{তাক্ ভেরেকেটে ধা, কং তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \surd & & & & & \\ \text{ধা, কং তাক্ তাক্ ভেরেকেটে ধা কং} & | & \text{তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & + & & & & & \\ \text{ধা, তাক্ তাক্ ভেরেকেটে ধা, তাক্ তাক্ ভেরেকেটে} & | & \text{ধা} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & + & & & & & \\ \text{(৩) ধা ভেটে ক্রেধাতেটে কেটেতাগ্ তাগ্ভেটে} & | & \text{ভাতেটে ক্রেধাতেটে} \end{array}$

$\begin{array}{c} | & & | & & | & & | \\ & \circ & & & & & \\ \text{কেটেতাগ্ তাগ্ভেটে} & | & \text{ধাতেটে কেটেতাগ্ তাগ্ভেটে ক্রে ধাতেটে} \end{array}$

১ +
| তাতেটে | কেটেতাগ্ | তাগ্ভেটে | ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | বেড়েনাগ

৩ ০
| তাগ্ভেটে | ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | তাক্‌দেনে | নাক্‌তেটে | ক্রেধাতেটে

১ +
| ক্রেধাতেটে | ধা, ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | ধা, ক্রেধাতেটে | ক্রেধাতেটে | ধা ॥

ডেহাই লহ গৎ :—

+ ৩
(৪) | ধাগেনেধা | তেরেকেটে থুন্না | তেরেকেটে ধাগে | নেধাতেরেকেটে | তাকেনেতা

০
| তেরেকেটে থুন্না | তেরেকেটেধাগে | নেধাতেরেকেটে | ধাগেনেধা | তেরেকেটে থুন্না

১
| তেরেকেটে থুন্না | কেটেতাক্‌তেরেকেটে | তাকেনেতা | তেরেকেটে থুন্না

+
| তেরেকেটে থুন্না | কেটেতাক্‌তেরেকেটে | ধাত্রেকেটে থুন্না | ধাত্রেকেটে থুন্না

৩
| ধাত্রেকেটে থুন্না | কেটেতাক্‌তেরেকেটে | তাত্রেকেটে থুন্না | তাত্রেকেটে থুন্না

০
| তাত্রেকেটে থুন্না | কেটেতাক্‌তেরেকেটে | ধাত্রেকেটে থুন্না | ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না | ধা,

১ +
| ধাত্রেকেটে থুন্না | ধাত্রেকেটে থুন্না | ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না | ধা, ধাত্রেকেটে থুন্না | ধা ॥

+
(৫) | ধাগেনেধা | তেরেকেটে ধেটে | ধাতেরেকেটেতাক্‌ | ধেরেধেরে | কেটেতাক্‌ |

৩
| তাকেনেতা | তেরেকেটে ধেটে | ধাতেরেকেটেতাক্‌ | ধেরেধেরে | কেটেতাক্‌ |

০

| . | | |
 খাতেরেকেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ তাক্ তেরেকেটে তাক্ ধেরেধেরে

১

| | | |
 কেটেতাক্ | ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ খাতেরে কেটেতাক্

+

| | | |
 ধেরেধেরে কেটেতাক্ জাগ থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে তাক্

৩

| | | |
 ধেরেধেরে কেটেতাক্ | জাগ থুন্না কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটেতাক্

০

| | | |
 ধেরেধেরে কেটেতাক্ | তাক্ তেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্ খা কং.

১

| | | |
 তাক্ তেরেকেটে তাক্ | ধেরেধেরে কেটেতাক্ খা কং, তাক্ তেরেকেটে তাক্

+

| |
 ধেরেধেরে কেটেতাক্ | খা

+

৩

| | | | | | | |
 (৬) খাত্তেকেটে তাজান্ তাত্তেকেটে তাজান্ | তাত্তেকেটে তাজান্ তাজান্

০

১

| | | | | | | |
 তাজান্ | তাত্তেকেটে তাজান্ তাত্তেকেটে তাজান্ | তাত্তেকেটে তাজান্

+

৩

| | | | | | | |
 তাজান্ তাজান্ | খাত্তেকেটে তাজান্ তাজান্ তাজান্ | খা কং, তাত্তেকেটে তাজান্

০

১

| | | | | | | |
 তাজান্ তাজান্ খা কং | তাত্তেকেটে তাজান্ তাজান্ তাজান্ | খা

+ ৩
| | | | | | |
(৭) খিইক্রে খিন্ধা ঘেড়েনাগ্ দেনেতাগ্ | ধাগেতেটে আন্ ধাগেতেটে আণ ।

০ ১
| | | | | | |
তেরেকেটে তেক্তাক্ তেরেকেটে ধেনেঘেনে | ধা আ ধেনেঘেনে ধা আ ধেনেঘেনে ।

+ ৩
| | | | | | |
খিইক্রে খিন্ধা ঘেড়েনাগ্ ধেনেঘেনে | ধাগেতেটে আন্ ধাগেতেটে আন্ ।

০ ১
| | | | | | | +
ধাগেতেটে ধেনেঘেনে ধা, ধাঘেতেটে | ধেনেঘেনে ধা, ধাগেতেটে ধেনেঘেনে | ধা

তেহাইনুস্ত গাং (গজপতি ছন্দ) ৪—

+ ৩
| | | | | | |
(১) ঘেড়ান্না ধাগেনা কংতেরেকেটে ধাগেনা | কেটেধা তেরেকেটেতাক্
০ ১
| | | | | | |
তেরেকেটেতাক্ ধাগেনা | ধাগেনা ধাতেরেকেটে ধাগেনা থুন্না | ঘেঘেনা-গ্তেটে
+ ৩
| | | | | | |
ধাগেনা থুন্না | ধেংধা গেতেটে ঘেঘেনা গ্তেটে | তেরেকেটেতাক্ তেরেকেটেতাক্
০
| | | | | | |
ধাতেরেকেটে ধাতেরেকেটে | তেরেকেটেতাক্ তেরেকেটেতাক্ ধা,
১
| | | | | | | +
তেরেকেটেতাক্ | তেরেকেটেতাক্ ধা, তেরেকেটেতাক্, তেরেকেটেতাক্ | ধা

তেহাইনুস্ত গাং (গজপতি ছন্দ) ৪—

+ ৩ ০
| | | | | | |
(২) ধাড়্ ধাতেটে ধাত্তেকেটে ধাতেটে | ঘেনেতে টেঘেনে ধাগেতু না কতা | তাড়্,

১ +
 | তাতেটে | তাত্রেকেটে | তাতেটে | যেনেতে | টেঘেনে | ধাগেথু | নাকতা | ধাড্
 ৩ ০
 | ধাতেটে | ধাগেতে | টেতেটে | ধাত্রেকেটে | ধোটেতে | ধাগেথু | না কতা | তাড্
 ১ +
 | তাতেটে | তাতেটে | তাতেটে | ধাত্রেকেটে | ধোটেতে | ধাগে থু | নাকতা | ধাত্রেকেটে
 ৩ ০
 | ধাতেটে | ধাগে থু | না | কতা | ধা কং | ধাত্রেকেটে | ধাতেটে | ধাগেথু | নাকতা | ধা |
 ১ +
 | কং | ধাত্রেকেটে | ধাতেটে | ধাগেথু | নাকতা | ধা

ভেহাই যুক্ত গৎ (গজগতি ছন্দ) :—

+ ৩
 (৩) | ধাতেরেকেটে | ধাগেনা | ধাগে | দিন্ | তাকতা | তাভেরেকেটে | তাগেনা | ধাগেশি | না
 ০ ১
 | ঘেনা | বিন্ধা | গেতেটে | ধাগেনা | থুন্না | তিন্ধা | কেতেটে | তাকেনা | থুন্না |
 + ৩
 | তেরেকেটে | তাক্ | তা | তেরেকেটে | ধাতিধা | ধা | তেরেকেটে | ধাতিধা | ধা | তেরেকেটে
 ০
 | ধাতিধা | ধা | কেড়েনাগ | তেরেকেটে | তাক্ | তা | তেরেকেটে | ধাগেতে | টেঘেড়ে |
 ১ +
 | ধাগেতে | টেঘেড়েনাক্ | ধাধা | থুন্না | কেটেতাক্ | তাগেতে | টেঘেড়েনাগ্ | ধাধা
 ৩ ০
 | থুন্না | কেটেতাক্ | তাগেতে | টেঘেড়েনাগ্ | ধাধা | থুন্না | কেটেতাক্ | ধাধা
 ১ +
 | থুন্না | কেটেতাক্ | ধা | ধা | থুন্না | কেটেতাক্ | ধা | ধা | থুন্না | কেটেতাক্ | ধা

ভেহাইয়ুক্ত গৎ—

- (১) ধেটেতেটে ক্রেধাতেটে তাক্‌দেনে নাগ্‌তেটে | ক্রেধাম্মে ধা, কৎ, ক্রেধাম্মে ।
- ধাধা কিটি ধা ক্রেধাম্মে ধা | ক্রেধাম্মে ধাধা কিটিধা ক্রেধাম্মে | ধা

ত্রিভালের আড় ছন্দ গৎ :—

- (১) ধিক্‌ ধি না ঘেনে ধাগিনা ধাতেরেকেটে | ধাগিনা ধাতেরেকেটে ধাগিনা
- ধাতেরেকেটে | ধাধা দিন তা কেটেতাক্‌ তেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌ তেরেকেটে ।
- ক্রান্‌ তেটেকতা ধাগে দিন ঘেনে | তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটে তাক্‌
- তেরেকেটে তাক্‌ ধেরেধেরে কেটে | ধা, কৎ, তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটেতাক্‌ ।
- তেরেকেটে তাক্‌ ধেরেধেরে কেটে ধা, কৎ | তেরেকেটে দেন্‌ তা কেটেতাক্‌
- তেরেকেটে তাক্‌ ধেরেধেরে কেটে | ধা ।

ত্রিভালের চক্রধার :—

- (১) ক্রেধাতেটে কৎতেটে কতা কতা ঘেঘেতেটে | কৎ তেটে ধা কৎতা
- ধা, কৎতা | ধা কৎতা ধা, ক্রেধাতেটে কৎতেটে | কতা কতা ঘেঘেতেটে

(২) $\begin{array}{cccccccc} + & & & & ৩ & & & ০ \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধেটেতেটে} & | & \text{ক্ষেধাতেটে} & | & \text{ধাকৎ ধাকৎ} & | & \text{ধা, আ ধেটেতেটে} & | & \text{ক্ষেধাতেটে} & | & \text{ধাকৎ} \end{array}$

$\begin{array}{cccccccc} & & ১ & & & & & + \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধাকৎ ধা, আ} & | & \text{ধেটেতেটে} & | & \text{ক্ষেধাতেটে} & | & \text{ধাকৎ ধাকৎ} & | & \text{ধা} \end{array}$

৩য় ভাল হইতে— $\begin{array}{cccccccc} & & ৩ & & & & & ০ \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধাগেতেরেকেটে} & | & \text{ধেনেঘেনে} & | & \text{ধাগ্নাগ্} & | & \text{ধেনেঘেনে} & | & \text{ধা, ধাগেতেরেকেটে} \end{array}$

$\begin{array}{cccccccc} & & ১ & & & & & + \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধেনেঘেনে} & | & \text{ধাগ্নাগ} & | & \text{ধেনেঘেনে} & | & \text{ধা, ধাগে তেরেকেটে} & | & \text{ধেনেঘেনে} & | & \text{ধা} \end{array}$

একভালার তেহাই

৩য় ভাল হইতে—

(১) $\begin{array}{cccccccc} ৩ & & & ০ & & & ১ & & + \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধা} & | & \text{ধাগে তেরেকেটে} & | & \text{ধা} & | & \text{ধাগে তেরেকেটে} & | & \text{ধা} & | & \text{ধাগে তেরেকেটে} & | & \text{ধা} \end{array}$

(২) $\begin{array}{cccccccc} ৩ & & & ০ & & & ১ & & + \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধা} & | & \text{গদি ঘেনা} & | & \text{ধা গদি ঘেনা} & | & \text{ধা গদি ঘেনা} & | & \text{ধা বা বিন্} \end{array}$

সম হইতে— $\begin{array}{cccccccc} & & + & & & ৩ & & & ০ \\ | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ধা ধুয়া কেটেতাক্} & | & \text{তেরেকেটে তেক্তাক্} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{ধা ধুয়া} \end{array}$

$\begin{array}{cccccccc} & & ১ & & & & & + \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{কেটেতাক্} & | & \text{তেরেকেটে তেক্তাক্} & | & \text{তেরেকেটে} & | & \text{বিন্} \end{array}$

কয়েকটি অপ্রচলিত ভালের ঠেকা ও শব্দণ

ভাল ধামলা (৮ মাত্রা, ৫ ভাল, ৩ ঝাঁক)

$\begin{array}{cccccccc} ২' & ০ & ৩ & ৪ & ০ & ৫ & ১ & ০ \\ | & | & | & | & | & | & | & | \\ \text{ঠেকা—ধা কেটে তিন তাকে ধুয়া কেটে ধাগে ধুয়া} \end{array}$

২' ০ ৩ ৪ ০ ৫ ১ ০ ২
 | | | | | | | |
 পরগ—ধাক্কেটে ধাধা তেরেকেটে তেরেকেটে তাগ্‌দেং ক্রান্‌ ঘেড়েনাগ্‌ তেরেকেটে | ধা

পটতাল—(৪ মাত্রা, ১ তাল, ১ কঁক)

১' ০
 | |
 ঠেকা—ধাধি ন্নাকদিং | তেরেকেটে ধুন্ন

১' ০ ১'
 | | | |
 পরগ—ধাতেরেকেটেধা কেটেধা তেরেকেটে | ধা তেংধা | তাতেরেকেটে ধা কেটেধা

০ ১
 | |
 তেরেকেটে | ধা তেংধা | ধা ।

মোহন তাল—(১২ মাত্রা, ৭ তাল, ৫ কঁক)

২' ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ৭ ০ ১ ০ ২'
 | | | | | | | | | | | |
 ঠেকা—ধা ধা কেটে তাক্‌ ধুমা কেটে ধুন্‌ তাক্‌ নাগ্‌ দিং তেরে কেটে | ধা

২' ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬
 | | | | | | |
 পরগ—তাক্‌তেটে ধুমাকেটে ঘেঘেতেটে গদি ঘেড়েনাগ্‌ তাক্‌তা কতাবেনে ধাগেতেটে

৭ ০ ১ ০ ২'
 | | | |
 ধাগেনাগ্‌ ঘেনেধাগে ঘেনেনাগ্‌ তেরেকেটে | ধা ।

দোবাহার—(১৩ মাত্রা, ২ তাল, ৪ কঁক)

২' ০ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০ ৮ ০ ১ ০ ২'
 | | | | | | | | | | | |
 ঠেকা—ধা দেং গদি ঘেনে তা দিং ধু ন্না তেরে কেটে তাক্‌ দিং ধুন্ন | ধা

* ২' ০ ৩ ৪ ০ ৫
 | | | | |
 পরগ—ধাক্কেটেধা ঘেঘেতেটে ধুমাকেটে কতাবেনে তাক্‌কেটেধা কতাবেনে

৬ ৭ ০ ৮ ০
 | | | | |
 দিন্তা ধাতটেধা ধেটেতে ধেরেকটেতাক্ ধেরে কেটেতাক্ তেরেকটে
 ১ ০ ২'
 | | |
 ধাকটেধা কেটেতাক্ ধাকটে | ধা ।

ধামার—(১৪ মাত্রা, ৩ তাল, ৩ কাঁক)

ভার্স মাত্রাভ—

১ ০ ২ ০ ৩ ০
 | | | | | | | | | |
 ১—২—৩ | ১—২ | ১—২ | ১—২—৩ | ১—২ | ১—২ |
 ১' ০ ২ ০ ৩ ০
 | | | | | | | | | |
 ঠেকা—ক ধে টে | ধে টে | ধা আ | গ দি নে | দি নে | তা আ |
 ১' ০ ২ ০
 | | | | | | | | | |
 পরণ—ধাগে তেটে তেটে | ভাগে তেটে | তা ক্রান্ | ধাগে তেটে তেটে |
 ৩ ০ ১' ০ ২
 | | | | | | | | | |
 নাগ্ দেং | কং তেটে | ধাগে তেটে তেটে | ধাগে দ্বী | নাগ্
 ০ ৩ ০ ১'
 | | | | | | | | | |
 তেটে | ধেরে ধেরে কেটে | গদি ঘেনে | তেটে তেটে | গদি ঘেনে ধা ।
 ০ ২ ০ ৩ ০
 | | | | | | | | | |
 গদি ঘেনে | ধা গদি ঘেনে | ধা গদি ঘেনে | ধা কং | ধা কং ।

তবলা সঙ্গতের প্রণালী

এর আগে তবলার বিভিন্ন ঠেকা, ও বোল-বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। এবং তাল মাত্রা সহযোগে প্রত্যেকটি বোল-বাণী বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরপৃষ্ঠার বিভিন্ন রাগের ও বিভিন্ন তালের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও তৎসহ সঙ্গতের কার্যদা স্বরলিপি দ্বারা বোঝানো হলো।

ভ: শিখা—১৫

প্রশাস

রাগ—ভৈরব

সময় -দিবা প্রথম প্রহর । জাতি—সম্পূর্ণ । কোমল—স্ব' এবং দ' অর্থাৎ রে ও ধা ।
 আরোহণ—স ঞ্জ গ ম প দ ন স
 অবরোহণ—স ন দ প ম গ ঞ্জ স

চৌতাল

দীন তারিণী হুরিত বারিণি সঙ্করজ তম ত্রিগুণ ধারিণী ।
 মৃজন পালন নিধন কারিণী সগুণা নিগুণা সর্ব স্বরূপিণী ।
 ঞ্জ হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি,
 ঞ্জ হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি,
 ঞ্জ হি জল স্থল অনিল অনল
 ঞ্জ হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী ॥
 সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক শ্রায়,
 তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
 বৈশেষিক বেদান্ত সদা হয় ভ্রান্ত
 তথাপি অজ্ঞাপি জানিতে পারেনি ।
 নিরূপাধি আদি অন্তর রহিত,
 করিতে সাধক জনার হিত,
 গণেশাদি পঞ্চরূপে কাল বঞ্চ
 কাল ভয়হরা ত্রিকাল বর্তিনী ॥
 সাকার সাধক তুমি যে সাকার,
 নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
 কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়
 সেই তুমি নগ তনয়া জননী ।
 যে অবধি যার অবিসন্ধি হয়,
 সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
 ভৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়
 সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী ।

—রাধা-কিশোর-দাস

অস্থায়ী

১'	০	২			
II ন	১ ম	স'	স'	স'	
দী	০ ন	তা	রি	দী	
ঠেকা—ধা	ধা দেন্	তা	কং	তাগে	
০		৩		৪	
ম	স'স'স'	স'	ন	দপ	দ
হু	রি০০	ত	বা	রি০	দী
দেন্	তা	ভেটে	কতা	গদি	যেনে
১		০		২	
গ	ম	প	দ	স	ম
স	ধ	ম	জ	ত	ম
ধা	ধা	দেন্	তা	কং	তাগে
০		৩		৪	
ম	দ	প	ম	গ	গ
জি	গু	৭	ধা	রি	দী
দেন্	তা	ভেটে	কতা	গদি	যেনে
১'		০		২	
স	স	স	ম	গ	ম
সু	জ	ন	পা	ল	ন
টুকরা—ধেংধেনে	নাগধেং	ধেনেনাগ	ধেনেনাগ	ধেছা	গদিযেনে
০		৩		৪	
প	দ	ন	স'	স'	স'
নি	ধ	ন	কা	রি	দী
ধা গদি	যেনে ধা	তাকং	থুয়া ধা	ভেটেকতা	গদিযেনে
১'		০		২	
স	ম	গ	ম	প	দ
স	গু	পা	নি	গু'	পা
ধেংধেনে	নাগধেং	ধেনেনাগ	ধেনেনাগ	ধেছা	গদিযেনে
০		৩		৪	
ন	স'	স'	স	ন	স' II
স	ব'	ধ	জ	পি	দী
ধা গদি	যেনে ধা	তাকং	থুয়া ধা	ভেটেকতা	গদিযেনে

০	৩	৪	
ন	সঁস ঝ' স'	ন	দপ II
কে	শ০	০	প্র
তেটেকতা	গদিষেনে	গদিষেনে	ধাগদি ষেনে
			ধা
			গদিষেনে

আটতাগ

১'	০	২	
প	সঁ ন সঁ	ঝ' ঝ'	
সাং	খ্য	পা	ত
রেনা—	ধাগেছে	ষেননাগ	নাগতেটে
			কেটেতাগ্
			তেটে তেটে
			কেটেতাগ্

০	৩	৪	
ন	সঁ সঁ ন	দ	দ
মি	মাং	স	ক
তাগ্	তেটে	কেটেতাগ্	ধেরেকেটে
			ধেরেকেটে
			কংতেরে
			কেটেতাগ্

১'	০	২'	
গ	ম প	সঁ	ন
ত	ম	ত	ম
ধা	দেং দেং	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে
			কংতেরে
			কেটেতাগ্

০	৩	৪	
দপ	দ প	ম	গ
ধ্যা০	নে	স	দা
ধা	দেং দেং	ধেরেকেটে	ধেরেকেটে
			কংতেরে
			কেটেতাগ্

১'	০	২	
স	স ম	ম	গ
বৈ	শে	মিক্	বে
ধাষেনে	ষেনেধা	ষেনেধা	ধাষেনে
			ধেনেধা
			ধেনেধা

০	৩	৪	
প	দ ন	সঁ	সঁ —
স	দা	ই	য়ে
তাক্	তাক্	তেরেকেটে	ধেরেকেটে
			তাক্
			তাক্
			তেরেকেটে

১	০	২
ন	স' ঋ'	স' স'
ড	ধা	অ
কেটেভাগ	ভেরেকেটে	ধা
		কং
		কেটেভাগ্
		ভেরেকেটে

০	৩	৪
ন	স' স'	ন দপ
জা	নি	পা
ধা	কেটেভাগ	ধা
	ভেরেকেটে	কেটেভাগ
		ভেরেকেটে
		দ II
		রে০
		নি

১'	০	২
I ম	ম ম	ন দপ
নি	রা	ধি
ঠেকা :—ধা	ধা	তা
	দেন্	কং
		ভাগে
		দ
		দি

০	৩	৪
ন	স' স'	ন স'
অ	০	র
দেন্	তা	কতা
	তেটে	গদি
		ষেনে
		ত
		স'

১'	০	২
ন	স' ঋ'	স' স'
ক	রি	সা
	তে	ধ
		ক

য়েলা :—ধেরেকেটে ধেরেকেটে ধেরেকেটে কেটেভাগ্ | ভাগ্ ভেরে কেটেভাক্

০	৩	৪
স'	ন স'	ন দ
জ	না	র
ভেরেকেটে	কেটেভাগ্	ভেরেকেটে
	ভেরেকেটে	ভেরেকেটে
		তাক্ তাক্
		হি
		ড

১'	০	২
স'	ন দ	প ম
গ	পে	দি
কেটেভাগ্	ভেরেকেটে	ধা
		কেটেভাগ্
		ভেরেকেটে
		ধা

୦		୭		୫	
ଗ	ମ	ଦ	ନ	ସ'	ସ'
ରୁ	ପେ	କା	ଜ	ବ	ଞ

କେଟେତାଗ୍ ଡେରେକେଟେ ଡେରେକେଟେ ତାକ୍, ତାକ୍, ତାକ୍, ଧୁମା କେଟେତାକ୍,

୧'		୦		୨	
ସ'	ର୍ମ	ଗ'	ର୍ମ	ଧ'	ସ'
କା	ଜ	ଡ	ୟ	ହ	ରା

କେଟେତାଗ୍ ଡେରେକେଟେ ତାକ୍, ଧୁମା କେଟେତାଗ୍ ଧା କେଟେତାଗ୍, ଡେରେକେଟେ

୦		୭		୫	
ନ	ସ'ଧ'	ସ'	ନ	ଦମ	ଦ II
ଜ୍ଞି	କା୦	ଜ	ବ	ଡି୦	ନି

ଧା କେଟେତାଗ୍, ଡେରେକେଟେ ତାକ୍, ଧୁମା କେଟେତାଗ୍, ଧା ତାକ୍, ଧୁମା କେଟେତାଗ୍,

ସଂଖ୍ୟାମାତ୍ରୀ

୧'		୦		୨	
ମ	ସ'	ନ	ସ'	ଧ'	ଧ'
ମା	କା	ର	ମା	ଧ	କେ

ଟିକା :- ଧା ଧା ଦେନ୍ ତା କଂ ତାଗେ

୦		୭		୫	
ନ	ର୍ମ	ର୍ମ	ନ	ଦ	ଦ
ତୁ	ମି	ସେ	ମା	କା	ର
ଦେନ୍	ତା	ଡେଟେ	କଡା	ମଦି	ସେନେ

୧'		୦		୨	
ମ	ମ	ମ	ମ	ର୍ମ	ନ
ନି	ରା	କା	ର	ଓ	ମା

ରେଳା :- ଧାକେଟେ ତାଗ୍, ଧେରେ କେଟେତାଗ୍, ଧେରେକେଟେ ଧେରେକେଟେ ଧେରେକେଟେ

		୭		୫	
ମମ	ଦ	ମ	ମ	ମ	ମ
ମ୦	କେ	ନି	ରା	କା	ର

ଧେରେକେଟେ କେଟେତାଗ୍ ଡେରେକେଟେ କେଟେତାଗ୍, ଡେରେକେଟେ ତାଗ୍, ଡେରେକେଟେ

১	স	স		০	ম	ম		২	গ	ম	
	কে	হ			কে	হ			ক	য়	
	কেটেতাগ্	ধি ষেড়ে			নাগধেরে	কেটেতাগ্			ধেরেকেটে	ধেরেধেরে	

০	প	দ		৩	ন	স'		৪	স'	স'	
	ত্র	ঙ্গ			জ্যো	তি			র্ম	য়	
	ধেরেধেরে	ধেনেনাগ			ভেরেকেটে	কেটেতাগ			ভেরেকেটে	কেটেতাগ্	

১'	ন	স'		০	খ'	খ'		২	স'	স'	
	সে	ই			তু	মি			ন	গ	
	দেংদেং	ধা			দেংদেং	কেটেতাগ			ভেরেকেটে	কেটেতাগ	

০	ন	স'		৩	স'	ন		৪	দপ	দ II
	ত	ন			য়া	জ			ন০	নি
	দেংদেং	ধা			কেটেতাগ	দেংদেং			ধা	কং

১	I ম	ম		০	ম	ন		২	দপ	দ	
	ষে	অ			ব	ধি			যা০	র	
	ঠেকা :—ধা	ধা			দেন্	তা			কং	তাগে	

০	ন	ন		৩	স'	স'		৪	স'	স'	
	অ	তি			স	কি			হ	য়	
	দেন্	তা			তেটে	কতা			গদি	ষেনে	

১	ন	স'		০	খ'	খ'		২	স'	স'	
	সে	অ			ব	ধি			সে	—	
	রেল :—ধেরেকেটে	ধেরেকেটে			ধেরেকেটে	কেটেতাগ্			তাগ্ভেরে	কেটেতাগ্	

০		৩		৪	
স'	ন	স	ন	দ	দ
প	র	ত্র	ক্ষ	ক	য়
ধেরেকটে	ধেরেকটে	কেটেতাগ্	ধেরেকটে	কেটেতাগ্	ধেরেকটে

১		০		২	
ধস'	ন	দ	প	ম	গ
তৎ	প	রে	তু	রী	য়
কেটেতাগ্	তাগ্‌তেরে	কেটেতাগ্	তাগ্‌তেরে	কেটেতাগ্	গদিঘেনে

০		৩		৪	
গ	ম	দ	ন	স'	স'
অ	নি	ব্ব	চ	নী	য়
ধা	ধেরেকটে	গদিঘেনে	ধা	ধেরেকটে	গদিঘেনে

১'		০		২	
স'	ম	গ'	র্ষ	ধা'	স'
স	ক	লি	মা	তা	রা
ধা	ধেরেকটে	ধেরেকটে	ধেরেকটে	ধেরেকটে	ধেরেকটে

০		৩		৪	
ন	স'স'	র'	ন	দপ	দ II
ত্রি	লো০	ক	ব্যা	পি০	নি
গদিঘেনে	ধা	ধেরেকটে	ধা	ধেরেকটে	গদিঘেনে

(সংগৃহীত)

প্রশাস্ত

রাগ—কেদারা

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর । জাতি—সম্পূর্ণ । দুই 'মধ্যম' 'ম' ও 'ক্ষ'

আয়োজন—স র গ ম প ধ ন স'

অবয়োজন—স' ন ধ প ক্ষ গ র স

তাল—ধামার

বিশ্বনাথ গোপীনাথ মহেশ নারায়ণ,

বাঘাস্বর পীতাম্বর, উমাপতি রাধারমণ ।

শেষধারী মালাধারী, ত্রিশূলধারী মুরলীধারী,

গিরিধারী শাশানচারী, শঙ্কর মদনমোহন ।

আস্থারী

II	+				০		২		
	স'	ধ	প		ক্ষপ	ধপ		ক্ষম	ম
	বি	০	স্থ		না০	০০		০	থ
ঠেকা:—	ক	ধে	টে		ধে	টে		ধা	—

০				৩		১		
স	ম	গ		প	ক্ষ		ধ	প
গো	গী	০		না	০		০	থ
গ	দি	নে		তি	নে		তা	—

+				০		২		
ম	প	ম		র	ন্		র	স
ম	হে	০		০	০		০	শ
পরপ:—	ধাগে	তেটে	তোটে	ভাগে	তেটে	কেটে	তাক্	

০				৩		১		
সস	।	ধ		প	ক্ষ		ধ	প I
নারা	০	০		০	০		য়	ণ
জেকেটে	তাগ্	তেটে		নাগ্	ধেং		কং	তেটে

+				০		২		
স	র	স		ম	গ		পক্ষ	প
বা	ঘা	০		০	০		স্থ০	র
ধাগে	তেটে	তেটে		ধাগে	এক্ষী		নাগ	তেটে

০				৩		১		
ক্ষ	প	ধ		ক্ষম	ম		ম	ম I
গী	তা	০		০	০		স্থ	র
ধেরে	ধেরে	কেটে		গদি	ঘেনে		তেটে	কং

*	+			০		২		
I	প	ধ	প		স'	।		ধ
	উ	মা	০		প	০		০
	ধা	ধা	গদি		ঘেনে	ধা		আ

ଅନ୍ତରୀ

পৰৱৰ্তী :- খাতেরে কেটেতাক তেরেকেটে খাতেরে কেটেতাক, খেরেতেরে কেটেতাক

ভাতেরে কেটেতাক তেরেকেটে খাতেরে কেটেতাক্ ধেরেধেরে কেটেতাক্

ধেরেতেরে ধেরেতেরে কেটেতাক্, ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেতেরে কেটেতাক্,

ভাতেরে কেটেতাক, তেরেকেটে খাতেরে কেটেতাক, ধেরেভেরে কেটেতাক,

+				০		২	
প	ধ	প		স'	১		ধ প
শ	০	০		০	০		ক র
ধেরেতেরে কেটেতাক্ খা				কৎ	খা	ধেরেতেরে কেটেতাক	

০			৩		১	
ম	গ	ম		র	র	
ম	দ	ন	মো	০	হ	স II
খা	কৎ	খা	ধেরেতেরে কেটেতাক্	খা	কৎ	

[গান এবং স্বরলিপি :- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

প্রশাদ

রাগ—জুরট

লম্ব—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। জাতি- সম্পূর্ণ। দুই নিখাদ 'ণ' 'ন'
[ইহাতে দুই নিখাদের ব্যবহার আছে সাধারণত আরোহণে শুদ্ধ 'নি' ও অবরোহণে
কোমল 'নি' ব্যবহার হয়]

আরোহণ—স র গ ম প ধ ন স'
অবরোহণ—স' ণ ধ প ম গ র স

ভাল—করদন্ত

দিল চাহত নিত তুআ দিদার
কবহি মিলোগে হো পরবর দিগার।
তুম্ জগকে খুদা তুসে নাহি ছুজো,
তুআ নাম সবকো পাওএ নিস্তার ॥
ছুনিয়াকে লোগ্ যো কামমেঁ ফিরত
ইস্মেঁ জিন্দগানি হোয় বিস্তার।
ক্যায়সে খুশাল হরবকত নাম লে
অ্যায়শো করো মোকোঁ ছুনিয়ার ॥

—খুশাল খান্

আস্থারী

+					৩		
II মম	র	ম	।		প	প	ন
দি০	ল	চা	—		হ	ত	নি
ঠেকা—ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না		ধিন্	ধিন্	না

০				১			
ন	স'	স'	স'র'		ণ	ধ	প
ত	তু	আ	দি	দা	০	র	
ভিন্	ত্রেকে	ভিন্	না	ভিন্	ভিন্	না	

+					৩		
ধ	ম	ম	প		ধ	ণ	ধ
০	০	ক	ব	হি	০	মি	

পন্নঃ—ধেনেঘেনে ধা ধেনেঘেনে ধেনেঘেনে ধা ধা তেনেকেনে তা তা

০					১		
প		ম	প	ম		গ	ম র
লো		০	০	০	০	০	গে
তেনেকেনে তা তেনেকেনে ধেনেঘেনে ধা ধা ধেনেঘেনে ধাধা ধা ধেনেঘেনে							

+					৩		
র	র	র	ম		প	ন	স'
০	০	হো	০	০	০	০	প
ধা	ধা	ধা	ধেনেঘেনে	ধা	ধা	ধা	

০					১		
ণ	ধ	প	ধ		ম	ধ	প II
র	ব	র	দি	গা	০	র	
ধেনেঘেনে তেনেকেনে ধেনেঘেনে তেনেকেনে ধা					কৎ	ধাকৎ	

অস্থারী

+					৩		
II ম	প	ন	ন		স'	স'	স
তু	ম	জ	গ		কে	খু	দা
ঠেকা—ধিন্	ত্রেকে	ধিন্	না		ধিন্	ধিন্	না

০	স'	স'	স'	ন		১	স'	র'	র'ম	
০	০	০	০	তু		০	সে	না		
তিন্	ত্রেকে	তিন্	না	তিন্		তিন্	তিন্	না		

+	র'	স'	ন	স'	৩	স'	র'		
০	হি	ছ	০	০	০	০	০		
০	০	০	০	০	০	০	০		

ৱেলা :—ধেটেতেটে ধা ধেটেতেটে ধেটেতেটে ধাধা ধেটেতেটে তাতা

০	৭	৭	৭	ধ		১	প	ধ	প	
০	০	০	০	০		০	০	জো		

ভেরেকেটে ভা ভেরেকেটে ভেরেকেটে ধাধা ধেটেতেটে ধাধা ধেটেতেটে

+	ম	গ	র	ম		৩	ম	ম	প	
০	তু	আ	০	না		০	ম	স		
০	০	০	০	০		০	০	০		

ধা আ ধেটেতেটে ধাধা ধেটেতেটে ধাধা ধা আ

০	প	ধ	ম	ধ		১	প	প	প
০	০	০	০	কো		০	০	০	

আ ধেটেতেটে ধাধা ধেটেতেটে ধেটেতেটে ধেটেতেটে ধাকং

+	ম	প	ন	স'		৩	র'	৭	ধ	II
০	পা	ও	এ	নি		০	স্তা	০	র	
০	০	০	০	০		০	০	০		

ঠেকা :—ধিন্ ত্রেকে ধিন্ না ধিন্ ধিন্ না

আটভাপ

০	ম	প	ম	গ		১	ম	র	ম
০	০	০	০	০		০	কে	লো	
০	০	০	০	০		০	০	০	

ভিন্ ত্রেকে ভিন্ না ভিন্ ভিন্ না

+					৩			
ম	প	প	ধ		ম	প	প	
০	গ	জো	কা		০	ম	মে	

পর্যণ :—ধা ধেনে ত্রেকটেধেনে ভাতেনে ত্রেকটেধেনে ধা ধা ধেনে ধা কং

০					১			
র	ণ	ধ	ণ		ধ	প	ম	
ফি	র	ত	০		০	০	০	

তেরেকটে তাক্ ধাধা কং থুনা কেটেতাক্ ধা কং ত্রেকটেতাক্ ধা কং ধা

+					৩			
ম	র	র	র		র	র	ম	
০	০	০	ই		স্	মে	জি	

ধাগধেনে তাকথুনা কেটেতাক্ তেরেকটে ধাধা ত্রেকটে তাক্ দেং তেরেকটে ধা কং

০					১			
ম	প	ম	গ		ম	র	ম	
০	ন্দ	গা	০		নি	হো	০	

ধিন্ ধাধা থুনা কেটেতাক্ তাক্ ত্রেকটেতাক্ কেটেতাক্ ত্রেকটে কেটেতাক্

+					৩			
স	র	প	ধ		ম	প	প II	
য়	বি	০	স্তা		০	০	র	

ত্রেকটে ধা কেটেতাক্ তেরেকটে কেটেতাক্ তেরেকটে ধা কেটেতাক্ তেরেকটে

সম্প্রগামী

ম	প	ন	ন		ন	ন	স'
ক্যা	য়্	সে	০		থু	শা	০

ঠেকা :—ধিন্ ত্রেকে ধিন্ না ধিন্ ধিন্ না

+					৩		
স'	স'	স'	র		ন	স'	স'
ল	হ	র	ব		ক	০	ত
ভিন্	ত্রেকে	ভিন্	না		ধিন্	ধিন্	ধা

০					১		
ন	স'	র'	র্ম		র'	স'	ন
না	০	০	০		ম	লে	অ্যা

রেল্লা :—ধা ধেনে কেটেতাক্ ধা ধেনে তাক্ ধা

+				৩		
স'	র'	স'	র'		ণ	ধ
য়'	সো	০	০	০	ক	রো
কতা	কতা	ধা	ত্রেকেটে	থুনা	ত্রেকেটে	ধা
০				১		
ম	প	স	ণ		ণ	ধপ
মো	০	কো	জ'	শি	য়া০	ধ II
থুনা	ধা	থুনা	তেরেকেটে	ধা	থুনা	তেরেকেটে

[গান ও সুরলিপি :—সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়]

প্রচন্দ

রাগ—ভীমপলত্ৰী

সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর। জাতি—সম্পূর্ণ। কোমল—গান্ধার (জ) ও
নিখাদ (নি)। ইহাতে দুই নিখাদ ব্যবহার হয়।

আরোহণ—স র জ ম প ধ ন স'
অবরোহণ—স' ন ধ প ম জ র স

তাল—সুরকাকতাল

পরম গোবিন্দ নাম, সব ত্যজি যেবা সার করে।
কোটি জনম পাপ নিবारे, অনায়াসে যায় তরে
ভব জলধির পরপারে ॥

পঙ্কজদল জল সম, চঞ্চল সত এ জীবন
কেন মন ঘুরি অকারণ, বুধা দিন করিছ যাপন
এ মোর ধরনী পরে ॥

কৃষ্ণ নামামৃত রসে, অমুরাগভরে চির ভেসে
চল আলোকের দেশে, উল্লাসে শাস্তির হাসে,
পাবে সুখ দুখ নিবारे ॥

ভক্ত রসিক জন জানে, কি সুখ নাম সুধা পানে,
ভজন সাধনে ভগবানে, বাঁধি হৃদে ভকতির সনে,
খেল সুখে ভব খেলাঘরে ॥

+ ° ' ২

II প প | ম ম | জ্ঞ জ্ঞ |

প র ম গো বি ঠ

ঠেকা :—খ। ঘোড়ে নাক্ থি ঘোড়ে নাক্

ও		০	
র	স		স স
ন্দ	না		০ ম
গ	দি		ষেড়ে নাক

+	o	২
I ন স	মজ্জ ম	প প
স ব	ত্যo জি	যে বা

দুইরা :—ধুমাকটে কেটেতাগ তাগতেটে ধুমাকটে কেটেতাগ তাগতেটে

৩ ০
ম প | জ ম ।
সা র ক রে
গদিষেনে ধা গদি ষেনেধা গদিষেনে

$\begin{array}{ccccccc} & + & & 0 & & ২ & \\ \text{I} & \text{প} & \text{ণ} & | & \text{প} & \text{ণ} & | & \text{স} & \text{স} & | \end{array}$
 কো টি জ ন ম
 পরণ :—তাক। ধেতেটে ধায়েকেটে ধেকেটে কেতাক ধাগেনে

৩ ০
 স' ৭ | খ ষা I
 পা ০ প নি
 ধাত্বেকেটে ধাগেনে ধাত্তেটে কতাক

+		০		২	
I প	প	ম	প	প	প
বা	রে	অ	না	য়া	সে
ধেটেধা	হেকেটেতাক	হেকেটেতাক	ধাভেকেটে	ধা	ঘেনাক

৩		০	
ম	জ	র	স I
যা	য়	ত	রে
ধাগেতে	টেথুনা	ধাতেটে	ধাতেটে

+		০		২	
I ন্	স	ম	জ	ম	প
ভ	ব	জ	ল	ধি	র
ধা	কং	ধাতেটে	ধাতেটে	ধা	কং

৩		০	
গ	ম	জ	ম II
প	র	পা	রে
ধাতেটে	ধাতেটে	ধা	কং

অন্তরা

+		০		২	
II প	ম	জ	ম	প	ণ
প	০	ক	জ	দ	ল

ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ ধি ঘেড়ে নাক্

৩		০	
পগ	গস'	স'	স' I
জ০	ল০	স	ম
গ	দি	ঘেড়ে	নাক্

+		০		২	
I গ	স'	জ'	র'	স'	ণ
চ	০	ক	ল	স	ত

পরণ :—ধাতেরে কেটেতাক্ তাতেরে কেটেতাক্ ধাতেরে কেটেতাক্

		০	
ধ	স'	ধ	প I
এ	জী	ব	ন

তাতেরে কেটেতাক্ ধাতেরে কেটেতাক্

+			০		২	
I	ণ	ণ		প	ণ	
	কে	ন		ম	ন	
	ধা	ধাতেরে		কেটেতাক	তাতেরে	
					যু	রি
					কেটেতাক	ধাতেরে

৩		০	
র'	ণ		স' স' I
অ	কা		র ণ
কেটেতাক	তাতেরে		কেটেতাক ধা

+			০		২	
+	স'	ণ		ধ	প	
	ব	থা		দি	ন	
	ধাতেরে	কেটেতাক		তাতেরে	কেটেতাক	
					ক	রি
					ধাতেরে	কেটেতাক

৩		০	
জ	ম		র স I
ছ	ধা		প ন
তাতেরে	কেটেতাক		তাতেরে কেটেতাক

+			০		২	
I	ন্	স		মজ	ম	
	এ	ম		র০	ধ	
	ধেরেধেরে	কেটেতাক		ধাতেরে	কেটেতাক	
					ধা	ধাতেরে

৩		০	
ম	প		জ ম II
প	০		০ রে
কেটেতাক	ধা		ধাতেরে কেটেতাক

আদভাগ

+			০		২	
II	ণ্	গ		ম	জ	
	ক	০		ফ	না	
	কৈকা :- ধা	ষেড়ে		নাক	ধি	
					মা	০
					ষেড়ে	নাক

৩		০			
র	স		স	স	I
ম্	ত		র	সে	
গ	দি		ঘোড়	নাক্	
+			০		২
I	ন্	স		মজ্জ	ম
	অ	হু		রা০	গ

৩	০				
ম	প		জ্জ	ম	I
চি	র		ভে	সে	
ভেরেকেটে	তাক্তেরে		কেটেতাক্	ধুমাকেটে	

	+			০			২		
১	স	স		গ্	গ্		ধ্	গ্	
	চ	ল		আ	লো		কে	র	
	ধুমাকেটে	ধুমাকেটে		কেটেতাগ্	তাগ্‌তেটে		দেন্‌তা	কেটেতাগ্	

৩	০				
ধ্	প্		প্	প্	I
দে	শে		০	০	
ভেরেকেটে	তাক্তেরে		কেটেতাক্	ভেরেকেটে	

	+		০		২
I	প	ম		ম	ম
	উ	০		সে	শা
					০
	ধাগেতেটে	কেটেতাক্		তাগতেটে	কেটেতাক্
				দেন্তা	কেটেতাক্

৩	০				
ম	প		জ্জ	ম	I
স্তি	র		হা	সে	
ভেরেকেটে	তাক্তেরে		কেটেতাক্	ভেরেকেটে	

	+			০			২	
I	প	গ		গ	গ		প	গ
	পা	বে		ম্	খ		হ্	০
	কেটেতাক্	ভেরেকেটে		ধা	কং		কেটেতাক্	ভেরেকেটে

৩				০	
স'	স'			স'	স' II
খ	নি			বা	রে
ধা	কং			কেটেতাক্	তেরেকেটে

সঙ্গারী

II	+			০		২	
	প	ম		জ	ম		প গ
	ভ	০		ক	র		সি ক
ঠেকা—	ধা	ঘেড়ে		নাক্	ধি		ঘেড়ে নাক্

৩			০	
পণ	গস'		স'	স' I
জ০	ন০		জা	নে
গ	দী		ঘেড়ে	নাক

I	+			০		২	
	গ্	স'		জ	র'		স' গ
	কী	সু		খ	না		০ ম
পদগ—	ধাকটে	ভাগ ধা		কেটেতাক্	তেরেকেটে		ভাগছি ঘেনেনাক্

৩			০	
ধ	গ		ধ	প I
সু	ধা		পা	নে
থুমা	কেটেতাক্		তেটেকতা	গদিঘেনে

+			০		২	
গ	গ		প	গ		স' স'
ভ	জ		ন	সা		ধ নে
তাক্জাগ	তাক্জাগ		ধাধা	দেন্তা		কেটেতাক্ তেরেকেটে

৩			০	
র'	গ		স'	স' I
ভ	গ		বা	নে
থুমা	কেটেতাক্		তেটেকতা	গদিঘেনে

+	০	২
I স গ ধ প ম প		
বাঁ ধি হ্র দে ভ ক		
ধাকটে তাক্‌ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাগেদ্ধি ঘেনেনাক্‌.		

৩	০
জ ম র স I	
তি র স নে	
থুন্না কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে	

+	০	২
I গ স মজ ম প প		
খে ল মু০ খে ভ ব		
তাকজাণ্ তাকজাণ্ ধাধা দেন্তা কেটেতাক্ তেরেকেটে		

৩	০	II
ম প জ ম II		
খে লা ঘ রে +		
থুন্না কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে ধা		

[গান ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ]

প্রশংসা

রাগ—ভৈরব

লম্ব—দিবা প্রথম প্রহর। কোমল—ক ও দ, শুদ্ধ ম এবং কোমল 'ন' ব্যবহার।
জাতি—সম্পূর্ণ।

তাল—ভেওরা

পবিত্র উষাকালে উঠি কুতুহলে
বিশ্ব বিধাতারে পূজিব সকলে।
অরুণ কিরণ কিরীট পরিয়ে,
বাল ভানু হাসে উদয়াচলে ॥
মলয় শীতল সমীরণ বোয়ে,
ধরিজীর বৃকে শাস্তি ঢালে ॥
বন ফুলদল শিশির সলিলে,
সিক্ত কলেবর দানে পরিমলে,
অভিনব ভাবে যেন ভুবি সবে,
সাজায়ে অঞ্জলি হৃদয়ের খালে ॥

অনুরাগ সনে বস তাঁর ধ্যানে,
পূর্ণ করি হিয়া ভকতি চন্দনে,
আত্মসমর্পণ করি সে চরণে,
রহ একমনে বিভু পদতলে ॥

আত্মহারা

+	২	৩
II স ন্ দ্ স ন্ ঞ্ স		
প বি ঞ্ উ ষা কা লে		
ঠেকা :—ধা ষেড়ে নাক্	গ দী	ষেড়ে নাক্
+	২	৩
ঞ্ প ম গ ম ঞ্ স I		
উ ঠি কু তু হ লে	০	
ধা ষেড়ে নাক্	গ দী	ষেড়ে নাক্
+	২	৩
গ ম পম গ দ প ম		

বি ০ ঞ্ ০ বি ধা তা রে
পর্যণ :—ধাতেরে কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাতেরে কেটেতাক্ ধেরেতেরে কেটেতাক্

+	২	৩
গ ম প গ ম ঞ্ স II		
গু জি ব স ০ ক লে		
ধাতেরে কেটেতাক্ তেটেকতা গদিষেনে	ধা তেটেকতা গদিষেনে	

অস্তর

+	২	৩
II ম ণ দ্ ন ১ স' স'		
অ রু ণ কি ০ র ণ		
ঠেকা :—ধা ষেড়ে নাক্	গ দী	ষেড়ে নাক্
+	২	৩
স' স' ন ঞ্ ১ স' স' I		
কি রী ট প ০ রি য়ে		

পর্যণ :—ধাকটে ধুধাকটে কেটেতাক্ ধুধাকটে কেটেতাক্ ধুধাকটে কেটেতাক্

+	১	২	৩
স	ম	ম	স
বা	ল	ভা	হা

ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক্ ধাতোটে ধাগেতেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে

+	১	২	৩
ন	স	খ	প
উ	দ	চ	লে

ধাগেতেটে কেটেতাগ তেরেকেটে ধুমাকেটে ধুমাকেটে কেটেতাক্ ধুমাকেটে

+	১	৩
প	দ	স
ম	ল	য়

ধাধা কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্ তাক্ তেরেকেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে

+	১	৩
ন	স	ন
স	মী	র

ধ্রুনা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে

+	১	৩
গ	ম	প
ধ	রি	জী

কেটেতাক্ তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে ধাধা তেরেকেটে কেটেতাক্

+	১	৩
গ	ম	প
শা	০	স্তি

তেরেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা কেটেতাক্ তেরেকেটে

সংগীতী

II	+	১	৩
ঈ	ন	দ	স
অ	মু	রা	স

ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দী ঘেড়ে নাক্

+	২	৩
স' স' ন ঞ' ১ স' স' I		
ব স তাঁ র ০ ধ্যা নে		

টুকরা :—ধাগেতেরে কেটেতাক তেরেকেটে তাগেতেরে কেটেতাক্ ধাধা তেরেকেটে

+	২	৩
স' ম ম গ ম ঞ' স'		
পু ০ ব ক র হি যা		
থুমা কেটেতাক তেরেকেটে থুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা		

+	২	৩
ন স' ঞ' দ ১ প প I		
ভ ক তি চ ০ দ নে		
থুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা থুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে		

+	২	৩
প দ স' স' ন ঞ' স'		
আ অ স ম ০ প গ		
ঠেকা :—ধা ঘেড়ে নাক্ গ দী ঘেড়ে নাক্		

+	২	৩
ন স' ন দ ১ প প I		
ক রি সে চ ০ র বে		

টুকরা :—ধুমাকেটে তাক্তাক্, ধুমাকেটে তাক্তাক্, ধুমাকেটে তাক্তাক্, ধুমাকেটে তাক্তাক্, ধুমাকেটে

+	২	৩
গ ম প গ দ প ম		
র হ এ ক ০ ম নে		
কেটেতাক্ তেরেকেটে তাক্‌ধুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে ধা তাক্‌ধুমা		

+	২	৩
গ ম প গ ম ঞ স II		
বি ভু প দ ০ ত লে		
কেটেতাক্ ধা তাক্‌ধুমা কেটেতাক্ ধা তাক্‌ধুমা কেটেতাক্		

আভোপ

	+			২		৩	
II	স	ঋ	ম		প	।	
	ব	ম	ফু		ল	০	
ঠেকা :—	ধা	ঘেড়ে	নাক্		গ	দী	ঘেড়ে
							নাক্

	+			২		
	দ		দ		প	ন
	শি		শি		র	স
টুকরা :—	তাগেতেটে	তাগেতেটে	কেটেতাক		তাগেতেটে	কেটেতাক্

	৩		+	
দ		প		ম
লি		লে		সি
				০
ধেরেতেরে	কেটেতাক্	ধেরেধেরে	ধেরেধেরে	কেটেতাক্

	২		৩		+
ম	গ		প	ম	
ক	লে		ব	ন্ন	দা
ধুম্না	কেটেতাক্	তেরেকেটে	ধা	ধুম্না	কেটেতাক্
					তেরেকেটে

	২		৩	
গ	ম		ঋ	স
রি	০		ম	লে
ধা	ধুম্না		কেটেতাক্	তেরেকেটে

	+			২		৩	
	স	ন্	দ্		স	ন্	
	অ	ভি	ন		ব	০	
ঠেকা :—	ধা	ঘেড়ে	নাক্		গ	দী	ঘেড়ে
							নাক্

	+			২		৩	
*	ঋ		প	ম		গ	ম
	বে		ন	ডু		বি	০
টুকরা :—	কংতেটে	ক্ষেধাতেটে	ষেধাতেটে	কংতেটে	ক্ষেধাতেটে	কংতেটে	ক্ষেধাতেটে

+				২			৩
গ	ম	প		গ	দ		প ম
সা	জা	য়ে		অ	০		জ লি

কংতেটে ক্রেধাতেটে ঘোষতেটে কংতেটে ক্রেধাতেটে ধা কংতেটে

+				২			৩
গ	ম	প		গ	ম		ঝ স II
হ্র	দ	য়ে		র	০		ধা লে

ক্রেধাতেটে ধা কংতেটে ক্রেধাতেটে ধা কংতেটে , ক্রেধাতেটে

খেয়াল

তাল—রূপক

[ইহা ৭ মাত্রার তাল, তিনটি তাল, কঁক বা অনাবাত নাই, প্রথম তালে সম্ ধরা হয়। জাতি—বিষমপদী]

১'				২			৩

ঠেকা—তিন্ তিন্ তাক্ | বিন্‌বিন্ ধাগ্ | বিন্‌বিন্ ধাগ্ |

রাগ—জয়ভদ্রী

তু ঘড় দেরে বীর বড়ইয়া
পালনো রাজ ছলারো ঝলে।
লখন দেহৌ খড়াস্তণনী
অণ্ডর দুখ দালিঅ সব ভুলে ॥

—জীবন ধাঁ

আহ্বানী

(দ্বিতীয় তালে ধরন)

২			৩
II দপ	ঝ		প দ
তু০	০		ঘ ট
বিন্‌বিন্	ধাগ		বিন্‌বিন্ ধাগ

+	১	২	৩
স' ১ স'	সন দন	সন দ	
দে ০ রে	বী০ ০০	০০ ০	
ঠেকা—তিন্ তিন্ তাক্	ধিন্ধিন্ ধাগ্	ধিন্ধিন্ ধাগ	

+	২	৩
প প প	প প	ক্ষপ দ
০ ০ র	ব ট	০০ ০
য়েলা :—ধাগেতে ধাগেতে	ধা ধিন্ধিন্ ধা	ধিন্ধিন্ ধা

+	২	৩
প ক্ষ গ	গক্ষ পদ	ক্ষ দ
ই য়া ০	পা০ ০০	০ ০
ভাগেতে ভাগেতে	ধা তিন্ধিন্ ভা	তিন্ধিন্ ভা

+	২	৩
প প ১	ক্ষ গ	খ গ
ল নো ০	রা ০	জ ছ
ধাতেটে কংতেটে	ধা কংতেটে	ধা কংতেটে ধাগেতেটে

+	২	৩
খ ১ স	স গ	সস ক্ষপ
লা ০ রো	ঝ লে	০০ ০০
কংতেটে ধা কংতেটে	ধাগেতেটে ধা	কংতেটে ধাগেতেটে

+	
দ ক্ষ প II	
০ ০ ০	
ধা কংতেটে	ধাগেতেটে

+	২	৩
I দপ ক্ষপ ক্ষ	গ ক্ষ	দ স'
লা০ ০০ খ	ন দে	০ হোঁ
ঠেকা—তিন্ তিন্ তাক্	ধিন্ধিন্ ধাগ	ধিন্ধিন্ ধাগ

+	১	২	৩
স	স	ন	স
ষ	ঢা	০	০
ধাতেটে	থুমা কেটেতাক্	ধাতেটে	থুমা কেটেতাক্ তেরেকেটে

+	২	৩
ন	স	গ
অ	ও	র
কেটেতাক্	তেরেকেটে	থুমা

+	২	৩
স	ন	দ
দা	০	০
কেটেতাক্	থুমা কেটেতাক্	থুমা

+	২
স্বপ	দন
ভূ০	০০
থুমা	কেটেতাক্

৩	+
স্বপ	স
০০	০
থুমা	কেটেতাক্

ভবলাভবলা

ভাবি—খাড়াব সম্পূর্ণ। হুই—গ, জ। হুই—ন, ণ। র-বাদী, প-সমবাদী।
আরোহণে—বা বর্জিত ও শুদ্ধ নি। অবরোহণে—কোমল জ ও ণ ব্যবহৃত হয়।

ভিত্তাল (মধাগতি)

ভবতে লাগলী আখ মোরি,
সোই দিনমে পরদেশ গয়োরে।
ষড়ি ষড়ি পলছিন কল ন পরত হায়,
উন বিন ক্যারসে বিতাই দিন রে ॥

—অদারক।

আহ্বানী

০					১				
গ	ধ	পমগম	১-		গর	জ্ঞ	র	স	
জ	ব	৐৐৐৐	০		লা০	০	গ	লী	
না	তিন্	তিন্	না		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	
+					৩				
র	-১	-১	র		র	জ্ঞর	গম	প	
জা	০	০	থ		মো	৐৐	রি০	০	
ঠেকা :—	ধা	তেটে	ধিন্	ধা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা
০					১				
মধ	পণ	ধ	প		ম	গ	রজ্ঞ	র	
সো০	৐৐	ই	দি		ন	০	০	মে	
না	তিন্	তিন্	না		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	
+					৩				
র	গ	রগম	পধন		ধপ	মগ	রস	র	II
প	র	দে৐৐	৐৐৐		শ০	গ০	য়ো০	রে	
ধা	তেটে	ধিন্	ধা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

অন্তরা

০					১				
ম	প	ন	ন		স	স'	স'	স'	
ঘ	ড়ি	ঘ	ড়ি		প	ল	ছি	ন	
না	তিন্	তিন্	তা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	
+					৩				
র'	র'জ্ঞ'	র'	স'		নস'	র'			
ক	ল০	ন	প		র০	০			
মহড়া :—	তাক্	ধুন্না	কেটেতাক্	ধুন্না		কেটেতাক্	তেরেকেটে		

		০							
ধি	ধপ		পধ	পধণ	ধ	প			
ত	হায়	উ০	ন৐৐	বি	ন				
তাক্	দেং	তেরেকেটে		ধিন্	তেরেকেটে	তাক্	দেং	তেরেকেটে	

১
ম গর জ্ঞ র |
ক্যা ০য় সে ০
ধিন্ তেরেকেটে তাক্‌দেং তেরেকেটে |

+ ৩
র ম পনর্স র'জ্ঞ'র' | সঁণধ পণধ পমগ রসর II
বি তা ই০০ ০০০ দি০০ ০ন০ রে০০ ০০০
ঠেকা:—খা তেটে ধিন্ খা | তেটে ধিন্ ধিন্ খা

ভেহাই

[গানের আস্থায়ী একবার গাহিবার পর দ্বিতীয় বারে ফাঁক হইতে ভেহাই উঠিবে এবং সমে গিয়া শেষ হইবে।]

০ ১ +
ণ ধ পম গম | গর জ্ঞ র স | র' -১ ১- র |
জ ব তেঁ০ ০০ লা০ ০ গ লী জঁ ০ ০ খ
ঠেকা:—না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ খা | খা তেটে ধিন্ খা |

৩ ০ ১
র জ্ঞর গম প | মধ পণ ধ প | ম গ রজ্ঞ র |
মো ০০ রি০ ০ সো০ ০০ ই দি ন ০ ০ মে
তেটে ধিন্ ধিন্ খা | না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ খা |

+ ৩
র গ রগম পধণ | ধপ মগ রস র II
প র দে০০ ০০০ শ০ গ০ যো০ রে
ঠেকা:—খা তেটে ধিন্ খা | তেটে ধিন্ ধিন্ খা

০ ১
ণ ধ পমগম -১ | গর জ্ঞ
জ ব তেঁ০০ ০ লা০ ০
ভেহাই:—তিক্ষাক্ তেরেকেটে খা, তিক্ষাক্ | তেরেকেটে খা,

+
র স | র ১ ১ র |
গ লী জঁ ০ ০ খ
তিক্ষাক্ তেরেকেটে | খা তেটে ধিন্ খা (ঠেকা বাজবে)

তৈলবী

জাতি—সম্পূর্ণ। ঞ, জ্ঞ, দ, গ, কোমল। বানী—মধ্যম। সমবানী—স

আরোহণ—স ঞ জ্ঞ ম প দ গ স

অবরোহণ—স গ দ প ম জ্ঞ ঞ স

ভজন—জিতাল

কাহে কো ফিরত যুট মন ধায়ো।

তাজি হরিচরণ সরোজ সুধারস রবিকর জল লায়ো ॥

ত্রিঙ্গ দেব নর অশুর অপর জগ যোনি সকল ভ্রমি আয়ো,

গৃহ বণিতা সূত বজ্র ভয়ে বহু মাতৃ পিতা জিহু জায়ো ॥

জাতে নিরয় নিকায় নিরন্তর সোই ইহু তোহি শিখায়ো,

তুয়া হিত হোই কটে ভব বন্ধন কো মন্ত তোহি ন বতায়ো ॥

বিষয়হীন দুখ মিলে বিপতি অতি সুখ স্বপনেহঁ নাহি পায়ো,

বেদ কহত ইস্ সুখমে দুখ হোত সংসার সার নাহি পায়ো ॥

ছিন ছিন ছিন হোত জীবন দুর্লভ তনু বুধা গবায়ো,

তুলসীদাস হরি ভজহি আশ তাজি কাল উরগ জগ খায়ো ॥

—তুলসীদাস

আস্থানী

০	১
প প দ পম	মজ্ঞ -জ্ঞ র স
কা হে কো ০০	ফি ০ র ত
ঠেকা :—না তিন্ তিন্ না	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

+	৩
স গ স ঞ	স -গসঞ স -৷ I
যু ট ম ন	ধা ০০০ যো ০
ধা তেটে ধিন্ ধা	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

০	১
দ গ্ স স	জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ জ্ঞ
তা জি হ রি	চ র গ স
না তিন্ তিন্ না	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

+					৩				
জ	ম	ম	ম		ম	-১	ম	ম	
রো	০	জ	সু		ধা	০	র	স	
ধা	তেটে	ধিন্	ধা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

০					১				
জ	প	প	প		প	প	প	প	
র	বি	ক	র		জ	ল	০	০	
না	তিন্	তিন্	না		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

+					৩				
মপদ	মপ	ণদ	প		মজ	জ	খ	স	II
লা০০	০০	০০	০		য়ো০	০	০	০	
ধা	তেটে	ধিন্	ধা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

অস্ত্রা

০					১				
দ	ণ্	স	জ		১		জ	জ	
ত্রি	জ	গ	দে		০	ব	ন	র	

টুকরা—থাগে তেটে কেটেতাক তেরেকেটে | তাক তেরেকেটে তাক ধেরেধেরে কেটেতাব

+					৩				
জ	ম	ম	ম		ম	ম	ম	দ	
অ	সু	র	অ		প	র	জ	গ	
ঠেকা:—ধা	তেটে	ধিন্	ধা		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

০					১				
জ	প	প	প		প	প	প	প	
জো	০	নি	স		ক	ল	ভ	মি	
না	তিন্	তিন্	না		তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	

+					৩				
মপ	দ	মপ	দর্শণ		দ	১	১	১	
আ০	০	০০	০০০		য়ো	০	০	০	

সহজা:—থাগে তেটে কেটেতাক তেরেকেটে | তাক তেরে কেটেতাক ধেরেধেরে কেটেতাক,

ত: শিকা—১৯

০	১
প প প প প ১ দ প	
গ হ ব গি তা ০ সু ত	
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্	

+	৩
ম ১ ম ম ম ১ মপ ম	
ব ০ কু ভ য়ে ০ ব০ ছ	
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্	

০	১
জ ১ ঝ স স ৭ স ঝ	
মা ০ তু পি তা ০ জি হু	
ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্ ধা ধেরেধেরে কেটেতাক্	

+	৩
স ১ গ্‌স ঝ স -১ -১ -১ II	
জা ০ ০০ ০ য়ো ০ ০ ০	
ঠেকা :—ধা তেটে য়িন্ ধা তেটে য়িন্ য়িন্ ধা	

সংগীতী

০	১
স স স -১ জ জ জ জ	
জা ০ তে ০ নি র য় নি	
না তিন্ তিন্ না তেটে য়িন্ য়িন্ ধা	

+	৩
মা -১ ম ম ম -১ ম ম	
কা ০ য় নি র ০ স্ত র	
মহড়া :—ধাগে -দ্বৈ নাক্ য়িনি ধাগে তেরেকেটে ধুয়া কতা	

০	১
* জ -প প প প -১ প প	
সো ০ ই ই হু ০ তো হি	
তেরেকেটে তাক্‌তাক্ কতা য়েনে ধা য়েনে ধা য়েনে	

+				৩				
দ	মপ	দস	ন		দ	-১	-১	১
শি	খা	০০	০	য়ো	০	০	০	০
ঠেকা :—	ধা	তেটে	খিন্	ধা	তেটে	খিন্	খিন্	ধা

০					১
দ	দ	দ	দ		দপ
তু	য়া	হি	ত		হো০

মহড়া :—খেটেতেটে খেটেতেটে কেটেতাগ্ তাগ্ তেটে | খেটেতেটে

			+		
ণ	ম	-১		ম	ম
০	ই	০		ক	টে

ক্রেধাতেটে কেটেতাগ তাগ্ তেটে ধা খেটেতেটে ক্রেধাতেটে

		৩			০
ম		ম	জ	প	ম
ধ		ব	০	ক	ন

খেড়েনাগ্ | তাগ্ দেনে নাক্ তেটে ক্রেধানে ধা | ক্রেধানে

			১		
-১	খা	স		স	ন
০	ম	স্ত	তো	হি	ন

ধাধা কিটিধা ক্রেধানে | ধাধা কিটিধা ক্রেধানে ধাধা |

+				৩			
স	-১	ণস	খা		স	-১	-১
তা	০	০০	০	য়ো	০	০	০

ঠেকা :—ধা তেটে খিন্ ধা | তেটে খিন্ খিন্ ধা |

আভোগ

০				১			
স	স	স	জ		-১	জ	জ
বি	ব	র	হী	০	ন	ছ	খ

না তিন তিন্ না | তেটে খিন্ খিন্ ধা

০				১				
প	প	প	প		পদ	প	মজ্জ	-ম
হি	ন	হি	ন		হী০	০	ন০	০
না	তিন্	তিন্	না		ভেটে	ধিন্	ধিন্	ধা

+				৩	
ম	প	প	প		প
হো	০	ত	জী		ব
					০

রেল। :—ধৎধৎ ক্কেটেতেটে ক্কেধাতেটে ক্কেধাতেটে | কৎতেটে গেগেতেটে

		০			
প	-১		দ	দ	দ
ন	০		ছ	র	ল
					ভ

কেটেতাক্, ভাগতেটে | কতাকভা গেঘেতেটে কেটেভাগ্, ভাগতেটে

১				
দ	প	প	প	
ত	হু	০	ব	

ভাগতেটে ধা ভাগ্, ভেটেধা ভাগ্তেটে |

+				৩	
প	-১	প	দপ		মপ
ধা	০	গৌ	০০		বা০
					০০

ঠেকা :—ধা ভেটে ধিন্ ধা | ভেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

০				১	
দ	দ	দ	দ		-১
তু	ল	সী	দা		০
না	তিন্	তিন্	তা		ভেটে

+				৩	
ম	ম	ম	ম		-১
ভ	জ	হি	আ		০
					জ

রেল। :—ধা-জা ধাতেটে ভাজ্জেকেটে ধাতেটে | ধাজ্জে ধাতেটে ধাজ্জেকেটে ধা |

০				
জ্জ	-১	জ্জ	জ্জ	
কা	০	ল	উ	

ভাজ্জেকেটে ধাজ্জেকেটে ধা ভাজ্জেকেটে |

১
 ঞ্ ণ্ স ঞ্ |
 র গ জ গ
 ধাত্বেকেটে ধা তাত্বেকেটে ধাত্বেকেটে |
 + ৩
 স -১ ণ্ স ঞ্ | স -১ -১ -১ II II
 ঞ্ ০ ০০ ০ য়ো ০ ০ ০
 রেণা :—ধা তেটে য়িন্ ধা | তেটে য়িন্ য়িন্ ধা |

স্বরলিপি—সকীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছান্দানট

জাতি--সম্পূর্ণ। বাদী—র। সমবাদী—প।

একতাল (দ্রুতলয়)

এ সখি অব ক্যায়সী কর্
 শ্রামরো মেরো মন হর লিনো।
 মার গই নয়ন তীর, তন মন নহি ধরত ধীর,
 অ্যায়সে শ্রাম ভয়ে বে পীর
 শ্রামরো মেরো মন হর লিনো।

—অচপল

আস্থারী

+ ৩ ০
 গ র গ | -১ ম ধপ | ম গ র |
 এ স য়ি ০ অ ব০ ক্য য় সী
 ঠেকা :—য়িন্ য়িন্ ধা | ধা থুন্ না | না তেৎ ধাগে |

১ + ৩
 ন্ র স | প -১ প | স' ন র' |
 ক ০ ক্ শ্রা ০ ম রো ০ ০
 তেটে য়িন্ তেটে | য়িন্ য়িন্ ধা | ধা থুন্ না |

০ ১ +
 সু ন স' | নস' ধ প | র গর গ |
 মে ০ রো ম ০ ন হ ০০ র
 না তেৎ ধাগে | তেটে য়িন্ তেটে | য়িন্ য়িন্ ধা |

অন্তরা

০ ১
স -১ স' | স' -১ স' |
ন য়্ ন জী ০ র
ধাগেতেটে বিন্ ধাগেতেটে | তাগেতেটে কেটেতাগ্ তাগ্‌তেটে ।

+ ও ঠ
স' ধ ন | ন স' র' | স' ন স' |
ত ন ম | ন ন হি | ধ র ত |
কন্তেটে ধাগেনে ধ। কং কন্তেটে ধাগেনে । ধ। কন্তেটে ধাগেনে ।

১			+		
নস	ধ	প		র	গর গ
ধা	০	র		আ	০য় সে
ধা	কন্তেটে	ধাগেনে		ধিন্	ধিন্ ধা

			০				১				
ম	ধ	প		ম	গ	র		ন	র	স	
শ্রা	০	ম		ভ	য়ে	বে		পী	০	র	
ধা	ধুন	না		না	ভেং	ধাগে		ভেটে	ধিন	ভেটে	

+		ও			
প	-।	প	।	স	ন
জা	০	ম		রো	০
রেনা :—	ধাগে	নেধা	ষেনে	ধাগে	ধাগে
				ভেরেকেটে	

০ ১ +
স ন স | নস খ প | র গর গ
মে ০ রো ম ০ ন হ ০০ র
ধুনা কতা ডাক | তেরেকেটে ধেনে ঘেনে | ষাগে তেরেকেটে ধুনা |

আস্থানী

+	৩						
র	জ	র	জ		স	খ	দ প
প্র	ভূ	মে	রে		অ	ব	গ
ঠেকা-ধা	ধিন্	ধিন্	ধা		ধা	ধিন্	ধিন্ ধা

০	১						
র	জ	স	র		স	১	১ ১
চি	ত	না	ধ		রো	০	০ ০
না	তিন	তিন	না		ত্রেকেটে	ধিন্	ধিন্ ধা

+	৩						
স	প	প	প		প	দ	প প
কাহারবার ০	স	ম	দ		র	শি	জা য়
কাহারবা—	ধিনি	ধাগে	তিনি	তাক্		ধিনি	ধাগে তিনি তাক্

০	১						
প	দ	ণ	স'		প	ণ	দ প
না	০	ম	তি		হা	০	রো ০
ধেনাঘেঘে নাতে নাতে নাক্তেটে ধেনাঘেঘে নাতে নাতে নাক্তেটে							

+	৩						
-১	প	দ	প	'		ম	প ম র
০	চা	হে	ত		পা	০	র ক
ধিন্ ধাগে ধাগেনানা ধিন্ ধাগে ধাগেনানা ধিক্ নানা ধিক্ নানা ধিক্ নানা ধিক্ নানা							

০	৩						
জ	-১	-১	-১		-১	-১	-১ -১ II
রো	০	০	০		০	০	০ ০
তিক্ নানা তিক্ নানা তিক্ নানা তিক্ নানা ধিক্ নানা ধা ধিক্ নানা ধা ধিক্ নানা							

অন্তরা

+	৩						
জ	ম	দ	ণ		স'	স'	স' স'
ত্রিভালের এ	০	ক	লো		হা	০	০ ০
কারবা—	ধাতেরে	কেটেধা	কেটেতাক্	ভেরে:কেটে		ধধা	কহা কেটেতাক্ ভেরে:কেটে

ত: শিকা—২০

আভোগ

+	৩
অ ম দ গ	স স স স
এ ০ ক ন	দী যা এ ক
কাল্লা :—ধিক্ ধিনা তেরেকেটে ধিনা	ধাগি নাধা গিধি নানা
০	১
স ঋ ঋ ঋ	সঋ ঋ ঋ স
০ ন র ক	হা ০ ০ ব ক
তিন্ তিনা তেরেকেটে তিনা	ধাগি নাধা গিধি নানা
+	৩
স' ঋ' র' ঋ'	স' ঋ' ঋ' ঋ'
০ ম য় লা	নৌ ০ র ভ
ধিক্ ধিনা গিধি নানা	ভিক্ তিনা গিধি নানা
০	১
স' স' স' স'	স' স' স' স'
রো ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
গিধি নানা ধা গিধি	নানা ধা গিধি নানা
+	৩
স' স' ঋ' স'	প গ দ প
য ০ ব মি	লি ০ দো নো
ঠেকা :—ধা ধিন ধিন ধা	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা
০	১
প দ গ স'	প গ দ প
এ ০ ক ব	র গ ত য়ে
না তিন্ তিন্ না	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা
+	৩
প প দ প	ম প ম র
সু র স রি না ০	ম ধ
ঠেকা :—ধা ধিন্ ধিন্ ধা	তেটে ধিন্ ধিন্ ধা
০	১
অ অ অ অ	অ অ অ অ
রো ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
তেহাই :—ধাগে তেরেকেটে ধিন ধাগে	তেরেকেটে ধিন্ ধাগে তেরেকেটে

